গোপিনীগণ ধাইয়া আইল । এতেক আখুট তবু মাখন নাদিল ॥ ১৯ ॥ রাণী কহে দেখ সবে বালক কীর্ত্তন । বাসুদেবে নাহি দিতে মাগিছে মাখন ॥ ২০ ॥ বল্লভ দুর্ল্লভ লীলা আগে কেবা জানে । দেবের অসাধ্য যাহা জানিব কেমনে ॥ ২১ ॥ জানাইতে ব্রজনাথ ব্রজবাসী গণে । করিল অপূর্ব্ব লীলা দেখ বিদ্য মানে ॥ ২২ ॥ আবা আবা গাল বাদ্য ধর্য্য শিশু সঙ্গে । বগল বাজায়্য চলে কত রঙ্গ ভঙ্গে ॥ ২৩ ॥ মথনি করিয়া রোধ খাইছে মাখন । বলরাম খায় দেয় বাঁটিয়া সমান ॥ ২৪ ॥ কণক বাসনে যত মাখন রাখিল । সকলে মিলিয়া শিশু ছিনায়্য খাইল ॥ ২৫ ॥ দধি ঘোল কত খাই বাকি ছড়াইল । সকল রমণী অঙ্গে বসনে লাগিল ॥ ২৬ ॥ কৃষ্ণের করের গুণে সুধাতে জড়ায় । কোটি কোটি চাঁদ জিনি শোভা করে তায় ॥ ২৭ ॥ নির্ধুম দীপক যেন বহুত জ্বলিল । ততোধিক ভোরে শোভা অঙ্গনে হইল ॥ ২৮ ॥ মাখন লইয়া কৃষ্ণ মায়েরে দেখায় । বাসুদেব পূজা মাতা দেখ এই হয় ॥ ২৯ ॥ ইহা বলি চাঁদ মুখে হাসি হাসি খায় । দেখিয়া গোপীর মন আনন্দে জুড়ায় ॥ ৩০ ॥ যশোদা রোহিণী ভয়ে হইল অস্থির । বাসুদেবে কষ্ট কৈল বালক অধীর ॥ ৩১ ॥ অন্তর্যামী বুঝি ইহা করিল শরণ । আসিয়া নারদ মুনি করিছে শান্তন ॥ ৩২ ॥ বালক খাইলে খান প্রভু নারায়ণ । অধিক সন্তোষ হয় বেদের বচন ॥ ৩৩ ॥ গোপতে কহিছে ঋষি শুণে দুই রাণী । পরম কর্ত্তার কর্ত্তা কৃষ্ণ গুণ মণি ॥ ৩৪ ॥ প্রতি রোম কুপে দেখ বহু বিশ্ব রূপ । সকল উত্তম শেষ একরূপে অনুপ ॥ ৩৫ ॥ সগুণ নির্গুণ রূপ শ্রীকৃষ্ণ বলাই । আনন্দে মজিল রাণী হেরিয়া ইহাই ॥ ৩৬ ॥ নিতি নিতি বাল লীলা নব বৃন্দাবনে । নব নব করে সদা ভাই দুইজনে ॥ ৩৭ ॥ দেখিবারে কৃষ্ণ লীলা যার সাধ হয় । বিষয় অমৃত ত্যজ ত্যজ লোক ভয় ॥ ৩৮ ॥ দিবা নিশি লীলা রচি দেখ আঁখি ভরি । নাচ গাও তালে মানে মুখে বল হরি ॥ ৩৯ ॥ মিছিরি বিহনে ননী ভাল নাহি লাগে । ব্রজ গোপী আনি দিল কৃষ্ণ অনুরাগে ॥ ৪০ ॥ মিছিরি সহিত ননী খাইল শ্রীহরি । প্রকাশে বাৎসল্য ভাব কোলে কোলে ফিরি ॥ ৪১ ॥ কোন ভাবে কার কোলে দিছে কোন সুখ । যার সুখ সেই জানে এসব কৌতুক ॥ ৪২ ॥

যশোদা কার বাল্য লীলা মাখন ভোজন। আনন্দে ভকতে দেখ হরষিত মন ॥৪৩॥ সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ ❁ ॥ গীত ভৈরবী রাগ জঙ্গলা তাল একতালা ॥ বাজেত কঙ্কন জোড়ি ঝন নন নন ঝনং ঝনা। ঘুরত ফিরত মথনি লখি লখি শুনি শুনি মাগেত মাখন মোহনা ॥১॥ মধুর মধুর ভাষিয়াঃ ত্বরিত সুরীত ডাকিয়াঃ নাদিলে নবনীঃ লুটিব তথনিঃ করিল এই মন্ত্রণা ॥ উপজ রাম শ্যাম ॥২॥ সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ গীত রাগবেলওযার তাল মধ্যমান। দেমা সকল নবনী খাইব আমরা। বড়ক্ষুধা লাগিয়াছে ধরি উঠি ধরা ॥ ১ ॥ খাইলে মাখন মোরা নাচিব তারাকারা। শুনাব মোহন বাঁশী তব মনোহরা ॥ ২ ॥ সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ ভৈরবী রাগ তাল কওয়াএলি। দ্রুত থাও চলিয়া তুলিয়া দাদা রামঃ নিতি পূজে বাসুদেবেঃ আগেকেন সুতে দিবেঃ অতএব সাধ মন কাম॥ ভুলাইয়া রাম। ভোরের মাখন তাজাঃ ভোজনে পাইবে মজাঃ সারি সারি শিশু লয়্যা শ্যাম ঘেরিল মহন ধাম ॥ ১ ॥ সাঙ্গ ॥ কর বন্ধন ॥ দামউরি বন্ধন তথা যমলার্জ্জুন ভঞ্জন ॥ রাগ রামকেলি তাল আড়াতেতালা ॥ এক দিন প্রাতে কৃষ্ণ গোকুলনগরে। উপদ্রব সথা সঙ্গে কৈল গোপীঘরে ॥ ১॥ মাখন লুটীয়া ফাড়ে বসন সবার। রতন কণক ভূষা ভাঙ্গিল বিস্তর ॥ ২ ॥ বাড়াইতে গোপী প্রেম মন বুঝি বারে। কেবল যুবতি সঙ্গে এত ঠাট করে ॥ ৩ ॥ শত শত মাঠগা ভাঙ্গি গোরস ফেলায়। তথাচ নামারে কৃষ্ণে গোপিনী সভায় ॥ ৪ ॥ নিতান্ত সহিতে নারে ধরি কৃষ্ণকরে। যতনে লইয়া গেল যশোদা গোচরে ॥ ৫ ॥ উপদ্রব যত কৈল কহে যশোদারে। দেখাইল অঙ্গ চীর যত নষ্ট করে ॥ ৬ ॥ ভূষণে হানি কথা অতি লজ্জা কর। সুতের সুনীত রাণী করহ বিচার ॥ ৭॥ কম নীয় তনু খানি কান্তি ঢল ঢল। মারিতে নাপারি মোরা দেখিয়া কোমল ॥ ৮ ॥ বহু কন্দে আল মস্তে আনি লাম ধরি। সামালিয়া রাখ শিশু তুমি হিতকরি ॥ ৯ ॥ প্রতি দিন টোলি টোলি এই কথা শুণি। যথেষ্ট থাকিতে ঘরে মাগ নীলমণি ॥ ১০ ॥ ভাল যশ দিলে বাছা জ্ঞাতি বন্ধু মাঝে। সেই মত ফল অদ্য দিব কাজে কাজে ॥ ১১ ॥ হরি চোর শঠ রাজ মাখন ভিক্ষারি। বামন দ্বিজের মত ছলে ভিক্ষা কারী ॥ ১২ ॥ অপচয় কর যেন নাশে ত্রিপুরারি। গোপী সঙ্গে এত লাগ লম্পট

ভিক্ষারি ॥ ১৩ ॥ কার বোলে এত দোষ করিলা অভাগি। যদি ভাল চাহ মোরে কহরে নির্ব্বাস ॥১৪॥ কৃষ্ণ কহে তবপুন্যে এইসব ঘটে। তুমিকৈলে তপচুরি মোরে চোর রটে ॥১৫॥ বরভিক্ষা মায়করে এজন্যে ভিক্ষারি। অরূপ স্বরূপ জন্যে লম্পট গোহারি ॥ ১৬ ॥ বহু বাকছল পরে বান্ধি বারে চায়। ভবিষ্য কারণ জন্যে সহে বৃজ রায় ॥ ১৭ ॥ উদু খলে দুটি হাত বন্ধন করিতে। লইয়া কুয়ার ডুরি লাগিল বান্ধিতে ॥ ১৮ ॥ দুই অঙ্গুলী ভরিয়া ডুরি খাট হয়। বান্ধিতে ছান্দিতে বেলা দ্বিপ্রহর হয় ॥ ১৯ ॥ যত ডুরি ঘরে ছিল নহিল সমান। মার দুঃখ দেখি হরি লইল বন্ধন ॥ ২০ ॥ সাঙ্গ ॥ ◉ ॥ করুণা রাগ মধ্যমান তাল ॥ পরস্পর গোপী কহেঃ বান্ধা গেল রাণী স্নেহেঃ আর মোরা পাইব কেমনে। অনেক বিনয় করেঃ রাণী নাহি কথাধরেঃ এত লজ্জা তোদের কারণে ॥ ১ ॥ ঘরে কিছু কমি নাইঃ তবু যাচেঅন্য ঠাইঃ এতদুঃখ সহে কিপরাণে। তোরা সব যাও ঘরেঃ কৃষ্ণ যত ক্ষতি করেঃ কল্যআসি লইও দ্বিগুণে ॥ ২ ॥ কোলে কিম্বা বান্ধি ডোরেঃ দিবানিশি নিজ ঘরেঃ প্রাণ পণে রাখিব যতনে ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণ করে ব্যথা দেখিঃ অনেক উপায়সখিঃ করি কহে যশোদা মাঁমানে। দ্রব্য হানি ভুলি গেলঃ জলে নেত্র ছল ছলঃ লাচারি তে চলে নিকে তনে ॥ ৪ ॥ বান্ধি রাখি গুণমণিঃ অন্য কর্ম্মে যায় রাণীঃ কাল পূর্ণ যমল অর্জুনে। অখিল পতির লাথিঃ স্পার্শ মাত্র হয়গতিঃ তরুরূপ ছাড়িল তখনে ॥ ৫ ॥ চতু র্ভুজ দুই জনঃ হইল সেবক গণঃ স্তুতি করি চলিল স্বস্থানে। এই লীলা যেদেখিলঃ নিজ নাথে সেচিনিলঃ রাণী দেখি বিশেষ নাজানে ॥ ৬ ॥ বাসুদেবে বাঁচাইলঃ কর বাঁধা খুলিদিলঃ কোলেকরি নানায় নন্দনে। দান ধ্যান দ্বিজে দিয়াঃ আশীষ মাথায় লৈয়াঃ যত্ন করি খাওয়ায় নন্দনে ॥ ৭ ॥ সাঙ্গ ॥ ◉ ॥ স্তুতি ॥ মঙ্গল রাগ তাল আড়া। শাপ মোর বর হৈলঃ চতুর্ব্বর্গ ফল দিলঃ চরণ কমল তলঃ হৃদয়েতে পর শিল ॥ ১ ॥ তব গুণ বেদ বলিঃ ফুটাইল বিজ্ঞান কলিঃ বেদা তীত বাখানিলঃ তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল ॥ ২ ॥ তব কৃপা বুদ্ধি বলঃ বিত রণে চারি ফল। পদ রজে ভূমণ্ডলঃ তুমি তার গের মূল ॥ ৩ ॥ তুয়া পদে অবি কলঃ দেহ গেহ এসকলঃ। করি বারে সুসফলঃ মোরা নিতান্ত সঁপিল ॥ ৪ ॥

॥ গীত টপ্পা । রাগ ঝিঝট তাল আড়া ॥ রসনা দুর্ল্লভ বল্লভ বাণী সদাই রটনা। ভকতি চন্দনে কলম চেতনে লেখাইয়া রাখনা॥ ১ ॥ সাঙ্গ ॥ ● ॥ রাগ ভৈরবী তাল পশতো॥ হেরিয়া শ্যামের ছবি রাখিতে নয়নে। পলক বাদিল ওফা নানারে মরণে ॥ ১ ॥ আমি যারে আপন বলি সেভাবে বেগানে। দেহ পরি বার মোরে নারাখে ঠিকানে ॥ ২ ॥ মুকুট ঝলকে প্রাণ স্থির নাহি মানে। অলকা নাগিনী দুলি দংশিল ঈক্ষণে ॥ ৩ ॥ বিরহ গরল নাশে তব পদ বিনে। করুণা সুধার কণা দিলে বাঁচি প্রাণে ॥ ৪ ॥ পীতধড়া তড়পেতে হৃদি মোর হানে। এতে বাঁচি কৃষ্ণ নাম পশিলে শ্রবণে ॥ ৫ ॥ চরণ সরোজে মন অলি মধু পানে। নিযুক্ত করিয়া রাখ দয়ার প্রদানে ॥ ৬ ॥ তোমার কটাক্ষ শেল দেখি বিদ্যমানে। বিরহ অসুরে মার চাহি আমা পানে ॥ ৭ ॥ ধন পায়্যা হারা হই যেমন স্বপনে। সেই দশা ঘটাইল থাকিতে চেতনে ॥ ৮ ॥ দড় লোহা মোর মন চুম্বক চরণে। আকর্ষিয়া লও নাথ চুম্বকের গুণে ॥ ৯ ॥ কিনিয়া সেবক কর কৃপা পণ দানে। ছবি লখি বিকাইল দাস নারায়ণে ॥ ১০ ॥ ● ॥ গোকুল লীলার শেষ ॥ রাগ ভৈরব তাল আড়াতেতালা ॥ গোকুল নগরে বাস পঞ্চম বৎসর। মাতা পিতা ঘরে কৃষ্ণ প্রাণ মনোহর ॥ ১ ॥ নানা বিধ বাল্য লীলা করিল বিস্তর। কংসের উপাধি এত হইল অপার ॥ ২ ॥ কৃষ্ণের গুপত মায়া অতি চমৎকার। বৃন্দাবনে লীলা লাগী করিল প্রচার ॥ ৩ ॥ ভয়ানক পশু বহু ভালুক হুণ্ডার। আসিয়া নগরে পসি করে দুরাচার ॥ ৪ ॥ নন্দরায় দেখি ইহা করিল বিচার। এস্থানে বসতি করা হৈল অতি ভার ॥ ৫ ॥ বন্ধুগণ ডাকি আনি করি সৎকার। গোকুল ছাড়িতে যুক্তি করিল নির্দ্ধার ॥ ৬ ॥ কুটুম্ব আত্মীয় বর্গ সহ পরিবার। বৃন্দাবনে বাস করা সবে কৈল সার ॥ ৭ ॥ শ্রীসানন্দ উপনন্দ দেখি যাই পার। নন্দকে কহিল আসি শুভ সমাচার ॥ ৮ ॥ গোধন সুবন সব বস্ত্র অলঙ্কার। একত্র করিল গোপ নন্দ সহকার ॥ ৯ ॥ ● ॥ বৃন্দাবনে গমন ॥ রাগ মঙ্গল। তাল তেওট ॥ কুল পুরোহিতঃ ডাকিয়া ত্বরিতঃ দিন বিচারিল। আশ্বিণ মাসেতেঃ শুভ দশরাতেঃ গমন করিল ॥ ১ ॥ শকট ভরিয়াঃ সম্ভার পূরিয়াঃ একত্র চলিল।

রাম কৃষ্ণ শশীঃ রথপরে বসিঃ সুদীপ্ত হইল ॥ ২ ॥ কোলে করি রাণীঃ হেরি মুখ খানিঃ হৃদি জুড়াইল। আগে ধেনুগণঃ অসংখ্য গণনঃ অতি শোভা দিল ॥ ৩ ॥ ধেনু পদ ধূলিঃ অঙ্গে করে কেলিঃ ভুবন শোভিল। জগতে দুর্ল্লভঃ আসিয়া বল্লভঃ শুভ বিত রিল ॥ ৪ ॥ ❁ ॥ রাগ টোড়ি ॥ তাল চৌতাল ॥ সারি সারি গাড়িঃ চলে পথ বেড়িঃ গোপ হাতে ছড়িঃ লাখে লাখে আনন্দে চলিল। পতকা নিসানঃ শোভিল গগণঃ আসিয়া তপনঃ কৃষ্ণ পদতলেতে রহিল ॥ ১ ॥ বাদ্য কোলাহলঃ শবদ প্রবলঃ শুণিয়া সকলঃ দেব দেবী দেখিতে আইল। পুষ্প বৃষ্টি করেঃ পুন জোড় করেঃ নতহই শিরেঃ স্তুতি পাট সুস্বরে করিল ॥ ২ ॥ যমুনার তীরেঃ রজের উপরেঃ বহ তাম্বু ঘেরেঃ তার মধ্যে নিশিতে থাকিল। ঘৃত দীপ জালিঃ জলে করে কেলিঃ রাম বনমালীঃ শিশু জনে মেলিয়া খেলিল ॥ ৩ ॥ জাঙ্গিয়া কাঁচনিঃ তাহাতে কিঙ্কিনীঃ কুরতি সোহিনিঃ শিরে শোভা টোপী পীত নীল। ভূষণ ঝলকেঃ তড়িত টলকেঃ নিশি পবুলাকেঃ গোপী মন তিমির হরিল ॥ ৪ ॥ রজনী চাঁদনীঃ রজ সুধা জিনিঃ তাতে নীলমণিঃ শিশু সনে খেলায় মাতিল। ক্ষীরোদ সাগরেঃ যেন ইন্দীবরেঃ হেন শোভা করেঃ রজপর যখন বসিল ॥ ৫ ॥ নিশি অবসানেঃ দধির মন্থনেঃ সব গোপী গণেঃ হরি গুণ গাইতে লাগিল। মাখন তুলিয়াঃ বালকে বাঁটীয়াঃ সুস্থির হইয়াঃ পারে যাত্যা তরণী চড়িল ॥ ৬ ॥ নায়ে চড়ি হরিঃ দুই কর ভরিঃ যমুনার বারিঃ গোপী অঙ্গে সেচন করিল। পায়ে তরি বায়ঃ কথা নাহি লয়ঃ সদা ইচ্ছাময়ঃ কার বশ কখন নহিল ॥ ৭ ॥ জগত কাণ্ডারিঃ সেই বায় তরিঃ তারে মানা করিঃ চারি ফল পায় গোপ কুল। নদী পার ছলেঃ যমুনার কোলেঃ বসি কুতুহলেঃ দুই কুল হরি প্রকাশিল ॥ ৮ ॥ ❁ ॥ রাগ সোরট ৷ তাল তেতালা ॥ প্রথমে গোধন পার হইল সকল। শকট সম্ভার শেষে পারে উত্তরিল ॥ ১ ॥ পরিবার সহ নন্দ সবে হইল পার। পাটনিকে দিল ধন বস্ত্র অলঙ্কার ॥ ২ ॥ গোকুল নগর হইল মনুষ্য বিহীন। সকলে আসিয়া বাস কৈল বৃন্দাবন ॥ ৩ ॥ যাটি মাস কৃষ্ণ লীলা গোকুলে প্রচার। কিঞ্চিত পুরাণে লেখা সুত্র মাত্র তার ॥ ৪ ॥ এক মাস সেই লীলা বহু ভাগ্য গুণে। নয়ন

কেস হয় দেখি বৃন্দাবনে ॥৫॥ কৃষ্ণ হারা হৈয়া গোপী কৃষ্ণ লীলা করি। বাঁচিয়া রহিল তারা লীলা হেরি হেরি ॥ ৬ ॥ সেই সুত্র মনে করি জুড়াইতে প্রাণ। নব বৃন্দাবনে লীলা পুরাণ প্রমাণ ॥ ৭ ॥ যথা শক্তি করি যুক্তি লৈয়া ভক্ত গণ। মদন বিলাস লীলা অমিয়া সমান ॥ একচল্লিশ লীলার নীত নবগান। এক মাসে পূর্ণ কৈল করুণা নিধান ॥ ৯ ॥ স্বপনে পাইয়া আজ্ঞা জয়নারায়ণ। সহায় মঙ্গল দাস বৈষ্ণব সুজন ॥ ১০ ॥ সংস্কৃত তাল সুরে মাধব পণ্ডিত। ব্রজের ভাষাতে ভউ গাইল বিহিত ॥ ১১ ॥ বাঙ্গালি ভাষায় গায় ভুবন মোহন। বুদ্ধি হীন বাণী হীন জয়নারায়ণ ॥ ১২ ॥ তবু আকিঞ্চন করে রচিতে কীর্ত্তন। কৃপা করি শ্রোতা ভক্ত ক্ষমহ দুষণ ॥ ১৩ ॥ ভাব গ্রাহী জনার্দ্দন কৃপা সিন্ধু নাম। জগত বল্লভ প্রভু চরণে প্রণাম ॥ ১৪ ॥ ● ॥ গীত রাগ সোরট। তাল চলতা। হরি এদিনে সুদিন হবে কবে। মরণে জীবনে জীবনে মরণে সদা কাল তব গুণ গাবে ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ তব নাম নিতে। বাধা নানা মতে। এই দুঃখ মোর কবে যাবে ॥ ১ ॥ দেহ পরিবার নাকরে সুসার। লাভে হানি আসি এই ভবে ॥ ২ ॥ যাদব মাধব। করি এই রব। যদি কর কৃপা তরি তবে ॥ ৩ ॥ ইতি গোকুল লীলা সাঙ্গ ॥ ● ॥ লীলা কারের খেদ উক্তি ॥ রাগ ঝিঝট তাল আড়া ॥ জ্বালায় জ্বলিয়া মরি জুড়াইব কিসে। যেদিগে জুড়াতে চাইঃ অধিক তাপ তাতে পাইঃ দশ দিগে নাহি পাই দিশে ॥ ধুয়া॥ তোমারে করিতে রাজিঃ মনকরে কারসাজিঃ করমেতে দিয়া ভাঁজিঃ সুধা ত্যজি ডুবাইল বিষে ॥ ১ ॥ এই মম তনু ধামেঃ জয়নারায়ণ নামেঃ স্থাপীত করিল মায়ঃ তবেকেন বিষয়েতে মিশে ॥ ২ ॥ শুনিতে তোমার গুণঃ শ্রবণ কঠিন হনঃ নিদারুণ রসনায়ঃ হরি হরি বলিবারে রিষে ॥ ৩ ॥ কিকব কুসঙ্গ রঙ্গঃ তব ধ্যানে দিল ভঙ্গঃ বিহীন সুজন সঙ্গঃ যাতনায় জাঁতা যেন পিষে ॥ ৪ ॥ এই পুথি মত গোকুল লীলা একমাস পঞ্চদশ দিবসে সাঙ্গ ॥●॥ নৌকার শাড়ির গীত। যমুনায় তরণিবায় বনাই মোহন। বৈঠায় পঞ্জনি বাজে জুড়ায় শ্রবণ ॥ ১ ॥ শ্যাম রূপে আল করে কালিন্দীর কূল। যুবতি গোপিনী হেরি হইল আকুল ॥ ২ ॥ ইতি গোকুল লীলা সাঙ্গ ॥●॥ বৃন্দাবন লীলা আরম্ভ ॥ রাগ বাহার। তাল আড়াতেতালা

॥ বৃন্দাবনে আসি নন্দ গোপের সহিত। বৃন্দাকে করিয়া পূজা করিল য[illegible] ॥ ১ ॥ প্রথম মণ্ডলে কৈল সওয়ারির রথ। দ্বিতীয় মণ্ডলে গোপ করিল স্থাপিত ॥ ২ ॥ তৃতীয় মণ্ডলে সব রাখিল শকট। চতুর্থে রহিল গোপ ঘেরি সব মাঠ ॥ ৩ ॥ পঞ্চমে গোধন রাখে করিয়া বেষ্টন। ষষ্ঠেতে রাখিল চৌকি যুবা গোপগণ ॥ ৪ ॥ সকল মণ্ডল মধ্যে শকট দুখানি। তাহাতে বিরাজ মান রাম নীলমণি ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মাণ্ড জিনিয়া শোভা গোপের মণ্ডল। ধরণি বেড়িয়া যেন সাগর সকল ॥ ৬ ॥ নীল গিরি ঘেরি যেন বিচিত্র অচল। ততোধিক মধ্যে শোভা যশোদা দুলাল ॥ ৭ ॥ রাম কৃষ্ণ কোলে যবে করে দুই রাণী। সুমেরু কুমেরু অঙ্গে চন্দ্র সূর্য্য মানি ॥ ৮ ॥ লেখকের সাধ্য নাহি এশোভা লিখিতে। ধ্যান করি দেখ হৃদে কা[illegible] ॥ ৯ ॥ মথুরা মণ্ডল মধ্যে নিত্য বৃন্দাবন। কমলের কর্ণিকার আকার প্রমাণ ॥ ১০ ॥ সহস্র দলেতে বন সতত নূতন। জল স্থল পশু পক্ষ দুর্লভ শোভন ॥ ১১ ॥ নন্দ গ্রাম বসাইয়া বাস করে নন্দ। বরস্থানে বৃষভানু করিল আনন্দ ॥ ১২ ॥ রাম কৃষ্ণ ব্রজ বাল সম বয়ো মিলি। প্রতিদিন নব খেলা করে নব কেলি ॥ ১৩ ॥ ● ॥ ইতি বৃন্দাবন লীলা সমাপ্ত ॥ ● ॥ গীত রাগ বাহার তাল ধামার ॥ কেলির কলিকা ফুটিল। ভ্রমরা গুঞ্জরে সরসিজ পরে কুহু কুহু ডাকিছে কোকিল ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ নাচে তাল মানেঃ বিবিধ বাজনেঃ ত্রিলোক মোহিত করিল। দুই ভাই নাচে শিশু কাছে কাছে চরণে ঘুঙ্গুর বাজিল ॥ ১ ॥ ● ॥ বৃন্দা দেবীর গান ॥ রাগ ইমন তাল এক তালা। কিসু পায় জ্ঞান অন্ধ জনে। হেমাতা রিণি পাইতে মুক্তি নাহিক শক্তি কুল কুণ্ডলী চালনে ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ সুর হর ধাতাঃ যতেক দেবতাঃ পড়িয়া বেদঃ নাপায় ভেদঃ অপার মহিমা আমি কিজানিব যাকর আপনং নিজ গুণে ॥ ১ ॥ সহস্র দলে গুরু নিবাসঃ মন তাঁহে নাহি করে বিলাসঃ পতিত পাবনী আমি গো পতিত হের দীন জয়নারায়ণে ॥ ২ ॥ ● ॥ বৎস চারণ লীলা ॥ রাগ দেব গান্ধার তাল তেতালা ॥ জাতি কর্ম্ম ধন্য মানি গোপের বালকে। চরাইতে ধেনু বৎস শিখায় তাহাকে ॥ ১ ॥ রাখাল প্রধান রাম শিঙ্গা লইয়া হাতে। শিশু সঙ্গে রঙ্গে চলে বৎস চরাইতে ॥ ২ ॥ কালি পিলি ধলি লাল রঙ্গ

ভাঁতি। মুখ পুচ্ছ তুলি হেলি পথে করে গতি ॥ ৩ ॥ রাঙ্কব বিচিত্র দিয়া
যোগী বনাইল। একে একে সব শিশু মাথায় পরিল ॥ ৪ ॥ অলকা তিলকা
ভালে রচি দিল মায়। ঘুঙ্গুর নূপুর পায় পরাইল তায় ॥ ৫ ॥ জাঙ্গিয়া পরিল
রাম নীল রঙ্গ তায়। ধড়া চুড়া গুঞ্জ মালা অতি শোভা দেয় ॥ ৬ ॥ এইমত সম
বেশ সব শিশু করে। মুকুট পাঁচনি বাধা লইল সত্বরে ॥ ৭ ॥ কুলদেব পূজা করি
চলিল বাহিরে। দেখি হরি ধায় পাছে সঙ্গে যাই বারে ॥ ৮ ॥ যশোদা স্নেহেতে
ধায় ছড়ি হাতে করি। ইচ্ছা ময় নাহি মানে জননী চাতুরী ॥ ৯ ॥ কৃষ্ণ পাই শিশু
গণ পাইল জীবন। লাচারিতে রাম হাতে করি সমর্পণ ॥ ১০ ॥ স্নেহেতে আইল
রাণী সজল নয়ন। আভীরের কুলে ধিক নাহয় মরণ ॥ ১১ ॥ ননী জিনি তনু খানি
আমার দুলাল। বনে যায় ধেনু সঙ্গে হইয়া রাখাল ॥ ১২ ॥ চাতকিনী মত রাণী
রহে পথ চাই। কখন আসিবে ফিরে আমার কানাই ॥ ১৩ ॥ বৎস চারণ লীলা
সাঙ্গ ॥ ● ॥ গীত ॥ রাগ ঝিঁঝট তাল আড়া তেতালা ॥ কেনেরে আমার মন
আমায় নাজুড়ায়। হরি নাম সুধা রসেঃ তাহে নাহি লালসেঃ বিরত হইল এইদায়
॥ ধুয়া ॥ ● ॥ ধন শ্রম নাহি লাগে অনুরাগে হরি বশ তায়। ইতেমন কেন ভাগে
হায় হায় হায় ॥ ১ ॥ ● ॥ ● ॥ প্রভাতের মঙ্গল আরতি ॥ রাগ ভৈরব। তাল
আড়াতেতালা। বালক কল্যাণ হেতু মঙ্গল আরতি। নিশি অবসানে করে রাণী
যশোমতী ॥ ১ ॥ জগত জাগায় যে তাহারে জাগায়। সাগরে পড়িল চাঁদ অরুণ
উদয় ॥ ২ ॥ উঠ উঠ ওরে বাছা উঠ নীলমণি। মঙ্গল আরতি লও জুড়াউক পরাণী
॥ ৩ ॥ মলয়া পবন বহে কোকিলের রব। কুক্কুটী মউরী ডাকে ভোরের স্বভাব
॥ ৪ ॥ বিকসিত কমলিনী ভ্রমরা আকুল। উঠিয়া দেখরে বাছা গায় অলি কুল
॥ ৫ ॥ নিশাচর লুকাইল দিবাচর দেখি। শয়ন উচিত নহে ভানুবর পেখি ॥ ৬ ॥
সমবয়ো গোপ শিশু দেখিবারে আসি। নাদেখিয়া তব মুখ হয়্যাছে উদাসী ॥
৭ ॥ দিবসে শয়ন অতি দোষকারী হয়। এই ভয়ে কর ধরি কৃষ্ণেরে উঠায় ॥ ৮ ॥
ইন্দীবর লোচনেতে দিল দুই কর। অরুণ উদয় যেন মেঘের ভিতর ॥ ৯ ॥ কালা
চাঁদে আল. করে ভূতলে আসিয়া। গগণের চাঁদ লাজে গেল পলাইয়া ॥ ১০ ॥

সুগন্ধি বারিতে মুখ দিল ধোয়াইয়া। তনিয়া কছনি ছান্দি দিল পরাইয়া। ॥ ১১ ॥ পদ্ম রাগ সিংহাসনে হীরা পান্না তায়। বসাইয়া যশোমতী হরি মুখ চায় ॥ ১২ ॥ পদ দশ নখ মূলে দশ খানি চাঁদ। সখি কহে নখনহে চাঁদ ধরা ফাঁদ। ১৩ ॥ কেহ বলে রাহু ভয়ে পড়িল খসিয়া। দশ খণ্ড হৈল চাঁদ ভূতলে আসিয়া ॥ ১৪ ॥ নখের চুম্বক গুণে লইল টানিয়া। কিম্বা বহু চাঁদ ছানি গঠিল আনিয়া ॥ ১৫ ॥ গগণের চাঁদ যদি নখেতে থাকিত। অবশ্য কলঙ্ক রেখা ইহাতে রহিত ॥ ১৬ ॥ পদ কর নখ মূলে দেখি নব শশী। মহানন্দে সরোবরে কুমুদ উল্লাসি ॥ ১৭ ॥ প্রতি নখ শেষে শোভে ক্রমে রাম ধনু। দুলিতে চরণ খানি ঝলকয়ে ভানু ॥ ১৮ ॥ নীলকান্ত কান্তি ছানি সর্ব্বাঙ্গ শোভিত। কর পদ তল আভা লালিমা ললিত ॥ ১৯ ॥ লোহিত সরোজ জিনি কর পদতলে। বিগলিত সূর্য্য কান্ত কমল বিদলে ॥ ২০ ॥ ধ্বজবজ্রাংকুশ পাশ পূরণ কলস। যব তিল উর্দ্ধ রেখা কমল বিকাস ॥ ২১ ॥ অর্দ্ধ চন্দ্র জম্বু ফল ছত্র চক্রশঙ্খ। কামান ত্রিকোণ গদা বলয়ার অঙ্ক ॥ ২২ ॥ নীল আদি কত রেখা লেখা নাহি যায়। দেখিতে বাসনা যার ধ্যানে দেখা পায় ॥ ২৩ ॥ অষ্টাদশ সিদ্ধি মূল চরণের রেখা। ইহাতে অনন্ত গুণ নাহি জানি লেখা ॥ ২৪ ॥ শ্যাম তনু লাল ওষ্ঠ নূতন শোভন। নীলা কাশ মধ্যে যেন তরুণ অরুণ ॥ ২৫ ॥ বিম্ব ফল বান্দুলিতে নাহয় তুলনা। তুলনা রহিত রূপ সুধা সিন্ধু ছানা ॥ ২৬ ॥ নূতন বাবরি কেশ মস্তক বেড়িয়া। আদি সৃষ্টি তমো যেন ব্রহ্মাণ্ড ঘেরিয়া ॥ ২৭ ॥ ঝুমরিয়া পড়ে কেশ আঁকা বাঁকা হৈয়া। নয়ন ভ্রমরা হৈল নীল পদ্ম পাইয়া ॥ ২৮ ॥ তিমির তপন ভয়ে কেশে লুকাইল। কিম্বা রাহু আসি নেত্র অরুণ ঘেরিল ॥ ২৯ ॥ চাঁচর চিকুর শোভা কিদিব উপমা। নীল কান্ত গিরি পরে মেঘের গরিমা ॥ ৩০ ॥ বহু বেনী মেহি মেলি সখিতে গৃথিল। মুকুতার কলি ফুল তাহাতে বান্ধিল ॥ ৩১ ॥ লালের আবেযা দুই কানে পরাইল। দুই খণ্ড হৈয়া ভানু উদয় হইল ॥ ৩২ ॥ হীরার বেসর এক নাসা মাঝে দিল। অকলঙ্ক শশী আসি তাহাতে বসিল ॥ ৩৩ ॥ শিশুর গলায় শিশু মুকুতার হার। তার মধ্যে লাল মণি হরে অন্ধকার ॥ ৩৪ ॥ দোহারা মুকুতা মাল সহিত প্রবাল। দুই করে

ল রাগী ঝাবা হীরা লাল॥ ৩৫ ॥ কটীতে কিঙ্কিনী দিল রতন জড়িত। ক্ষুদ্র ঘণ্টি ণু ঝুণু করিছে সঙ্গীত॥ ৩৬ ॥ বজ্রা ভয় নব রত্নে জড়িত নুপুর। মোহিত বাজন ধ্বণি ভকত প্রচুর ॥ ৩৭ ॥ নানা বিধ অলঙ্কার আনি গোপীগণে। পরাইতে সাধ রে প্রতি জনে জনে॥ ৩৮ ॥ মানা করে নন্দ রাণী ভারি হবে অঙ্গে। শিশু মোর বড় হৈলে পারাইয় রঙ্গে ॥ ৩৯ ॥ তিন লোক যার শিশু সেই শিশু হয়। লাব ণ্যতা সুধাধিক হইল উদয় ॥ ৪০ ॥ বিধু মুখে আধ হাসি আধ কথা কয়। স্বাতি র বিন্দু যেন ঘনে বরিষয় ॥ ৪১ ॥ ভক্ত মন তুষিবারে রূপের ধারণ। এরূপে নিছনি যাই দিয়া প্রাণ মন ॥ ৪২ ॥ লইয়া আরতি শিখা কৃষ্ণ অঙ্গে দিল। অভিষেক মুখে অঙ্গে ক্রমে ছোঁয়াইল ॥ ৪৩ ॥ নীরাজন করি রাণী বরিল বরণ। চঞ্চল অঞ্চল দিয়া শ্রীমুখ মোছান ॥ ৪৪ ॥ বয়োজ্যেষ্ঠ নর নারী যেছিল তথায়। আশীর্ব্বাদ লই রাণী দিলেন মাথায় ॥ ৪৫ ॥ মঙ্গল আরতি কার্য্য শয়ন উত্থান। মহানন্দে রাজ রাণী কৈল সমর্পণ ॥ ৪৬ ॥ শান্তভাবে দেব ঋষি করিছেন স্তুতি। বাৎসল্য ভাবেতে রাণী খাওয়াইতে মতি ॥৪৭॥ দাস্যভাবে ভক্ত বৃন্দ সেবে নানা জাতি। সখ্যভাবে ব্রজ শিশু খেলে বহু ভাঁতি ॥ ৪৮ ॥ গোপিনী মধুর ভাবে চারি মিলাইয়া। লীলা করে অনুরাগে রতিমতি দিয়া ॥৪৯॥ সাগর মন্থনে যেন সুধা উথলিল। ভাব সিন্ধু মাঝে তেন প্রেম উপজিল ॥৫০॥ সদাকাল ব্রজভূমে প্রেমের তরঙ্গ। পিরীতি তরণী তাহে ভাসে নানা রঙ্গ ॥ ৫১ ॥ মঙ্গল আরতি অদ্য পূরণ হইল। নাচ গাও তাল মানে সবে হরি বল ॥ ৫২ ॥ এই মতে নিত্রি নিতি প্রভাত আরতি। গোপ গোপী আনন্দেতে করে কৃষ্ণ প্রীতি ॥ ৫৩ ॥ শৃঙ্গার আরতি শেষে ভোজন আরতি। সন্ধ্যা কালে পুনর্ব্বার করে যশোমতী ॥ ৫৪ ॥ শয়ন আরতি করি কৃষ্ণকে শোয়ায়। মঙ্গ লার্থে পাঁচবার আরতি করয় ॥ ৫৫ ॥ আট যামে আট ভোগ আরতি পাঁচবার। কৃষ্ণের কল্যাণ জন্যে ব্রজেতে প্রচার ॥ ৫৬ ॥ গীত ॥ রাগপ্রভাতি। তাল মধ্যমান। শ্যাম রূপের বালাই লইয়া মরি। এরূপ নয়ন মাঝে রাখিবরে ভরি ॥ ১ ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ প্রতি অঙ্গে সুধা মাখা কেমনে পাসরি। ব্রজের পরাণ এই রূপের মাধুরী ॥ ২ ॥ ত্রিভুবন রূপ ছানি রূপ ধরে হরি। জনম সফল করে হরি কোলে করি ॥ ৩ ॥

জনম সফল কর ছাড়িয়া চাতুরী। নাদেখিয় অন্য রূপ লোচন পুহরি ॥ ৪ ॥ ● ॥ বন লীলা ॥ রাগ ভাটিয়ারি তাল আড়া তেতালা। গোলক মোহন বনে বাছুরি চরায়। অমর কিন্নর আসি পশু পক্ষ কায় ॥ ১ ॥ নিরখিয়া বিধু মুখ সঙ্গে নাচে গায়। সুধার বচনে হরি সকলে ভুলায় ॥ ২ ॥ কভু ব্যক্ত কভু গুপ্ত ছাপান মায়ায় । ফল ফুল উচ্চতরু ঝুঁকিয়া যোগায় ॥ ৩ ॥ সামান্য শিশুর মত দেয় লয় খায় । মায়েরে তুষিতে ঘরে বেলা বেলিযায় ॥ ৪ ॥ বন লীলা সাঙ্গ ॥ গীত। রাগ ইমনকল্যাণ। তাল কওয়াএলি ॥ চতুরং চতুরালি রসকথা গায়েই ॥ লালনা মেলিয়া ॥ বাছুরি চরায়ন কেকাজ। আসি গহন গহন সুখ পায়। ধীর তীর ফিরি ঘুরি নীর খায়। ধেনু আয় আয় আয়ই ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ সানি সানি মমরি মমরি মাঁঃ সাসা ধাধা নিগা গরি মাঁঃ রিংধা রিংধা রিং ত্রাংত্রাংত্রাং॥ ১ ॥ ফল ফুল লুটী লুটীঃ বাঁটী দেয় মুঠি মুঠিঃ ভাগ লেও দেরে দেনাঃ ভাইয়াঃ রায়া য়ায়াঃ মিলাইয়াঃ মিলাইয়াঃ মিলাইয়া মিলী ছকাইয়া ॥ ২ ॥ নাপরদা পরদা পরদাঃ দিওনারে দিওনারেঃ তোরে মানা কেকরেঃ ছন নানা নানা নানাঃ নাপরদা পরদা পরদাঃ ছনা নানা নানা দ্রিম ত্রাদ্রিম ছনা নানা নানা ত্রাংত্রাং ॥ ৩ ॥ ধেনু দোহন লীলা ॥ একদিন শুভক্ষণে বৈকাল সময়। গোদোহন গোপালেরে যশোদা শিখায় ॥ ১ ॥ শান্ত ধেনু সাজাইয়া বস্ত্র অলঙ্কারে। উঠানে আনিল রাম কৃষ্ণের গোচরে ॥ ২ ॥ পদ ছাঁদি রাঙ্গা ডোরে বাছুরি পিয়ায়। দুই আঁটু তুলি কৃষ্ণে যশোদা বসায় ॥ ৩ ॥ রোহিণী দোহন পাত্র দিল কৃষ্ণ করে। কমল করেতে বাঁট ধরে শিশু বরে ॥ ৪ ॥ বালকের করস্পর্শে হৈল কাম ধেনু। সুধা ধারা জিনি ক্ষীর দিছে তুষি কানু ॥ ৫ ॥ তিলেকে পূরিল পাত্র দ্বিতীয় লইল। এই মত শত ভাণ্ড ত্বরিত পূরিল ॥ ৬ ॥ দুগ্ধ ছিটা কৃষ্ণ অঙ্গে সুন্দর শোভিল। নীলাকাশে তারা যেন উদয় হইল॥ ৭ ॥ দোহন বিশ্রামে বাঁটে বহু পয়ঃ শ্রুবে। আঙ্গিনায় ক্ষীর নিধি করুণা প্রভাবে॥ ৮ ॥ সকল বালক দোহে আপনার ধেনু। আনন্দে বাজায় শিশু মুখে শিঙ্গা বেণু ॥ ৯ ॥ দোহন করিয়া সাঙ্গ আগে দেবে দিল। পশ্চাতে দ্বিজের ঘরে বহু পাঠাইল॥ ১০ ॥ বালকে রোহিণী বাঁটে মিছিরি সহিত। পান করি শিশু কহে নাখাই এমত

। ১১ ॥ সুধা পানে বলবান হয় ব্রজ বাসী। গোরসে হইল পূর্ণ কাম ধেনু আসি ॥ ১২ ॥ কৃষ্ণ কোলে করি গোপী স্নেহেতে খাওয়ায়। হেরি হেরি এই রূপ নয়ন জুড়ায় ॥ ১৩ ॥ সন্ধ্যার আরতি করি পালঙ্কে শোয়ায়। নিতি নিতি নব সুখ দেয় যদুরায় ॥ ১৪ ॥ ধেনু দোহন লীলা সাঙ্গ ॥ ● ॥ গীত ॥ রাগ কাফি তাল আড়া ॥ মোহন দোহন রূপ অতুল অনুপ দেখিয়া নয়ন জুড়ায় ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ ক্ষীর বিন্দু বহু ইন্দু শ্যাম অঙ্গে ছায়। ধ্যানা গম্য আঁখি রম্য বলা নাহি যায় ॥ ১ ॥ ● ॥ বসন্ত পঞ্চমী লীলা ॥ রাগ বসন্ত তাল চলতা ॥ বসন্ত পঞ্চমী দিনে সারদা পূজীয়া। গোপ গোপী নৃত্য করে গোপাল লইয়া ॥ ১ ॥ কোটী কাম জিনি অঙ্গ শ্যাম তনু খানি। পদ কর নথ মূল পূর্ণ চাঁদ জিনি ॥ ২ ॥ কর পদ ওষ্ঠ তল জিত পদ্ম রাগ। রতি বেড়ি তনু খানি রূপ অনুরাগ ॥ ৩ ॥ ভুরু গুরু হারাইল শোভা ইন্দ্র চাপ। নীল কান্তি অঙ্গ ছটা নিবারিল তাপ ॥ ৪ ॥ বসন ভূষণ পীত নাসাতে বুলাক। কানে কর্ণ ফুল রাজে জিনি রত্ন লাখ ॥ ৫ ॥ খঞ্জন গঞ্জন খর্ব্ব করিল লোচন। বাবরি কেশের ঘটা সাজন শোভন ॥ ৬ ॥ কুসুমে রা জিত তাহে নূতন রচন। গৃহ কর্ম্ম ভুলে গোপী হেরিয়া বদন ॥ ৭ ॥ রাম শ্যাম সখা সহ শোভিল অঙ্গন। কিদিয়া তুলনা দিব নাপাই সন্ধান ॥ ৮ ॥ বসন্ত পঞ্চমী লীলা সাঙ্গ ॥ ● ॥ গীত ॥ ব্রজের টপ্পা ॥ মোর কোলে দেরে তোর কানাই য়া। হেরিয়া বয়ান জুড়ায় নয়ন নাচিব উহারে লইয়া। শ্রীঅঙ্গ পরশে সব তাপ নাশে সুখের সাগরে ভাসে প্রেমডুরি পাইয়া ॥ ১ ॥ সর স্বতী স্তুতি ॥ মাময়ি বাণী হীনে বাণি। প্রসন্না হইলে হই সুধীর জননী। দুই করে বিনা বাজে শুনি শুভ ধ্বনি। প্রপন্ন জনারে মাতা পালিবে আপনি ॥ ১ ॥ তার সাক্ষী দুই দেখি বরা ভয় পাণি। ভরসা হইল বড় হেরি রূপ খানি ॥ ২ ॥ অমিয়া রাজিত অঙ্কে সুধাকর ছানি। এক মুখে শক্তি নাহি মহিমা বাখানি ॥ ৩ ॥ চতুর্ভুজা মূর্ত্তির স্তুতি সাঙ্গ ॥ ●॥ ॥ বৎসা সুর বধ লীলা ॥ মাধব মাসের শুক্ল তৃতীয়া তিথিতে। অশ্বিণী নক্ষত্র সিদ্ধ যোগ হয় তাতে ॥ ১ ॥ সোমবার বৃন্দাবনে শিশু সঙ্গে করি। গো চারণে চলিলেন বলাই মুরারি ॥ ২ ॥ যমুনার তীরে সবে করিল বিহার। নব

তৃণ বৎস যুথে করিছে আহার ॥ ৩ ॥ হেন কালে ভিন্ন নামে বৎস রূপ ধরি । বিকট অসুর এই কংস আজ্ঞাকারী ॥ ৪ ॥ সকল বৎসের মধ্যে আসিয়া মিশিল । অন্তর্যামি শিশু রাজ অসুরে চিনিল ॥ ৫ ॥ বলরাম দৈত্য ভেদ কহিল বিশেষঃ । আপনার শিশু ধেনু রাখি নিজ বশ ॥ ৬ ॥ আনিবে ধেনুর পাল ভিন্ন বিঘ্ন করে । হেন কালে পদ ধরি কৃষ্ণ তারে মারে ॥ ৭ ॥ বৎসা সুর বধ কথা যশোদা শুনিল । কৃষ্ণের মহিমা কথা শিশুরা কহিল ॥ ৮ ॥ মায়া পাশে বদ্ধ রাণী সুতে নাহি চিনে । অনেক দেবতা পুজে কৃষ্ণের কল্যাণে ॥ ৯ ॥ বহু চুম্ব মুখে দিয়া হৃদে লয় তুলি । সুমেরু উপরে ঘটা হেন করে কেলি ॥ ১০ ॥ দ্বিজে দান দিয়া রাণী যায় বলিহার । ভোজন শয়ন কৈল শ্রীনন্দ কুমার ॥ ১১ ॥ সাঙ্গ ॥ ● ॥ গীত ॥ রাগ কামোদ । তাল একতালা ॥ কৃষ্ণকে করিয়া কাঁধে নাচে শিশুগণ । মুখে বলে জয় জয় যশোদা নন্দন ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ পুতনা শকট কাক তৃণা বলবান । বধিল প্রাণের ভাই বিপদ ভঞ্জন ॥ ১ ॥ বৎসা সুরে মারি এবে রাখিল জীবন । তিল আধ না ছাড়িব মোহন চরণ ॥ ২ ॥ ● ॥ বকাসুর বধ ॥ ● ॥ কংসরায় অতি দুঃখি পরাক্রম শুণি । তবু আশা করে পুন দিবস রজনী ॥ ১ ॥ রাম কৃষ্ণ বধিবারে করিল উপায় । পূতনার ভাই ডাকি বধিতে পাঠায় ॥ ২ ॥ বাহু মুঠা নাম তার অতি মায়া ধারী । ধরিয়া বকের বপু হৈল কৃষ্ণ বৈরী ॥ ৩ ॥ গহন কাণনে কৃষ্ণ গোধন চরায় । লইয়া গোপের বালা আনন্দে খেলায় ॥ ৪ ॥ হেন কালে বকাসুর দুই চঞ্চু খুলি । গ্রাসিল বালক বহু সহ বনমালী ॥ ৫ ॥ তেজঃ পুঞ্জ কৃষ্ণ অঙ্গ অন্তর দহিল । নাচার হইয়া বক বাহিরে ফেলিল ॥ ৬ ॥ সেই কালে দুই করে দুই চঞ্চু ধরি । চিরিয়া মারিল হরি ব্রজ হিত কারী ॥ ৭ ॥ আকাশে দুন্দুভী বাজে দেবে করে স্তুতি । রাখাল মিলিয়া পদে করে বহু নুতি ॥ ৮ ॥ বক দেহ ঘাতনেতে কপিত্থ ভাঙ্গিল । সুপক্ক কযেত ফল সকলে খাইল ॥ ৯ ॥ আদি পুরাণের কথা ইহার প্রমাণ । রাখাল মেলিয়া করে কৃষ্ণের তোষণ ॥ ১০ ॥ কুসুম ভূষণ করি কাঁধেতে লইয়া । উপনিত নন্দ ঘরে আনন্দে মজিয়া ॥ ১১ ॥ কুসুম ভূষণ হেরি হরষিতা রাণী । বলাই কহিল সব বকের কাহিনি ॥ ১২ ॥ নিত্য নিত্য দৈত্য মারে আমার দুলাল

তথাচ চিনিতে নারি জীবন বিফল ॥ ১৩ ॥ বারেবারে কহে রাণী মোর বাছাধন পরিচয় দিয়া মোরে করহ তারণ ॥ ১৪ ॥ মায়েরে বুঝান কৃষ্ণ করি মায়া ছল। তব পুন্যে বাঁচাইল আসি দৈব বল ॥ ১৫ ॥ তব তপ কল্পতরু আমি তার ফল। তোমাকে বাৎসল্য কর হইবে সফল ॥ ১৬ ॥ অভিষেক করি রাণী ভোজন করায়। গোপী মেলি সুমঙ্গল নিশি ভরি গায় ॥ ১৭ ॥ ❀ ॥ গীত। রাগআড়ানা তাল আড়া তেতালা ॥ এরার বুনেতে আর যাইতে দিবনা। নয়ন পুতলি মোরছাড়িয়া যায়ো না ॥ ধুয়া ॥ ❀ ॥ নাদেখিলে বিধু মুখঃ বিদরে পাষাণ বুকঃ মোর দুঃখ কেন বুঝনা ১ ॥ চাতকী জলদ বিনেঃ ততোধিক সারাদিনেঃ তোমা বিনু আমাতে এই ঘটনা ২ ॥ বনভোজন ওচন্দন ধারণ ওশিশু সঙ্গে খেলা ॥ ধেনু লই দূর বনে করিল গমন দধি ছানা ক্ষীর পুরি কচুরি মোহন ॥ ১ ॥ ঝোলা ভরি দিল রাণী করিতে ভোজন মিষ্টান্ন পক্কান্ন বহু নাহয় বর্ণন ॥ ২ ॥ রামকৃষ্ণ ব্রজ বাল করিয়া সাজন। ভূমণ্ডল শোভা করিচলে শিশুগণ ॥ ৩ ॥ চরাণে রাখিয়া ধেনু খেলে নানারঙ্গে। পশু পক্ষ মত ডাকি শিশু নানা ভঙ্গে ॥ ৪ ॥ পাতা লতা শাখা দিয়া হাতি বনাইল। হলধর সিংহ হয়্যা মস্তক চিরিল ॥ ৫ ॥ কিছু শিশু হরি সাজি ফেরে তরু শাখে। কত গুলি মৃগ হয়্যা কৃষ্ণ মুখ দেখে ॥ ৬ ॥ গণ্ডার ভালুক বাঘ দুষ্ট জন্তু যত। কৃষ্ণ আজ্ঞা পাবা মাত্র করিলেক হত ॥ ৭ ॥ নানা জাতি পক্ষ ধরি খাঁচা বনাইয়া। রাখিল তাহার মধ্যে ভেটের লাগিয়া ॥ ৮ ॥ শিখী পুচ্ছ চুড়া করি সকলে পরিল। মরকত জিনি শোভা মস্তকে হইল ॥ ৯ ॥ আমলকী বেলফলে এণ্টাল খেলায়। খাদ্যফল পণ রাখি ঘাই মারে তায় ॥ ১০ ॥ হাতি ধরি দন্ত লয় এত পরাক্রম। কৃষ্ণপদ পর শিয়া পায় বিনাশ্রম ॥ ১১ ॥ ধাওয়াধাই খেলে কভুকভু গায়গীত। হরিণ শীকার করে লাঠিতে ত্বরিত ॥ ১২ ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ ধূলিঝাড়ে সদা বলরাম। গোপ কুল ধন্য কৈল নবঘনশ্যাম ॥ ১৩ ॥ কৃষ্ণমুখে ফল মূল দিয়া শিশুগণ। পুনরপি কাড়ি খায় ধরিয়া বদন ॥ ১৪ ॥ গোপ সুত মুখ হৈতে কৃষ্ণ কাড়ি খায়। প্রেমরসে এত সুধা জগতে জানায় ॥ ১৫ ॥ যাহার উচ্ছিষ্ট লাগি শঙ্কর ভিক্ষারি। সেজন উচ্ছিষ্ট খায় হই সুখাচারী ॥ ১৬ ॥ বৈকালেতে ধেনু লয়্যা নিজ গৃহে আসি। বনের চরিত্র কয়

মার কোলে বসি ॥ ১৭ ॥ বন ফল মূল পাখী সকল গোপীরে। রাখালে বাঁটিয়া দিল রাণীর গোচরে ॥ ১৮ ॥ রামকৃষ্ণ বন লীলা ঘোষে ঘরেঘরে। মন প্রাণ জানি যত্নকরে গোপীবরে ॥ ১৯ ॥ ইতি বনের খেলা লীলা সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ গীত ॥ রাগ বাহার তাল ঠুঙ্গরি ॥ কালেভজি কালেমজি পাইয়া কালঃ প্রেমানন্দে ব্রজগোপী কাটিছে কাল ॥ ১ ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ এই কাল হৃদি আল নাশে কর্ম্ম জাল। রাণী কোলে শোভে ভাল হেম জড়া কাল ॥ ২ ॥ ❁ ॥ শ্রীরাধার বাল্যবিরহ ॥ রাগ বসন্ত ॥ তাল আড়া তেতালা ॥ সই ॥ আজি কেন ডাকে কোকিল। কেবলে মধুরধ্বনি ডাকে কোকিল। উহার বাণী শেলখানি শ্রবনে পশিল। কাল দেখি কাল আঁখি একাল করিল। হৃদিকালা করে কালা ইকিহইল। কাল পদ মন নীরে ভাসিতে লাগিল ॥ ১ ॥ কালরূপ একচাঁদ তাহাতে বসিল ॥ চাঁদ দেখি দুইকর সুকাল মৃণাল ॥ ২ ॥ মৃণালে ফুটিল পদ্ম লোহিত কমল। করি কর জিনি চাঁদ চরণ যুগল ॥ ৩ ॥ চাঁদের খঞ্জন আঁখি বিচিত্র দেখিল। চাঁদের মাথায় রাহু আসিয়া গিলিল ॥ ৪ ॥ লখিয়া সজনি মোরে করিল আকুল। সর্ব্বাঙ্গে কালিয়া আসি মোরে পরশিল ॥ ৫ ॥ চাঁদ ছাড়ি রাহু যেন মেঘে লুকাইল। কালা কালা বলি রাধা ভূমিতে পড়িল ॥ ৬ ॥ সখি কহে যাও পিক ছাড়িয়া মুকুল। ডাক যায়্যা যথা দেখ পতি অনুকুল ॥ ৭ ॥ ললিতা যতনে তুলি কোলেতে করিল। কালে কাল শশী পাবে বলি বুঝাইল ॥ ৮ ॥ ❁ ॥ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যবিরহ ॥ রাগ বসন্ত তাল আড়া তেতালা ॥ কুসুম কাননে ধেনু চরাইতে। অনঙ্গ কুসুম হেরি অকস্মাতে ॥ ১ ॥ ভূমেতে পড়িল কৃষ্ণ বিরহেতে। রাধা বাণী শুণে মাত্র রাখালেতে ॥ ২ ॥ শ্রীদাম সুদাম বুঝিল মনেতে। রাধা বিনা কেবা পারে বাঁচাইতে ॥ ৩ ॥ রাধা নাম অঙ্গে লিখিতে লিখিতে। চৈতন্য হইল নামের গুণেতে ॥ ৪ ॥ বসন্ত যোজক পিয়া মিলাইতে। চেতন করায় আসিয়া বনেতে ॥ ৫ ॥ শ্রীদামের শাপ এবে উদ্ধারিতে। মনে কৈল হরি মিলিতে ত্বরিতে ॥ ৬ ॥ ❁ ॥ গীত ॥ রাগ বসন্ত। তাল এক তালা ॥ বসন্ত সামন্ত লয়ে চলে ব্রজ রায়। প্রেমের নাগারা বাজে রতি কাঠি তায় ॥ ১ ॥ ভ্রমরা কটক ঝাঁক আগে পিছে যায়। কোকিল মাগধ বন্দী কৃষ্ণ গুণ গায় ॥ ২ ॥ শিরীষ কুসুম শ্বেত চামর

ঢুলায়। মাধবীর গন্ধ পাই আতর ছড়ায় ॥ ৩ ॥ গুলাল গোলাব দিছে মোহনের কায়। মল্লিকা মোতির হার শোভিল গলায় ॥ ৪ ॥ নকিব ফুকারে শিখী বসন্তের বায়। অতসী কণক জিনি আসাধরে তায় ॥ ৫ ॥ কুসুম লালার শ্রেণি পথ বিছা নায়। সুলাল মখমল জিনি বরণ হারায় ॥ ৬ ॥ কেতকী হইল ধ্বজা গগণে শোভয়। রজনী গন্ধার ফুলে নিশান উড়ায় ॥ ৭ ॥ গন্ধ রাজ কুণ্ডলেতে শ্রবণে পরায়। ঝুমুকা ঝুমুকা হৈল পারুল পাটায় ॥ ৮ ॥ ছত্রা কার হই রহে যূথিকা মাথায়। চম্পক ঘণ্টিকা জাল কমরে বেড়য় ॥ ৯ ॥ নাগেশ্বর রথ চড়ি চলে কাম রায়। সেবন্তী কমল জাতি কুসুম মালায় ॥ ১০ ॥ অনেক অনঙ্গ আসি তাহাতে খেলায়। এই মত কত কোটী সামন্ত সহায় ॥ ১১ ॥ লইয়া চলিল হরি রাধিকার গাঁয়। অনঙ্গের রাজেশ্বর জিনে অবলায় ॥ ১২ ॥ জগত মোহন রূপ কিকব ভাষায়। বাল বিরহের দুখ বাঁলিকা মেটায় ॥ ১৩ ॥ ॥ গীত। বসন্তের টপ্পা ॥ রাগ বসন্ত। তাল আড়াতেতালা ॥ বসন্ত দুরন্ত সামন্ত কৃতান্ত দুতেতে ঘেরিল। ইকি হইল। ধুয়া ॥॥ অনঙ্গ যাহার রাজাঃ মৃত জনে করে তাজাঃ শিশুকে করিতে যুবা বিলম্ব নহিল ॥ ১ ॥ রাধা রাধা বলি বঁশী শ্রীমুখে বাজিল। শ্রীকৃষ্ণের বাল বিরহ সাঙ্গ ॥ ॥ রামচাকি আদি খেলা লীলা ॥ যেঘাটে যুবতি গোপী জল তুলি আনে। এক দিন সেই দিগে চলে গোচারণে ॥ ১ ॥ নীর তীরে ধেনুবরে রাখিয়া চারণে। শিশু সঙ্গে গোপীনাথ মজিল খেলনে ॥ ২ ॥ তরু শাখে বসি হরি চাকই যাতনে। কাখের কলস ভাঙ্গে গোপী নাহি জানে ॥ ৩ ॥ লখিতে লখিতে পুন মাথার কলস। ভাঙ্গিল চাকির বায় অঙ্গে পড়ে রস ॥ ৪ ॥ অনেক ভাঙ্গিল ঘট নাপাই উদ্দেশ। বিনা মেঘে শিলা বুঝি হইলবরষ ॥ ৫ ॥ আশ্চর্য্য ভাবিয়া গোপী একত্র হইল। ভিজিয়া অঙ্গের বস্ত্র কুচেতে লাগিল ॥ ৬ ॥ সেই কালে বহু রঙ্গে ত্রিভঙ্গে ঘুরায়। কণক কমল পরে দিল ফেলাইয়া ॥ ৭ ॥ ভ্রমরা গুঞ্জরে ধ্বনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া। তখন বুঝিল গোপী ঠগিল আসিয়া ॥ ৮ ॥ শাখার উপরে দেখে ননী চোরা বসি। অস্ত্র ভাঙ্গি মারে গোপী করে কসি কসি ॥ ৯ ॥ ডালে লাগী মহী পরে পড়ে সব খসি। ছাতির উপরে কষি মারে হাসি হাসি ॥ ১০ ॥ গেঁদ ধরি

মারে গোপী অতি জোর করি। কোঁচড়েতে রাখে কৃষ্ণ দুই করে ধরি ॥ ১১ ॥ পুন রপি স্তন স্থানে গেঁদ মারে হরি। রসিকা রুষিয়া মারে সেই গেঁদ ফিরি ॥ ১২ ॥ মহাকাশে ব্রহ্মাণ্ডের যেমন শোভন। ততোধিক গেঁদ শোভা দেখ ভক্তগণ ॥ ১৩ ॥ নাপারিয়া গালী দেয় সকল রমণী। লুকাইয়া তরু শাখে হারাও গোপিনী ॥ ১৪ ॥ শাখাতে অমর থাকে দুঃখ দেয় জানি। হরির সমাজ ছাড় গোপী কহে বাণী ॥ ১৫ ॥ হরি কহে হরি নহি হরিবে যৌবন। গোপী কহে কাছে আয় দেখাব লুটন ॥ ১৬ ॥ লম্ফ দিয়া সখা সহ আসি মহীপরে। নাগরা ধরিয়া টানে গোপী মানা করে ॥ ১৭ ॥ চেরে চুলি করে কেলি গোপী গালি দেয়। রতন ভূষণ ছিড়ি দূরেতে ফেলায় ॥ ১৮ ॥ ধরিতে নাপারে গোপী গহনে পলায়। শাসিয়া গোপিনী কহে কব তোর মায় ॥ ১৯ ॥ বেলা অবসানে গোপী নিজ ঘরে যায়। গোধন লইয়া শিশু তালে নাচে গায় ॥ ২০ ॥ যশোদার গৃহে আসি সকলে রহিল। নি শিতে লইয়া হরি বিচিত্র খেলিল ॥ ২১ ॥ সম বয়োসম বেশ সব শিশুগণ। নিজ সুত মত স্নেহ রাণীর সমান ॥ ২২ ॥ ॥ গীত। রাগ মল্লার সোরট। তাল আড়া তেতালা ॥ ভুলান গোপীর মন নন্দের নন্দন। এত ক্ষতি করে তবু নাহি টলে মন ॥ ধুয়া ॥ ॥ বিচ্ছেদ যেকালে হয় অন্তর দাহন। দেখিয়া শীতল পুন সুচাঁদ বদন ॥ ১ ॥ পাসরিয়া গৃহ কর্ম্ম কৃষ্ণে দিল মন। ধন্য ধন্য ব্রজ গোপী সফল জীবন ॥ ২ ॥ ॥ প্রথম শ্রীমতীর সহিত মীলন ॥ রাগ ছায়ানট। তাল এক তালা। ল লিতারে আজি কেন বাম অঙ্গ ফলকে। মঙ্গল সগুণ দেখি পুনঃ পুনঃ কিশের কা রণ আনন্দ পুলকে ॥ ধুয়া ॥ ॥ যাহার লাগীয়াঃ জনম আসিয়াঃ এই ব্রজ লোকে। পাইব অভয়ঃ হবে পরিচয়ঃ আনন্দ কৌতুকে ॥ ১ ॥ চল বংশীবটেঃ যমুনার ত টেঃ মীলিব তাহাকে। জল ছলে যায়ঃ মায়েরে ভাঁড়ায়ঃ ঘট লইয়া কাখে ॥ ২ ॥ পিরীত ধরমঃ মনেতে মরমঃ বিদিত দুহাঁকে। নিরূপিত কালঃ জানি নন্দ লালঃ পথ পানে তাকে ॥ ৩ ॥ হেন কালে শশীঃ অমিয়া প্রকাশীঃ দাঁড়ায় সম্মুখে। হ কিত দামিনীঃ রাধা রূপ খানিঃ উজ্জল ঝলকে ॥ ৪ ॥ পাই রূপছটাঃ তেজঃ পুঞ্জ ঘটাঃ প্রকাশে ত্রিলোকে। লোচন যুগলেঃ প্রেম সুধা জলেঃ দূর কৈল শোকে ॥ ৫ ॥

গলা গলি করিঃ বাহু মূলে ধরিঃ হৃদয়েতে রাখে । কণক লতায়ঃ যেমন জড়ায়ঃ তমাল তরুকে ॥ ৬ ॥ কাঞ্চনে জড়িতঃ নীলম তেমতঃ শোভে ততোধিকে । হেরিয়া ললিতাঃ হয়্যা হরষিতাঃ রহিল্ল অবাকে ॥ ৭ ॥ মন দুঃখ গেলঃ মীলন হইলঃ যে মত গোলোকে । রাধা কৃষ্ণ প্রেমঃ মণি জড়া হেমঃ দেখাইল লোকে ॥ ৮ ॥ একপ যেদেখেঃ সুখি দুই লোকেঃ ধন্য মান তাকে । এই কৃপা করঃ চরণে তোমারঃ মোর মন থাকে ॥ ৯ ॥ মীলন লীলা সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ গীত । রাগ গৌরী তাল তেতালা ॥ তোমা বিনা কেআছে আমার । মম তন মন ধন সকলি তোমার ॥ ১ ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ আশা সুধা পানেঃ ছিলাম জীবনেঃ সেই আশা করিল সুসার ॥ ১ ॥ চাতকীর প্রাণিঃ বারি করি দানঃ হেন বাঁচাইল অবলার ॥ ২ ॥ বিরহে নামরিঃ আমা সঙ্গে হরিঃ প্রতিজ্ঞা কর এবার ॥ ৩ ॥ ❁ ॥ কৃষ্ণের উক্তির গীত । রাগ পুরবী তালতেতালা ॥ প্রিয়সী আজি আমার জীবনে আইলজীবন । দরশ পরশকরি মুখ হেরি সফল নয়ন ॥ ধুয়া ॥ তোমা বিনা নিরাকার নিতান্ত নির্গুণ । মীলনে সাকার হই সগুণ ধারণ ॥ ১ ॥ যাবত প্রলয় নহে ভিন্ন দুইজন । প্রলয় হইলে পরে একাঙ্গে রমণ ॥ ২ ॥ গুপ্তে কয় ব্রজলীলা প্রেম বিতরণ । তব নাম আগে গাবে সব ভক্ত গণ ॥ ৩ ॥ প্রথম মীলন লীলা সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ প্রথম বেহার লীলা । রাগ মালতী বসন্ত তাল যথা ॥ পূর্ব্বের সঙ্কেত মত হইল মীলন । শুণহ ভকত জন অপূর্ব্ব রচন ॥ ১ ॥ যশোদার গোদোহন হয় বাথানেতে । রাধিকা আইল তথা সুন্দর বেশেতে ॥ ২ ॥ রাণী কহে শুভক্ষণে আইল সুন্দরী । কৃষ্ণ লয়্যা খেলা কর দেখি আঁখি ভরি ॥ ৩ ॥ গোদোহন কর্ম্মে রাণী নিযুক্ত হইল । হেন কালে ঘোর ঘটা গগণে ঘেরিল ॥ ৪ ॥ দুগ্ধ রক্ষা জন্য রাণী রহিল বাথানে । রাধাকে সঁপিল কৃষ্ণ লইতে ভবনে ॥ ৫ ॥ ফুল ফলে পরিপূর্ণ ঘেরি বৃন্দাবন । শিখী শুক পিক পক্ষ ডাকিছে সঘন ॥ ৬ ॥ ইচ্ছা অত্র অনুকুল পিরীতের রীত । ধরিল রাধার গলা কৃষ্ণ হয়্যা ভীত ॥ ৭ ॥ চলিতে পথেতে বৃষ্টি হইতে লাগিল । সুচারু কুঞ্জের মধ্যে দোঁহে প্রবেশিল ॥ ৮ ॥ বাহিরে মেঘের ধারা পড়ে অবি শ্রাম । কুঞ্জেতে প্রেমের বৃষ্টি মনঅভি রাম ॥ ৯ ॥ ক্ষুধিতে পাইল সুধা খায় মন মত । সুধা দানে ত্রুটী নাহি করে মন মত ॥

১০ ॥ কুঞ্জের বিলাস ভোগ দেখ করি ধ্যান। বর্ণ্ণিবার নাহি শক্তি এরস আখ্যান ॥ ১১ ॥ বেলা অবসান কালে বাদল ঘুচিল। নন্দ ঘরে কৃষ্ণ রাখি রাধিকা চলিল ॥ ১২ ॥ বৃষভানু রাণী দেখে জরদ বসন। পুরুষের বস্ত্র রাধা তব অঙ্গে কেন ॥ ১৩ ॥ রাধা কহে ঝড়ে উড়ি গেল মোর চীর। রাখিল কামিনী লাজ বস্ত্র দিয়া ধীর ॥ ১৪ ॥ যশোদার আজ্ঞামতে কৃষ্ণে ঘরেনিতে। পথে ঝড় বৃষ্টি অতি হয় অকস্মাতে ॥ ১৫ ॥ দৈবের কৃপায় তথা এক কুঞ্জে ছিল। কৃষ্ণকে রাখিতে মোর বস্ত্র উড়ি গেল ॥ ১৬ ॥ কৃষ্ণের উড়ানি খানি এই পীতাম্বরি। দয়া করি দিল মোরে আপনি শ্রীহরি ॥ ১৭ ॥ বলি য়াছে মোর বস্ত্র দিবে তত্ব করি। শুণ মাতা এই হেতু তার বস্ত্র পরি ॥ ১৮ ॥ কিরীতি কৃষ্ণের গুণ শুণিয়া শ্রবণে। অপূর্ব্ব রেসমি বস্ত্র কৃষ্ণের কারণে ॥ ১৯ ॥ প্রভাত হইবা মাত্র মাখন সহিতে। পাঠা ইল নন্দ ঘরে রাধিকার হাতে ॥ ২০ ॥ যশোদা আইল ঘরে সন্ধ্যার সময়। কৃষ্ণেরে কোলেতে করি মুখে চুম্ব খায় ॥ ১২ ॥ নীল শাড়ি পরি ধান দেখি কৃষ্ণ অঙ্গে। কেদিন কালতে কাল পরাইয়া রঙ্গে ॥ ২২ ॥ কৃষ্ণ কহে রাই শাড়ি ঝড়ে নিয়াছিল। এই মাত্র রাখালেতে মোরে আনি দিল ॥ ২৩ ॥ আমার উড়ানি খানি রাধারে দিয়াছি। সাধ করি শাড়ি খানি আমি পরি য়াছি ॥ ২৪ ॥ রাণী কহে শাড়ি খানি কল্য দিও তারে। পর বস্ত্র পরি বারে বেদে মানা করে ॥ ৫ ॥ ❁ ॥ গীত ॥ রাগ হামির তাল আড়া তেতালা ॥ কমলে ভ্রমরা প্রথম পসিল দিবসে চুষিয়া মধু রাত্রে পলাইল ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ ভৃঙ্গের বিচ্ছেদে নলিনী মলিন হইল। অলির দংশন ছলে আঁখি মুদিয়া রহিল ॥ ১ ॥ নবীন কলিকা এক কহিতে লাগিল। প্রফুল্ল হইয়া তোর সুযোগ ঘটীল ॥ ২ ॥ মধু দানে তার গানে যৌবন বাড়িল। নিতি নিতি মীলনের উপায় চলিল ॥ ৩ ॥ অঘা সুর বধ লীলা ॥ বহুত গোয়াল বাল সঙ্গেতে করিয়া। রাম কৃষ্ণ গোচারণে চলে ধেনু লয়্যা ॥ ১ ॥ বৃন্দাবন রম্য স্থান ধেনু চরে ফিরে। রাখাল সহিত খেলা দুই ভাই করে ॥ ২ ॥ বকা সুর বধ শুণি কংস ক্রোধ করি। অঘা সুরে পাঠাইল বলিষ্ঠ বিচারি ॥ ৩ ॥ অঘ অহি রূপ ধরি আসি বৃন্দাবনে। বিশাল বাড়ায় মুখ গিলিতে মোহনে ॥ ৪ ॥ পর্ব্বতের গুহা জানি সব শিশু গণ। প্রবেশ করিল মুখে

সহ নারায়ণ ॥ ৫ ॥ রাখালের পাছে যায় ধেনু কাল মুখে। হেন কালে মুদি বারে অঘ চায় সুখে ॥ ৬ ॥ জানি হরি বাড়াইল নিজ অঙ্গ খানি। চিরিয়া অঘর ফণা নাশিল তখনি ॥ ৭ ॥ পেট ফাড়ি ধেনু সহ বাহির হইল ॥ জয় জয় কোলাহল আকাশে বাজিল ॥ ৮ ॥ বংশীবট ছায়া তলে রাখাল মীলিয়া। রাম কৃষ্ণ সঙ্গে রঙ্গে বসিল ঘেরিয়া ॥ ৯ ॥ গোয়ালার রীতি মত ভোজন সামিগ্রু। বনেতে পাঠায় স্নেহে রাণী হয়্যা আগ্রু ॥ ১০ ॥ ত্রিলোকের নাথ খায় রাখাল উচ্ছিষ্টি। দেখিয়া অমরগণ করে পুষ্প বৃষ্টি ॥ ১১ ॥ তথাচ মায়ার ছায়া নাছাড়ে অমরে। পূর্ণ্ণ বুহ্ম এই শিশু নাবুঝে অন্তরে ॥ ১২ ॥ বুহ্ম লোকে গিয়া দেব করিল বিনতি। কৌতুক যাইয়া দেখ বুজের বসতি ॥ ১৩ ॥ তুমি যদি চিন হরি আমরা চিনিব। নতুবা মায়ার ফাঁশে মজিয়া রহিব ॥ ১৪ ॥ বুজবাল কুসুমেতে কৃষ্ণ সাজাইল। কৃষ্ণ আজ্ঞা মতে শিশু সাজিল সকল ॥ ১৫ ॥ চৌরাশী রতন আভা কুসুমে পুকাশ। দিবিভূবি সর্ব্ব রূপ একরূপে নৈরাশ ॥ ১৬ ॥ ধেনু কানু রাম শিশু শোভন দেখিয়া। অবাক হইল গোপী আনন্দ পাইয়া ॥ ১৭ ॥ বাৎসল্য ভাবের দীপ্ত গোপ কুলে হৈল। হইতে গোপের দাস ভকতে চাহিল ॥ ১৮ ॥ ❁ ॥ গীত। রাগ কানড়া তাল আড়া তেতালা ॥ আজি পুনরপি মরিয়া বাঁচিল। মৃত সংজীবনী জিনি কানাই হইল ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ বনের কাহিনি শুণি বিস্ময় মানিল। যতনে গোপিনী মীলি কৃষ্ণেরে পুজিল ॥ ১ ॥ হরি বুহ্ম সনাতন বুজেতে আইল। অঘাসুর বধ লীলা সকলে গাইল ॥ ২ ॥ ইতি অঘা সুর বধ সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ বুহ্মার সম্মোহন লীলা। রাগ বরয়া তাল নেকটা ॥ দেব মুখে শুণি বিধিঃ ধ্যান করে গুণনিধিঃ সন্দেহ নামেটে মনে পুন করে ধ্যান। দেখিতে পুভুর গুণঃ যোগাসনে বসিলেনঃ জানিয়া নাবুঝে বুহ্মা কৃষ্ণ নিরূপণ ॥ ১ ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ পুরুষোত্তম উত্তম লীলা কৌতুক সুরস। নাহি জানে কেহ লীলা শেষে গায় যশ ॥ গোয়ালার ঘরে জন্মঃ গোচারণ তাহে কর্ম্মঃ এজনারে পূর্ণ্ণ বুহ্ম জানে কোন জন ॥ ১ ॥ গোলোকে নাদেখি হরিঃ বুহ্মা মনে ধ্যান করিঃ বুজ ভূমে নিরূপিয়া করিল গমন ॥ ২ ॥ বৃন্দাবনে যায়্যা হেরেঃ কৃষ্ণ গোচারণ করেঃ পূর্ণ্ণ বুহ্ম নাহি চিনি ভুলিল তখন ॥

৩ ॥ দুষ্ট স্বরস্বতী আসিঃ ব্রহ্মার মানসে পসিঃ গরব খরব করি করিল অজ্ঞান ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণ বিনা ব্রহ্মা শিশুঃ ধেনুর সহিত আশুঃ পর্ব্বত গুহাতে রাখি করিল গোপন ॥ ৫ ॥ গোপাল জানিয়া হাসেঃ ব্রহ্মা মজি মায়া ফাঁশেঃ ধেনু বৎস ব্রজ বাল করিল হরণ ॥ ৬ ॥ যদি যাই একা ঘরঃ দুঃখি হবে ঘর ঘরঃ নাহি পাই নিজ শিশু করিবে রোদন ॥ ৭ ॥ যদি আনি শিশুগণঃ ব্যস্ত হবে এই ক্ষণঃ অকালেতে গুপ্ত লীলা হবে প্রকাশন ॥ ৮ ॥ ভাবি ইহা মনে মনেঃ নব সৃষ্টি সেই ক্ষণেঃ গাবী বৎস শিশু আদিঃ করিল সৃজন ॥ ৯ ॥ পূর্ব্বমত বনে বসিঃ মেঘ বেড়া যেন শশীঃ ব্রজ শিশু হরি ঘেরি করিছে ভোজন ॥ ১০ ॥ সামান্য রাখাল মতঃ ব্রজ শিশু অবিরতঃ খাদ্য দ্রব্য মুখে তুলি দিতেছে যখন ॥ ১১ ॥ পূর্ণ্ণ ব্রহ্ম সনাতনঃ ব্রহ্মা আদি পঞ্চাননঃ ধ্যান করি নাহি পায় যেই শ্রীচরণ ॥ ১২ ॥ বিনা তপ যোগ আদিঃ কৃষ্ণে হেরে নিরবধিঃ ধন্য ধন্য ব্রজবাসী ধন্য বৃন্দাবন ॥ ১৩ ॥ নাজানে আচার রীতিঃ কোনভয়ে নহে ভীতিঃ পাঁচ ভাবে নিযোজিত ব্রজে সর্ব্বজন ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মার যে ত্রুটি কালঃ মহীতলে এক শালঃ নব শিশু ধেনু লই কৌতুক করেণ ॥ ১৫ ॥ প্রজা পতি আসি পুনঃ লীলা দেখি অনুক্ষণ বিস্ময় হইলমনে ভাবিত তখন ॥ ১৬ ॥ ধিক ধিক মোর জন্মঃ নাহি জানি কৃষ্ণ মর্ম্মঃ কৃষ্ণ ভক্তি বিনা কর্ম্ম অসার জীবন ॥ ১৭ ॥ সুধাধিক কৃষ্ণ ভক্তিঃ বিনা যোগ হয় মুক্তিঃ নাকরি ইহার যুক্তি করিল যাপন ॥ ১৮ ॥ দাস অনু দাস হবঃ ব্রজবাসী পদে রবঃ দিবা নিশি ভক্ত পদ করিব সেবন ॥ ১৯ ॥ হইয়া লজ্জিত অতিঃ নিকটে গোলোক পতিঃ পদে পড়ি কর জোড়ে স্তুতি করে গান ॥ ২০ ॥ ● ॥ স্তুতি। রাগ করুণা তাল আড়া তেতালা ॥ প্রভু আমি অভাজন নাচিনি তোমায়। হইল অপার দুঃখি মজিয়া মায়ায় ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ বেদাতীত বাচাতীত যোগী নাহি পায়। নিতিনিতি নব লীলা করহ হেলায় ॥ ১ ॥ বেদমুখে কিবা স্তুতি করিতে জুয়ায়। পঞ্চ মুখে তব লীলা নিশি দিবা গায় ॥ ২ ॥ অনন্ত সহস্র মুখে গুণ কথা কয়। অদ্যাবধি লীলা শেষ উদ্দেশ নাপায় ॥ ৩ ॥ নিত্য সত্য সর্ব্ব কর্ত্তা জগত আশ্রয়। তব কৃপা বিনা কিছু নাদেখি উপায় ॥ ৪ ॥ চরণ সরোজ রেণু যাহার মাথায়। পরম ঈশ্বর হয় রহিত মায়ায় ॥ ৫ ॥ হস্তগ

নির্গুণ হয় তোমার ইচ্ছায়। সেই প্রভু ব্রজে আসি হইল উদয় ॥ ৬ ॥ গোয়ালার ঘরে লীলা বুঝা বড়দায়। মম দোষ ক্ষমাকর ওহে দয়াময় ॥ ৭ ॥ চরণে শরণ দেহি দূর কর ভয়। ভক্তি শিক্ষা দেহ মোরে ধরি রাঙ্গা পায় ॥ ৮ ॥ হৃদি মাঝে রাখি যেন হৃদয় জুড়ায়। স্বয়ং ব্রহ্মা দ্রব্য আনি কৃষ্ণেরে খাওয়ায় ॥ ৯ ॥ শ্রীমুখ হইতে কাড়ি গোপগণ খায়। ভক্তের উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মা জোড় করে লয় ॥ ১০ ॥ মস্তকে রাখিয়া আগে শেষে মুখে দেয়। মম ভক্ত হবে ব্রহ্মা কহে যদুরায় ॥ ১১ ॥ বিদায় হইল ধাতা চরণ বন্দিয়া। জয় জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ বদনে বলিয়া ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মার সম্মোহন লীলা সাঙ্গ ॥ ● ॥ গীত ঝাঁপতাল। রাগ ইমন ॥ ● ॥ পরম দুর্লভ তুমি কিকব তোমার কথা ॥ বুঝিয়া নাবুঝি স্বামিঃ মায়াতে মোহিত আমিঃ তোমা বিনাকে নাশিবে আমার মনের ব্যথা ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ কুদিনে সুদিন হবেঃ নাহি ছিল অনুভবেঃ গোপ বধূ। অনুরাগে বসতি করিবে হেথা ॥ ১ ॥ পাঁচ মুখে পঞ্চাননঃ বেদ মুখে অতাননঃ নিশি দিসি লিখি গুণ তবু নাহি যায় গাঁথা ॥ ২ ॥ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা হয়াঃ হৃদে থাক প্রবেশিয়াঃ যেখানে সেখানে থাকি তোমারে দেখিব সেথা ॥ ৩ ॥ গীত সাঙ্গ ॥ ● ॥ বেণু বাদন লীলা ॥ রাগ খট। তাল আড়াতেতালা ॥ এক দিন বিপিনেতে রামের সহিত। শ্রীকৃষ্ণ যুকতি করে করিতে মোহিত ॥ ১ ॥ কালে হবে কংস নাশ দৈব নির্দ্ধারিত। ইতি মধ্যে গোপ কুলে করিতে সুহৃত ॥ ২ ॥ অনুরাগ মনে দিতে অমিয়া মিশ্রিত। কাটীয়া বনের বাঁশ করিল নির্ম্মিত ॥ ৩ ॥ অষ্ট সিদ্ধি বংশী আটে করিল পূরিত। একে একে তার নাম ব্রজেতে বিদিত ॥ ৪ ॥ মুরলী মোহিত করে যুবতির মন। অনগোজা বশ করে পশু পক্ষগণ ॥ ৫ ॥ বংশীনাদে সখা মন করয়ে হরণ। ছয় ঋতু বশকরে বেণুর বাদন ॥ ৬ ॥ অমর কিন্নর বশ বিধি পঞ্চানন। মকর আকৃতি বাঁশী করিছে তোষণ ॥ ৭ ॥ সৃষ্টি স্থিতি লয় করে বাঁশুরী মোহন। এই ছয় বাঁশী হরি করিল সৃজন ॥ ৮ ॥ হলধর শিখিলেন ইহার বাজন। ইহা ভিন্ন দুই বাঁশী গুপ্তে রাখিলেন ॥ ৯ ॥ নি. কুঞ্জ সংকেত বাঁশী দিলে জানাইতে। সংঙ্কেত বাঁশুরীনাম প্রকাশ পশ্চাতে ॥ ১০ ॥ রাধা প্রাণ আহ্লাদিনী আখ্যান তাহাতে। রাধা বিনা নাহি বাজে এই বাঁশুরীতে ॥

১১ ॥ বনাইয়া অষ্ট বাঁশী রাখিল যতনে। পূর্ণব্রহ্ম লীলাকরে নিত্য বৃন্দাবনে ॥ ১২ ॥ একে একে ছয় বাঁশী বাজায় মোহন। শুনিয়া সকল শিশু আনন্দে মগণ ॥ ১৩ ॥ বংশী গঠন লীলা সাঙ্গ ॥ গীত। রাগ হামির তাল আড়া তেতালা ॥ মুরলী বাজায়্যা চলিল মোহন। গৃহকর্ম্ম ছাড়ি গোপী ধাইল তখন। ধুয়া ॥ ● ॥ সারি সারি ঘেরি ঘেরি শুণিছে বাজন। হেরিয়া রূপের ছটা স্তকিত নয়ন ॥ ১ ॥ সরোজ লোচনী আভা শ্যামাঙ্গে পতন। সুতা বিনা পদ্ম হার শ্রীঅঙ্গে শোভন ॥ ২ ॥ দলিত অঞ্জনরসে অঙ্গ দরপণ। ত্রিলোকের প্রতিবিম্ব কর দরশন ॥ ৩ ॥ কুঞ্জরচনা বৃন্দাবনে ওব্রজভূমে ॥●॥ রাগ মোলতান তাল আড়াতেতালা ॥ বিধাতার মোহ কথা ব্রজে ব্যক্তহৈল। পূর্ণব্রহ্ম নন্দ সুত সকলে জানিল ॥ ১ ॥ যুবতি গোপিনী যত রাধা সহচরী। গোলোক হইতেআসি হয় দেহ ধারী ॥ ২ ॥ সময় পাইয়া সবে মনেতে করিল। এত দিনে বিরহের আনল নিবিল ॥ ৩ ॥ বরষা হইলে যেন তরুর উন্নতী। কর্দ্দমের মীনে যেন জলের সঙ্গতি ॥ ৪ ॥ নিশি নাশে কমলিনী প্রফুল্ল যেমন। চাতকিনী উল্লাসিনী হেরি নবঘন ॥ ৫ ॥ বসন্তে কোকিল মত্ত যেমত সঘন। ততোধিক প্রসন্নতা সব গোপী গণ ॥ ৬ ॥ গোপী মন অনুরাগ দেখি যদুরায়। মথুরা মণ্ডল মধ্যে নিকুঞ্জ নির্ম্মায় ॥ ৭ ॥ ষোড়শ সহস্র দলে কুঞ্জ নব নব। বিশ্বকর্ম্মা রচে আসি অতুল বৈভব ॥ ৮ ॥ চৌরাশী কোশের মাঝে নিত্য বৃন্দাবন। চারি ক্রোশ কর্ণিকার তাহার প্রমাণ ॥ ৯ ॥ সিদ্ধি যোগ পীঠ এই রতি কুঞ্জ ধাম। রাধার সহিত কেলি যুগল বিশ্রাম ॥ ১০ ॥ আর সব দলে কুঞ্জ বনেতে নির্ম্মাণ। লিখিতে ইহার নাম নাপাই সন্ধান ॥ ১১ ॥ প্রতি কুঞ্জ ঘেরি বাপী ঝিল সরোবর। সৌগন্ধি কুসুম লতা বেড়া তরু বর ॥ ১২ ॥ অমৃত সোয়াদ যুক্ত নানাফল তায়। পশু পক্ষ জল জন্তু রমণীয় কায় ॥ ১৩ ॥ ত্রিভুবনে শোভাযত নিকুঞ্জে প্রকাশ। ধন্যধন্য জীব যার বৃন্দাবনে বাস ॥ ১৪ ॥ কুঞ্জ হেরি হরষিত গোপীকা রল্লভ। প্রেমের অঙ্কুর তাহে রূপিল দুর্ল্লভ ॥ ১৫ ॥ দেখিতে কুঞ্জের শোভা যায় গোপী জান। মনেতে বাড়িল আশা হইব শীতল ॥ ১৬ ॥ এইসব কুঞ্জে লীলা যুগল কিশোর। করিকেন ইচ্ছামত লোকে অগোচর ॥ ১৭ ॥ গীত। রাগ জঙ্গলা। তাল আড়া ॥ যেজন শ্যাম

শরণাগত হয়ঃ এতিন ভুবন মাঝে নাহি তার ভয় ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ শরণাগতের সুখ দিতে ব্রজ রায়। গোলোক সমান কুঞ্জ ব্রজেতে নির্ম্মায় ॥ ১ ॥ ইতি কুঞ্জ রচণা সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ ❁ ॥ অভিসার পূর্ব্ব অনুরাগ ॥ রাগ গান্ধার তাল আড়া তেতালা। দিনে দিনে পৌগণ্ডে লাবন্য রূপ শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ। দেখি দেখি গোপিনী মোহিত মনে বাড়িল উল্লাস ॥ ১ ॥ আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ে রাখে সদা এই আশ। রূপ গুণ দিবস রজনী ভরি গোপী মনেবাস ॥ ২ ॥ এক গোপী বিচারে রহিব সদা মোহনের পাশ। আর গোপী বলিল নন্দের ঘরে আমি হব দাস ॥ ৩ ॥ কোন গোপী ধাইয়া চলিল লই মাখন সন্দেস। কেহ লয় রতন ভূষণ কেহ লয় পীত বাস ॥ ৪ ॥ কার হাতে চামর ব্যজন পান কর্পূরে বিলাস। কেহ লয় বিচিত্র খেলনা বহু নূতন তরাস ॥ ৫ ॥ গৃহ কর্ম্ম ভুলিয়া চলিয়া যায় কৃষ্ণের উদ্দেশ। কেহ কেহ বসন ভূষণ পরি করিয়া সুবেশ ॥ ৬ ॥ যার মনে যখন উদয় কিবা রজনী দিবস। কৃষ্ণ স্থিতি যেখানে সেখানে গোপী করিছে প্রবেশ ॥ ৭ ॥ অনুরাগ পরাণ সহিত কৃষ্ণে করিবারে বশ। প্রেম গুরু শ্রীমতী হইল ব্রজে দিতে প্রেমরস ॥ ৮ ॥ ❁ ॥ গীত টপ্পা। রাগ সোরট। তাল মধ্যমান ॥ কভু ভ্রমরী কভু চকোরী গোপীর লোচন। সরোজ মধু হরি চরণেঃ পূরণ চন্দ্র সুধা বয়ানেঃ পানেতে মাতিল সঘন সঘন ॥ ১ ॥ ❁ ॥ রেক্তা। রাগ পাহাড়ীয়া তাল পশতো। নিশিতে শ্যামের রূপ ঘর আল করিয়া। শয়নে সপনে আলী দেখি নজর ভরিয়া ॥ ১ ॥ আমি হেতা সেবা কোথা কেদিবে মোয় আনিয়া। রূপ নয় কাটারি খানি রৈল হৃদে পসিয়া ॥ ২ ॥ অনলে পতঙ্গ হেন যায় মন ধাইয়া। তিমিরে পূরিয়া রাখ মন পতঙ্গে বাঁচায়্যা ॥ ৩ ॥ প্রাণ মীন হৈল সখি রূপসাগর দেখিয়া। ত্বরাকর্যা সেই নীরে দেরে মোরে ভাসাইয়া ॥ ৪ ॥ পূর্ব্ব অনুরাগ সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ সখী সখার নাম নির্ণয় ॥ রাগসোরট তাল আড়া তেতালা ॥ [illegible] রাম কৃষ্ণ দুইতনু কৌতুক কারণ। ভিন্ন ভিন্ন রূপ গুণ করিল ধারণ ॥ ১ ॥ কৃষ্ণের [illegible] হেতু রাম সহকারী। রাখিল সঙ্কেত নাম সুন্দর বিচারি ॥ ২ ॥ সখী সখা [illegible] করিয়া নিশ্চয়। রাখিল মধুর নাম অতি সুধাময় ॥ ৩ ॥ প্রধান প্রকৃতি [illegible] হেন মোহিনী। ললিতা বিশাখা চিত্রা সুন্দরী শোভনী ॥ ৪ ॥ তরলা

সরলাবাণী কামদা মালিনী। বিরোজা সরোজা রমা রসিকা ভাবিনী ॥ ৫ ॥ চন্দ্রাব লী মন কেলি বল্লভা মালিনী। রঙ্গিনী বিনোদা রতি তরলা দামিনী ॥৬॥ মল্লিকা মালতী যূথী প্রমদা কাহিনি। সারদা বরদা ওঙ্গা কৌতুক ভাষিণী ॥ ৭ ॥ কমলা বিমলা ভাঁতি ধরণী ধারিণী। কালিন্দী যমুনা জয়া প্রফুল্ল লোচনী ॥ ৮ ॥ রঞ্জিনী চম্পক লতা মানস হারিণী। কৌশলা কুশলা মালা সুবলা শালিনী ॥ ৯ ॥ করবী মাধবী জিতা পদ্মিনী যামিনী। চন্দ্রিকা কলিকা গুঞ্জা সুমতি পালিনী ॥ ১০ ॥ ঘনা প্রাণা বৃন্দারাণী সুবেশা সাজনী। বনিতা ত্বরিতা সুধা সরোজ ইক্ষণী ॥ ১১ ॥ তুঙ্গা দেবী ইন্দুরেখা সুনন্দা নয়নী। নিযুক্তা সেবাতে গোপী দিবস রজনী ॥ ১২ ॥ বহু গোপী বহু রূপা নাম অগণন। কিঞ্চিত প্রকাশ এই পুরাণ প্রমাণ ॥ ১৩ ॥ অষ্ট সখী গোপী মধ্যে রাধা সহচরী। অষ্ট মুঞ্জরী সেবিকা রাধা মনোহারী ॥ ১৪ ॥ অষ্ট ভাবনাই কার লীলা সহ কারে। অভি সারি সুবাঞ্ছিতা কৃষ্ণ মীলি বারে ॥ ১৫ ॥ বাসক শয্যার ভাব আগমন দেখি। নায়ক তুষিতে যত্ন করয়ে রাখে সখী ॥ ১৬ ॥ উৎকণ্ঠিতা স্বভাব গমন ইচ্ছুক। দূতীর সঙ্কেতে আশা করেণ পূরক ॥১৭॥ খণ্ডিতা বনিতা ভাব দেখিয়া লম্পট। মানে বসি কহে কথা করিয়া কপট ॥ ১৮ ॥ বিপ্র লব্ধা রসবতী সাধিল মীলন। নিতি দূতী স্থান স্থির করে নিশি দিন ॥ ১৯ ॥ কল হান্ত রিতা ভাব প্রকৃতি গরিমা। নায়েকে সাধয়ে সদা রামা গুণ ধামা ॥ ২০ ॥ স্বাধীন ভর্ত্তৃকা ভাব ত্রিলোকে দুর্ল্লভ। রতি মতি দিয়া তোষে পরাণ বল্লভ ॥ ২১ প্রোষিত ভর্ত্তৃকা ভাব বিরহ জ্বলন। নাদেখিয়া প্রাণ নাথে মরণ সমান ॥ ২২ ॥ বিদেশে থাকিলে পতি দশ দশা ঘটে। পতি গুণ নিশি দিসি কান্দি কান্দি রটে ॥ ২৩ ॥ রতি কলা ষোল কৃষ্ণ রসেতে রচিল। চৌষট্টী ভঙ্গির কলা গোপী মনে দিল ॥ ২৪ ॥ কর্ত্তার কৌতুক লীলা এতিন সংসারে। মানবের সাধ্য নাহি সংখ্যা করিবারে ॥ ২৫ ॥ ❀ ॥ সখার নাম ॥ ❀ ॥ যাবদীয় ব্রজবাল রাম কৃষ্ণ সখা। নাহি জানি নাম ধাম করিবারে লেখা ॥ ১ ॥ প্রধান দ্বাদশ নাম রাখিল মোহন। শ্রীদাম সুদাম দাম ভদ্রচন্দ্র ভান ॥ ২ ॥ সুবল মঙ্গল দেব রসিক বিতান। নারায়ণ বীর সেন বালক প্রধান ॥ ৩ ॥ বার বার গোপালের করিয়া মণ্ডলী। রূপ গুণ

সত নাম রাখিলেন হলী ॥ ৪ ॥ অসংখ্য বালক নাম কেজানে বিশেষঃ। যার লীলা সেই জানে আর জানে শেষ ॥ ৫ ॥ ছল বল লীলা খেলা শিখাইল সব। কৃষ্ণ অনুগত যরে কৃষ্ণ অনুভব ॥ ৬ ॥ ইতি শিশু নাম করণ সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ শুকী সংবাদ ॥ রাগ টোড়ি জৌনপুরি। তাল আড়াতেতালা ॥ প্রথম বিহার পরে মীলন সঙ্গতি। ●লাজ ভয় কৈল রাধা ভাবিতা শ্রীমতী ॥ ১ ॥ প্রিয় সখী মেলি রাধা করিয়া বিচার। পালিল একটি শুকী দূতী নাম তার ॥ ২ ॥ পিরীতের রীত বাণী শিখাইল তারে। নায়ক করিয়া বশ শীঘ্র আনিবারে ॥ ৩ ॥ রাধা রূপ গুণ গ্রাম বর্ণনা শিখিল। বিরহ দুঃখের দশা সকলি জানিল ॥ ৪ ॥ নায়ক তুষিতে শ্লোক বিবিধ পড়িল। দৈব বলে অন্তর্যামী শকতি পাইল ॥ ৫ ॥ কাব্য অলঙ্কার কাম শাস্ত্রে বোধ হৈল। অল্প দিনে দূতী শুকী রাধারে তুষিল ॥ ৬ ॥ বিরহিনী দুঃখ দেখি উড়িয়া চলিল। কৃষ্ণের বাহুতে যাই নির্ভয়ে বসিল ॥ ৭ ॥ মনোরম শ্লোক এক সুকণ্ঠে গাইল। শুণিয়া মোহন মন আশ্চর্য্য মানিল ॥ ৮ ॥ ❁ ॥ শ্লোকৌ। জয় জয় গোকুল মঙ্গল কন্দ ব্রজ যুবতি ততি ভৃঙ্গার বিন্দ। প্রতি পদ বর্দ্ধিত নন্দা নন্দ শ্রীগোবিন্দা চ্যুত নতশন্দ ॥ ১ ॥ যমুনা বন মধ্যেতু পদ্মিন্য জ্বল রূপিণী। মধুসূদন মপ্রাপ্য দুঃখিতাস্যাদশোভিনী ॥ ২ ॥ গীত ॥ রাগ বরয়া। তাল আড়াতেতালা ॥ কলিতে নাপাই মধু কমল তেজিল। ভ্রমরা এতেক ভুল কেনরে ভুলিল ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ সেকলি বিকাশ দেখি হাসিয়া উঠিল। শুণ মূঢ় অলি তোরে সুহিত কহিল ॥ ১ ॥ সাঙ্গ ॥ কৃষ্ণ করে ধরে শুকী চুম্বন করিয়া। কার তুমি কোথা থাক কেদিলে পাঠাইয়া ॥ ৯ ॥ পরিচয় দেরে শুকী কোথারে পড়িলে। কার ঘরে মোর করে আসিয়া বসিলে ॥ ১০ ॥ এক কন্যা রূপে ধন্যা পালিল আমায়। দূতী বলি সর্ব্ব বিদ্যা যতনে শিখায় ॥ ১১ ॥ বিরহ আগুণ ভারী ঘরেতে জ[illegible]ল। প্রাণ বাঁচাইতে ধনি উড়াইয়া দিল ॥ ১২ ॥ পঞ্জরের শুয়া আমি নাপ[illegible] উড়িতে। দৈব যোগে পড়িলাম কালীয়ার হাতে ॥ ১৩ ॥ বিরহ আগুণ আ[illegible] কভু নাহি শুণি। পণ্ডিতা হইয়া কহ নূতন কাহিনি ॥ ১৪ ॥ দূতী কহে এই গুণ জানিবে [illegible]। পড়িলে যৌবন কোষ বুঝিবে তখনে ॥ ১৫ ॥

পর ঘর অগ্নি দিয়া পলায় যেজন। বিরহ আগুণ তারে কহে বুধগণ ॥ ১৬ ॥ কৃষ্ণ কহে তব কর্ত্রী জ্বলিতা দেখিয়া। কিকারণে পলাইলে তাহারে ছাড়িয়া ॥ ১৭ ॥ কহে দূতী নিভাইতে বিরহ আগুণ। মীলন শীতল বারি করি অন্বেষণ ॥ ১৮ ॥ ❀ ॥ কৃষ্ণ উক্তি ॥ অধিক আশ্চর্য্য শুণি মীলনেতে জল। নিজ জাতি ভাষা বুঝি এসকল বল ॥ ১৯ ॥ রাধা রাধা বলি দূতী উড়িয়া চলিল। একাল কুটিল মেঘে জল নাহি দিল ॥ ২০ ॥ তখন কামের শেল হৃদয়ে পসিল। মৃতসঞ্চারিণী কোথা বলিয়া পড়িল ॥ ২১ ॥ যশোদা বালক মূর্চ্ছা দেখিয়া ধাইল। কোলেকরি নন্দ কাছে লইয়া চলিল ॥ ২২ ॥ মন্ত্র তন্ত্র জাদু টোনা বহুত করিল। ঔষধি নানান বিধি আনিয়া সেবিল ॥ ২৩ ॥ কোন মতে বালকের চৈতন্য নহিল। হেন কালে হলধর বৃত্তান্ত কহিল ॥ ২৪ ॥ পড়া পাখী পায়্যা ছিল পুন উড়ি গেল। পাখীর লাগিয়া হরি মূর্চ্ছিত হইল ॥ ২৫ ॥ আনি দিব সেই পাখী সকলে কহিল। শুণিয়া পাখীর নাম চেতন পাইল ॥ ২৬ ॥ কার পাখী বল বাছা আমি আনি দিব। কৃষ্ণ কহে রাখি কার মোরে কেন দিব ॥ ২৭ ॥ হেতা দূতী উড়ি আসি রাধারে কহিল। ব্যাকুল কর্য্যাছি তারে ঐদেখ আসিল ॥ ২৮ ॥ অস্থির হইল কৃষ্ণ শুকীর কারণ। কোলে করি বরষাণে করিল গমন ॥ ২৯ ॥ রাধারে বিনতি করি কহে নন্দ রায়। কিছু কাল জন্যে শুকী দেও মা আমায় ॥ ৩০ ॥ আখুট মেটিলে পুন আনি দিব তোরে। রাধা কহে হেন কথা নাবলিও মোরে ॥ ৩১ ॥ পাইয়া হারাণ ধন ছাড়িব কেমনে। সাধ থাকে রাখি যাও তোমার নন্দনে ॥ ৩২ ॥ খেলাকু দূতীকে লই তাহে নাহি মানা। যত কাল ইচ্ছা ওর পুরাকু বাসনা ॥ ৩৩ ॥ কৃষ্ণ কহে এই শুকী কভুনা ছাড়িব। যেখানে থাকিবে আমি সেখানে থাকিব ॥ ৩৪ ॥ নিতান্ত বুঝিয়া হট কৃষ্ণকে সঁপিয়া। নিজ কর্ম্মে গেল নন্দ মায়াতে ভুলিয়া ॥ ২৫ ॥ বৃষভানু পদ ভানু হেরিয়া আনন্দ। ফুটিল আশার কলি হৃদি অরবিন্দ ॥ ৩৬ ॥ খেলা ছলে শুকী লয়্যা যুগল কিশোর। মন মত করে কেলি রসেতে বিভোর ॥ ৩৭ ॥ মীলন সঙ্কেতে অতি হইল নিযুক্ত। কমলে ভ্রমরা মধু পানে হইল ভুক্ত ॥ ৩৮ ॥ ❀ ॥ দোহা ॥ দুজকি চাঁদনি রাধা ॥ শ্যাম তাহে নীল গম্ভীর আকাশা। নিত্য নূতন

হরি ভক্ত হৃদয় মন তিমির বিনাশ। শুকী সংবাদ লীলা সাঙ্গ ॥ ◉ ॥ ডাণ্ডা খেলা ॥ রাগ নট। তাল এক তালা ॥ ডাণ্ডা খেলে করুণা নিধান। ব্রজ রায় গোপ সুতে করিয়া সম্মান ॥ ধুয়া ॥ ◉ ॥ ঘরে ঘরে ব্রজ বাসীঃ যেমত পূর্ণিমা শশীঃ সাজাইয়া পাঠাইল আপন তনয়। তাদের দেখিতে রাণীর হৃদয় জুড়ায় ॥ ১ ॥ নব ডাণ্ডা বনাইয়াঃ দিল সবে বাঁটিইয়াঃ জোড়ে জোড়ে খেলে শিশু রবি শশী প্রায় ॥ ২ ॥ বগলি মঙ্গলি হাতঃ চারি চারি খেলে সাতঃ যেমন আকাশেতে দামিনী খেলায় ॥ ৩ ॥ আসমানি আট রণঃ ঘুরি ফিরি খেলে ঘনঃ রাম কৃষ্ণ দুই জন খেলিছে ডাণ্ডায় ॥ ৪ ॥ দোসরা গীত ॥ রাগ সোরট। তাল এক তালা ॥ ডাণ্ডা খেলে মোহিনী মোহন। নবঘন মাঝে যেন তড়িত শোভন ॥ ধুয়া ॥◉॥ কত শত রঙ্গে খেলে এক তালে মান। চৌদিগে ঘেরিয়া শিশু গায় সুধা ভান ॥ ১ ॥ রাধা সহচরী নাচে অপ্সরী সমান। সবে মেলি ডাণ্ডা খেলে দেখ বিদ্যমান ॥ ২ ॥ ◉ ॥ তেসরা গীত। রাগ কালাকাঁড়া। তাল পশতো ॥ ঝনক মনক বাজে হরির চরণ। দুই করে ডাণ্ডা খেলে লয়্যা গোপীগণ ॥ ১ ॥ শ্যামঅঙ্গ জিনিরঙ্গ নবঘোর ঘন। তার মাঝে রাধা সাজে তরুণ তপন ॥ ২ ॥ গোপিকা তারার মালা নূতন শোভন। হেরিয়া গোপের কুল সফল নয়ন ॥৩॥ আঙ্গিনা ভরিয়া শোভা জিনিয়া গগণ। উঠিল ডাণ্ডার ধ্বনি ত্রিলোক মোহন ॥ ৪ ॥ দোহনি লীলা ব্রজবিলাস সম্মত। রাগ প্রভাতি তাল আড়াতেতালা। কৃষ্ণ রূপধ্যান মনে নাভুলে রাধিকা। মীনের ইচ্ছা যেন নায়কে নায়িকা ॥ ১ ॥ মায়েরে কহিল ধনি অনেক বেলায়। দুহিতে বাথানে দুধ বিগত সময় ॥ ২ ॥ অদ্য প্রাতে চলিলাম করিতে দোহন। এই ছলে নন্দ গৃহে করিল গমন ॥ ৩ ॥ সেখানে বাহিরে দেখি কৃষ্ণের শোভন। দুহিছে কপিলা দুধ জগন্মোহন ॥ ৪ ॥ রাধাকে যশোদা হেরি লইল নিকটে। রূপ খানি জলে যেন কমলিনী ফুটে ॥ ৫ ॥ দধির মন্থন কর কহে যশোমতী। মন্থন অভ্যাস নাহি কখন শ্রীমতী ॥ ৬ ॥ পুন কহে নন্দ রাণী শুণ বিনোদিনী। পিতার দোহাই তোর শপথ মোর বাণী ॥ ৭ ॥ কৃষ্ণ রূপ মনে ধ্যান মন্থন ভুলিল। শ্রীকৃষ্ণ দোহন ছাড়িয়ে [illegible] ॥ ৮ ॥ দোঁহার বিচিত্র রীতি হেরি যশোমতী।

গৃহকর্ম্ম ভুলি গেল যুগলেতে মতি ॥ ৯॥ রাণী কহে ওরে রাধা কোথারে শিখিলি ৷ খালি মাঠ্যা কিবুঝিয়া মন্থন করিলি ॥ ১০ ॥ রাধা কহে আগে রাণী কহিল তোমায় ৷ মন্থন নাহিক জানি কিদোষ আমায় ॥ ১১ ॥ বাপের শপথ জন্যে ধরিল মন্থনি ৷ কর ধরি মথিবারে শিখাইল রাণী ॥ ১২ ॥ মন্থন করিতে রাধা কৃষ্ণ পানে চায় ৷ দোহন ভুলিল কৃষ্ণ রাধারে তাকায় ॥ ১৩ ॥ শিশু সব লখি লখি হাসিয়া কহিল ৷ এমত দোহন কর্ম্ম কভুনা দেখিল ॥ ১৪ ॥ রাধার পিরীত রীতি দেখিয়া বিস্ময় ৷ রাধা প্রতি নীত বাণী রাণী বহু কয় ॥ ১৫ ॥ কন্দর্প দলনী নেত্র খঞ্জন জিনিয়া ৷ উজ্বল কণক তনু দামিনী বাটিয়া ॥ ১৬ ॥ এরূপে ভুলাতে বুঝি চাওগো মোহনে ৷ মেঘেতে দামিনী রৈন নাহি শুণে কানে ॥ ১৭ ॥ ক্রোধ করি মানা করে ধরি রাধা অঙ্গ ৷ এত ঠারা ঠারি কোথা শিখিয়াছ রঙ্গ ॥ ১৮ ॥ খেল বল চল তুমি হরির সহিত ৷ যেমত বালক রীতি জগত বিদিত ॥ ১৯ ॥ নতুবা তোমারে হরি নাদিব দেখিতে ৷ রাণী বাণী শুণি ধনি সুধারিল চিতে ॥ ২০ ॥ বিনয় করিয়া কহে শুন গোপ রাণী ৷ তোমার বালক তিনি মোরে ডাকি আনি ॥ ২১ ॥ টাটক চেটক খেলা করে মোর সনে ৷ দোষ গুণ বুঝি দেখ আপন নন্দনে ॥ ২২ ॥ রূপে গুণে ধেনু ধনে দুদিগ সমান ৷ সম্মানে সম্মান বাড়ে আসি একারণ ॥ ২৩ ॥ ইহাতে ভাবিলে দোষ কিকাজ এখানে ৷ রাধা বাণী লজ্জা দিল যশোদার মনে ॥ ২৪ ॥ কোলে করি রাধিকারে যশোদা মানায় ৷ তুমি মোর কৃষ্ণ মত কহিয়া বুঝায় ॥ ২৫ ॥ সখার ইঙ্গিত কথা শুণি যদুরায় ৷ বাথানে পাঠায়্যা ধেনু মার কাছে যায় ॥ ২৬ ॥ মুরলী মুকুট যোগী দেহমা আমারে ৷ বলাই ডাকিছে মোরে সঙ্গে যাই বারে ॥ ২৭ ॥ বসন ভূষণ পরি চলিল গোঠেতে ৷ রাধাকে যাইতে তথা কহিল সঙ্কেতে ॥ ২৮ ॥ সঙ্কেত বাঁশীর গুণ অন্যে নাহি জানে ৷ রাধার সহিত প্রেম রাখিল গোপনে ॥ ২৯ ॥ ❁ ॥ দোহা ৷ পদাবলি ॥ ❁ ॥ মোহিনী মোহিল ছলে যশোদায় ৷ বিদায় লই নিজ ঘর যায় ৷ বাথানে চলিয়াঃ নাগরে মিলিয়াঃ গোপিনী সঙ্গে রঙ্গ ভায় ৷ দুহিছে কপিলার দুদ ৷ রাধা অঙ্গে লাগিল তার বুঁদ ॥ ১ ॥ গগণের তারা সুমেরু জড়া ৷ মোতি ময় অঙ্গ কুন্দনে বেড়া ॥ ২ ॥ রাধিকা আপন দোহনি চায় ৷ লও

লও বলি কৃষ্ণ ভাঁড়ায় ॥ ৩ ॥ কর ধরি হইল টানাটানি । দোহনি দুগ্ধ দিল গুণ মণি ॥ ৪ ॥ প্রেম কলি লইয়া চলে ধনি । ফুটিবে লজ্জা নিশা করেহানি ॥ ৫ ॥ মত্ত করীন্দ্র জিনিয়া চলনি । শ্যাম রূপ মাহুত পিঠে জানি ॥ ৬ ॥ পথেতে সখি দেয় বাকজাল । কালতে মজিলে এসুখ ভাল ॥ ৭ ॥ কাল বাণী শুনিয়া পড়ে ভূমে । কাঁদিছে গোপী পড়িয়া বিসমে ॥ ৮ ॥ উঠ উঠ বলি হয়্য বিকল । মীলিয়া সখী মুখে দিল জল ॥ ৯ ॥ রাধা কহে কাল সাপে দংশিল । ঔষধি ভাল জানে নন্দ লাল ॥ ১০ ॥ কীর্ত্তিকা শুনি আকুল হইয়া । কোলেতে করি ঘরেতে আনিয়া ॥ ১১ গুণী ডাকিয়া মন্ত্রে ঝাড়াইল । তবু তাহে বিষ নাহিক গেল ॥ ১২ ॥ ● ॥ গীত । রাগ সুহিনি তাল আড়াতেতালা ॥ বিরহ গরলে হরি হয়্য ধন্বন্তরি । বিরহে খায়্যাছে যারে সেবাঁচে সুভরি ॥ ১ ॥ তার সাক্ষী দেখ লোক রাধিকা সুন্দরী । যদি বিষে খায় কার বল হরি হরি ॥ ২ ॥ সখী মুখে কীর্ত্তিকা শুনিয়া উপায় । কৃষ্ণকে ডাকিয়া শীঘ্র আনিল তথায় ॥ ৩ ॥ দেখিয়া রাধার অঙ্গ কৃষ্ণ পরশিয়া । কহিল ডাক বিষ আছে সামাইয়া ॥ ৪ ॥ অন্ধকার ঘরে লও সুশয্য পাতিয়া । শয়ন করাও তাহে ত্বরিত করিয়া ॥ ৫ ॥ বাহিরে বিবিধ বাদ্য কর কোলাহল । কর্পূর মিশ্রিত কর এক ঘড়া জল ॥ ৬ ॥ যদি গুরু কৃপা করে বাঁচিবেক ধনি । ঝাড়িতে রহস্ত কাল হবে অনুমানি ॥৭॥ দুয়ারে কপাট দিয়া বৈসহ রমণী । নর যেন নাহি ঢোকে এই ঘর খানি ॥ ৮ ॥ কীর্ত্তিকা চরণ ধূলি লইয়া মাথায় । মনসা মনসা বলি ঘর মধ্যে যায় ॥ ৯ ॥ কেজানে ইহার তত্ব তথা কোন কেলি । ইচ্ছা মত কাল কাটে ঝাড়ে বনমালী ॥ ১০ ॥ মন্ত্র তন্ত্র উপযুক্ত পড়িয়া শ্রীহরি । রাধা প্রাণ বাঁচাইল ছলে কেলি করি ॥ ১১ ॥ দুয়ার খুলিয়া হরি দেখায় সকলে । বাঁচিল মোহিনী রাধা মনসার বলে ॥ ১২ ॥ কৃষ্ণকে আনিয়া গুণী সকলে তুষিল । বৃষভানু বন্দ করি গৃহেতে রাখিল ॥ ১৩ ॥ চতুরা সঙ্গিনী সবে নিগূঢ় বুঝিল । রাধা কৃষ্ণ দুইজন পিরীতে মজিল ॥ ১২ ॥ ● ॥ গীত ॥ রাগ খামাজ । তাল একতালা ॥ নন্দের লালা করেখেলা ব্রজ বালিকা লইয়া ॥ ১ ॥ দুরজন গুরুজন সকলে ভুলা যা ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ কত ভঙ্গি কেলি করে বসেতে পসিয়া । রিদয়ে কমল কলি

ভ্রমরা হইয়া॥ ১ ॥ পান করি মকরন্দ ফিরে গুঞ্জরিয়া। চাঁদ বিনা কুমুদিনী রহিল মুদিয়া ॥ ২ ॥ সাঙ্গ ॥ ● ॥ ষষ্ঠ বর্ষ বৃদ্ধি লীলা। মার্কণ্ড অশ্বত্থামা বলি ব্যাস হনুমান কৃপাচার্য্য পরশুরাম বিভীষণ এই সব ঋষি পূজি কৃষ্ণ জন্মোৎসব গোপ গোপী মনো রম করিলেন ॥ ● ॥ ইতি দোহা ॥ রাগ মঙ্গল তাল আড়া তেতালা ॥ নন্দ ঘরে বাদ্য কোলাহল ভোজন তরঙ্গ। রাধা সঙ্গে রন্ধন করিল কিকব প্রসঙ্গ ॥ ১ ॥ নানা দালি নানা ভাত তরকারি নানা জাতি। রান্ধিল ব্যঞ্জন বহু ভিন্নভিন্ন গুণ ভাঁতি ॥ ২ ॥ দুগ্ধ ক্ষীর ছানা শর দধি ননী খোরহন। মাঠা আদি নট রঙ্গীরা মেওয়া মিঠাতে রচন ॥ ৩ ॥ যব গম তিল বুট আদি করিয়া পেষণ। বিবিধ মিঠাই বনে মিছিরিতে পাক য়ান ॥ ৪ ॥ আচার মোরব্বা আদি কৈল ভাল ফল মূলে। উপযুক্ত মসলাতে প্রতি দ্রব্য মধ্যে দিলে ॥ ৫ ॥ ছয় রসে রাধা রাণী কৈল পাক সমাপন। পাক পরিস্কার পুথি পাক বিধি বিদ্যমান ॥ ৬ ॥ রাম কৃষ্ণে খাওয়াইয়া খায় গোপ গোপীগণ। ক্রমে ক্রমে খাওয়াইল যর পর সর্ব্বজন ॥ ৭ ॥ জল পান বিধিমত জোগাইল মননীত। তিরপিত সর্ব্ব লোক রাম কৃষ্ণে বিলোকিত ॥ ৮ ॥ উপমা রহিত রূপ হেরি হেরি ব্রজবাসী। হৃদয় ভরিয়া রাখে সুখ শশী রাশি রাশি ॥ ৯ ॥ নিজ নিজ গৃহ কর্ম্মে গোপ গোপী গেল মীলি। রাধারে রাখিল রাণী দেখিবারে কৃষ্ণ কেলি ॥ ১০ ॥ গীত বাদ্য আদি জন্ম উৎসবের মত কর্ত্তব্য ॥ গীত ॥ রাগ খামাজ তাল সম ॥ নাচত গাওত যুগল কিশোর। বালক বালিকা ঘেরি চউওর ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ তাদিআনা তাদিআনা দিম দিম। তনম তনম তোম তানা নানা দিম। ওরপ তরপ গত লেরহে মোর ॥ ১ ॥ রমঝম রমঝম বাজত জোর। ঘুঙ্গুরু কঙ্কণ করতাই সোর ॥ ২ ॥ আলালি আলালি লালা তালা তালা লালা লুম। তেরেলেল তেরেলেল তেরেলেল লুম লুম লুম। রাধা মোহিনী হরি চিত চোর ॥ ৩ ॥ ● ॥ গীত দোসরা। রাগ কেদারা তাল আড়াতেতালা ॥ কে জানে হরির মায়া এতিন ভুবনে। নন্দ ঘরে মহা নিদ্রা ঘেরিল সঘনে ॥ ১ ॥ মোহিনী মোহন জাগে রত্ন নিকেতনে। করিল রসের কেলি কুমুদিনী সনে ॥ ২ ॥ চাঁদে উপরাগ হেন হইল মীলনে। জয়দেব দাস ভক্ত বিশেষ বাখানে ॥ ৩॥ প্রেমের

সাগরে মীন পশিল যতনে। কণকে নীলম জড়া পিরীতি কুন্দনে ॥ ৪ ॥ ধ্যান গম্য এই রূপ এতিন ভুবনে। সখী অনুগত দাস দেখিছে নয়নে ॥ ৫ ॥ ইতি বরষ গাঁট লীলা সাঙ্গ ॥ ৬ ॥ ধেনুক অসুর বধ তালবনে। রাগ ভাটিয়ারি তাল তেতালা ॥ এক দিন রাম কৃষ্ণ করিয়া সাজন। সমবয়ো সম বেশ গোপের নন্দন ॥ ১ ॥ বড় বড় গাবী সব করিয়া গণন। চরাইতে বৃন্দাবনে করিল গমন ॥ ২ ॥ কার্ত্তিকের সিতাষ্টমী এই শুভ দিন। বড় ধেনু চরাইতে করে আরম্ভন ॥ ৩ ॥ বিনতি করিয়া রাণী কহে পুনঃ পুনঃ। সকলে করিয় স্নেহ আমার মোহন ॥ ৪ ॥ খাদ্য দ্রব্য দিয়া মাত্র পাঠাইল বন। নাচিতে নাচিতে শিশু চলিল তখন ॥ ৫ ॥ বন শোভা মন লোভা হেরিয়া লোচন। বলরামে কহে কৃষ্ণ করিয়া রচন ॥ ৬ ॥ ঝুঁকি ঝুঁকি তরু শাখা ফল করে দান। কলয়তি পশু পক্ষ কৃষ্ণ গুণ গান ॥ ৭ ॥ উচু টিলা পরে চড়ি কমাল ফিরাণ। কালী গোরী পিরী ধোরী ধুমরী বরণ ॥ ৮ ॥ ভূরী ঝীলী বলি বলি ডাকিছে সঘন। শ্রীমুখের ধ্বনি শুণি ধায় ধেনুগণ ॥ ৯ ॥ কিরূব ইহার শোভা নাহয় বর্ত্তন। নানা রঙ্গে মেঘ যেন ঘেরিল তপন ॥ ১০ ॥ বন মধ্যে ধেনু শোভা হইল তেমন। কদম্ব ছায়াতে হরি করিল শয়ন ॥ ১১ ॥ বালক উরুতে মাথা রাখিল মোহন। শয়নে মন্ত্রণা করি করে গাত্রোত্থান ॥ ১২ ॥ বলরাম কর ধরি করে নিবেদন। দুইদল বান্ধি দাদা খেলহ সমান ॥ ১৩ ॥ গাবী গোয়ালার বাটি সমান রচন। ফল ফুল তুলি লয়্যা ঝুলিতে ভরেণ ॥ ১৪ ॥ তুরি ভেরী ভপু ডম্বু দামামা তোরণ। ঢোল কাড়া নানা বাদ্য বদনে বাজান ॥ ১৫ ॥ ফুল ফল কেলি মারে বাজায়্যা বদন। এই মতে যুদ্ধ শেষ কৈল শিশুগণ ॥ ১৬ ॥ ভাগ মত শিশুগণ করে গোচারণ। শিশু মুখে হলধর করিল শ্রবণ ॥ ১৭ ॥ তাল বনে মিষ্ট ফল আছে অগণন। গন্ধর্ব্ব রাক্ষস তথা করিছে পালন ॥ ১৮ ॥ বাল সহ বল দেব দেখি [illegible] বন। মাটি ডেলা মারি ফল করিল পাতন ॥ ১৯ ॥ হেন কালে খর দৈত্য করি [illegible] তাড়ন। ঘোড়ু শায় লাথ মারে হৃদয়ে সঘন ॥ ২০ ॥ পদ ধরি হলী তারে [illegible] পটকান। উঠিয়া মুরখ খর পুন করে রণ ॥ ২১ ॥ নাদানে নিদান নাশ নহে [illegible]রণ। [illegible] ধরি তরুপরে ফেলায় নন্দন ॥ ২২ ॥ ধেনুকের হতপ্রাণ

হইল যখন। ভাঙ্গিল অনেক তরু ফল করেদান॥ ২৩॥ অতি ঘোর শব্দ শুনি চমকিত মন। দাদা বলি বেগে চলে স্বয়ং নারায়ণ॥ ২৪॥ বলাই নিকটে হরি আইল যখন। খর সঙ্গি দৈত্য আসি দিল দরশন॥ ২৫॥ করিল অনেক যুদ্ধ যত বলবান। একে একে কৃষ্ণ তাহা করিল নিধন॥ ২৬॥ আনন্দে খাইল ফল লয় জনেজন। সন্ধ্যার সময়ে গৃহে করিল গমন॥ ২৭॥ ঘরে ঘরে তাল ফল করে বিতরণ। গোপ গোপী সদা করে কৃষ্ণ গুণ গান॥ ২৮॥ ❁ ॥ গীত। রাগ খামাজ তাল সম॥ তোমারে দেখিতে চিত হইল চকোর। বংশীধারী। মুখ শশী সুধা পানেঃ জুড়াব তাপিত প্রাণেঃ আনন্দেতে হইব বিভোর॥ ১॥ যশোদা রোহিণী আসিঃ বাটেতে রহিল বসিঃ চাতকী নেহারে ঘন ঘোর॥ ২॥ ❁ ॥ ❁ ॥ বিষ জল পান। রাগ যোগীয়া তাল আড়াতেতালা॥ এক দিন কালিদহে করে গোচারণ। নাজানে গরল জল ব্রজ শিশুগণ॥ ১॥ হরিষ হইল ধেনু আর ব্রজবাল। পান কৈল কালিদহে জীবন গরল॥ ২॥ ঢলিয়া পড়িল সবে হই অচেতন। জীবনের জীব কৃষ্ণ জগতের প্রাণ॥ ৩॥ চৈতন্য দাতার আগে কোথা অচেতন। অমৃত ইক্ষণে হরি করিল রক্ষণ॥ ৪॥ উঠিল সকল শিশু ধেনুর সহিত। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে হইল মোহিত॥ ৫॥ আনন্দ পাইয়া পুন খেলাতে মগণ॥ ফল মূল আনি শিশু করয়ে ভোজন॥ ৬॥ সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণ চলে নিজ ঘর। কালিয় দমন লীলা হবেই তঃপর॥ ৭॥ ❁ ॥ কালিয় দমন লীলা। রাগ আসওয়ারি টোড়ি তাল তেওট। কালিদহে বিষজলঃ কালিয় বাসের স্থলঃ জীব জন্তু মরে জলপানে॥ ১॥ করিতে এদায় মুক্তিঃ শ্রীকৃষ্ণ করিল যুক্তিঃ গেঁদ ছলে চলিল সেখানে॥ ২॥ শ্রীদাম সহিত খেলেঃ তার গেঁদ পড়ে জলেঃ গেঁদ লাগি শ্রীদাম কান্দিল॥ ৩॥ সেই গেঁদ আনি বারেঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশে নীরেঃ হাহাকার বালকে ঘটিল॥ ৪॥ অবিনাশী এক তরুঃ প্রফুল্ল কদম্ব চারুঃ তাহা চড়ি কৃষ্ণ ঝাঁপ দিল॥ ৫॥ ভাবি পদ প্রাপ্তি জন্যঃ এতরু হইল ধন্যঃ বিষ তারে নাশিতে নারিল॥ ৬॥ আর যত তৃণ তরুঃ বিষেতে জারিল গুরুঃ তৃণআদি সকলি নাশিল॥ ৭॥ কেহ কহে খগবরঃ চড়ি এই তরুবরঃ সুধা রাখি কিছু কাল ছিল॥ ৮॥ অমৃত পরশ গুণেঃ কদম্ব বাঁচিল প্রাণেঃ

কৃষ্ণ পদ পাইল ইদানী ॥ ৯ ॥ ব্যাকুল হইয়া শিশুঃ যশোদা নিকটে আশুঃ কহে গিয়া কৃষ্ণের কাহিনি ॥ ১০ ॥ শুণিয়া ব্যকুল নারীঃ ফুকারিয়া হরি হরিঃ কালি দহে বিলাপে ধাইল ॥ ১১ ॥ তথা কালি দেখে জলেঃ কেবা আসি কল কলেঃ কোন তেজে এখানে আইল ॥ ১২ ॥ সাঁতারিছে অনায়াসেঃ চাঁদ যেন ঘনে ভাসেঃ ততোধিক হইল শোভন ॥ ১৩ ॥ দশ ফণা বিস্তারিয়াঃ কালি চলে গর্জ্জনিয়াঃ কৃষ্ণে চাহে করিতে দংশন ॥ ১৪ ॥ কৃষ্ণ চড়ি ফণাপরঃ নৃত্য করে জলধরঃ জল মধ্যে ফিরায় কালিরে ॥ ১৫ ॥ হেন কালে আসি তথাঃ গোপ গোপী পায় ব্যথাঃ নাহি দেখি নন্দের কুমারে ॥ ১৬ ॥ অভিভূত ধেনুগণঃ বুক পিটে সর্ব্বজনঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ফুকারে ॥ ১৭ ॥ দুঃখ দেখি রাম আসিঃ কহিছে মধুর ভাষিঃ কৃষ্ণ গুণ নাজান অন্তরে ॥ ১৮ ॥ যেজন অসুর মারেঃ সেকিবা বিষেতে ডরেঃ ব্রজ হিত করিবে এখনি ॥ ১৯ ॥ আমি নাহি সঙ্গে ছিলঃ তেঁই এত দুখ দিলঃ ব্রজবাল বিশেষ নাজানি ॥ ২০ ॥ প্রেমেতে বিভোর দেখিঃ করিতে সকলে সুখীঃ ব্রজনাথ উঠিল ভাসিয়া ॥ ২১ ॥ কালি ফণে নৃত্য কারীঃ দ্বিভুজ মুরলী ধারীঃ গেঁদ দিল শ্রীদামেফেলিয়া ॥ ২২ ॥ গীত । রাগ সিন্ধু তাল আড়াতেতালা । ফণার উপরে নাচে নন্দলালা । দরশে তরঙ্গ গেল হাসে ব্রজ বালা । হুহুহু ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ ডুমুড়ি বাজায়ঃ নাগিনী খেলায়ঃ কালেনা ডরায়ঃ হেরিহেরি কালা ॥ ১ ॥ নাগিনী মালায়ঃ গোপীর গলায়ঃ রাখালে পরায়ঃ রীঝে ব্রজ বালা ॥ ২ ॥ কালির রমণী ঘেরিঃ রক্ষ রক্ষ অহে হরিঃ তব সৃষ্টি এই নাগ কুল ॥ ২৩ ॥ আপন সৃজন নীপঃ নষ্ট কেন কর ভূপঃ তুমি প্রভু জীবনের মূল ॥ ৩৪ ॥ যদি হয় গরলদঃ তত্রাপি তোমার পদঃ যার মাথে হইল মীলন ॥ ২৫ ॥ এহারে করিতে মুক্তিঃ দাসীগণে নাহি ভক্তিঃ কৃপা গুণে রাখহ জীবন ॥ ২৬ ॥ শুণিয়া নাগিনী স্তুতিঃ দয়াকরি বিশ্বপতিঃ বিশ্বম্ভর ভার ত্যাগিল ॥ ২৭ ॥ মস্তক ছাড়িয়া হরিঃ দয়াময় রূপ ধরিঃ কুলে আসি ভূমে উত্তরিল ॥ ২৮ ॥ স্বামপাই নাগ রাজঃ পাইয়া সমূহ লাজঃ স্তুতি করে চরণে পড়িয়া ॥ ২৯ ॥ স্পর্শ গুণে নাগে বাণীঃ কণ্ঠে দিল বানী বাণীঃ বোবে কহে প্রসাদ পাইয়া ॥ ৩০ ॥ কর্ম্ম দোষে আমি পাপীঃ তাপী হৈয়া করি তাপীঃ কোন কর্ম্মে তব দরশন ॥ ৩১

॥ কিকরে সাধন জোরেঃ বৃথা শ্রম লোকে করেঃ কৃপা বিনা উষর জীবন ॥ ৩২ ॥ ক্ষ
মিয়া নাগের দোষঃ করিয়া তাহার তোষঃ আজ্ঞাদিল যাইতে সাগরে ॥৩৩॥ কালি
কহে অন্য স্থানেঃ গরুড নাহিক মানেঃ খাবে ধরি আমা সবাকারে ॥ ৩৪ ॥ পদ
চিহ্ন নাগ শিরেঃ দয়া করি দিল ধীরেঃ দেখি চিহ্ন গরুড ত্যজিবে ॥ ৩৫ ॥ শিরো
মণি কালি খুলিঃ কৃষ্ণ পদে দিল তুলিঃ ভক্তি হেতু ধারণ করিবে ॥ ৩৬ ॥ রমণক
দ্বীপ বরেঃ থাকহ সপরি বারেঃ হিংসা মতি নাকরিয় আর ॥ ৩৭ ॥ বৃন্দাবনে
হিংসা নাইঃ ইহা জানি রক্ষা পাইঃ খগ বর নাকরে আহার ॥ ৩৮ ॥ এক মীন
ভোজনেতেঃ শাপ দিল ঋষি তাতেঃ তদবধি গরুড নাখায় ॥ ৩৯ ॥ দশম ভাগ
বত কথাঃ অপূর্ব্ব ইহার গাথাঃ কৃষ্ণ লই আনন্দ তথায় ॥ ৪০ ॥ নিশি ভরি কালি
বনেঃ বাস করে সর্ব্ব জনেঃ কৃষ্ণ লীলা কেপারে জানিতে ॥ ৪১ ॥ ক্রিয়া সমা পন
পরেঃ লোকেতে ঘোষণা করেঃ অদ্যা বধি লীলা সেই রীতে ॥ ৩২ ॥ ইতি কালিয়
দমন সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ গীত । রাগ পরজ তাল আড়া তেতালা । মম তন মন ধন পরি
জন সমর্পণ নব ঘন বরণ চরণে ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ করুণা সাগর বিপদ ভঞ্জন । দয়া
কর রাখি মনে জীবন মরণে ॥ ১ ॥ ❁ ॥ নিশি দাবানল ভক্ষণ লীলা ॥ রাগ
ঝিঝিট । তাল আড়া তেতালা ॥ কালি নাগে কৃপা করি বিদায় করিল । পরি
শ্রমে দিন গত রজনী হইল ॥ ১ ॥ মন্ত্রণা করিয়া নন্দ এস্থানে রহিল । আনন্দে
ভোজন করি সুখেতে শুইল ॥ ২ ॥ অর্দ্ধ রাত্রকালে ঘোর বাতাস উঠিল । অক
স্মাৎ বন বেড়ি অনল জ্বলিল ॥ ৩ ॥ কোন দিগে পলাইতে নাহিক পারিল ।
জাগিয়া জাগায় নন্দ আত্মীয় সকল ॥ ৪ ॥ কংসের উপাধি গোপ মনেতে বুঝিল ।
আপদে সহায় লাভ নিতান্ত জানিল ॥ ৫ ॥ শ্রীকৃষ্ণ জীবন ধন সঙ্গে সর্ব্ব কাল ।
হেতা কিকরিতে পারে দুর্জ্জয় অনল ॥ ৬ ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে গোপ গোপী কুল
। যশোদার কোলে কৃষ্ণ জাগিয়া বসিল ॥ ৭ ॥ কায় মন বাক্য সহ ফুকার শুনিল
। অভয় প্রদানে হরি সবে থামা ইল ॥ ৮ ॥ তেজের আধার রূপ তেজেতে ধরিল
। দাবাগ্নি বিসম জ্বালা আকর্ষি লইল ॥ ৯ ॥ দিবসে গরল নাশে রাত্রে দাবানল ।
ধন্য ধন্য ব্রজ বাসী সদাই মঙ্গল ॥ ১০ ॥ প্রেমেতে কৃষ্ণকে কোলে করি গোপী জাল

। আনন্দে সজল নেত্র প্রেমে ঢল মল ॥ ১১ ॥ প্রভাতে উঠিয়া সবে বৃন্দাবন গেল
। আনন্দ উৎসব করে পাইয়া কুশল ॥ ১২ ॥ গীত । রাগিনী ঝিঝট তাল আড়া
তেতালা । কিদিয়া তুষিব তোরে পরাণ কানাই । কোন তপে ব্রজ ভূমে পায়্যাছি
সবাই ॥ ১ ॥ তিল আধ নাদেখিলে চেতন হারাই । সমুখে দাঁড়াও দেখি বলিহারি
যাই ॥ ২ ॥ ❁ ॥ শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীবলদেব আগমন । রাগিনী আলৈয়া । তাল
এক তালা ॥ মঙ্গল আরতি করিঃ বলরামে করে ধরিঃ রোহিণী বসায় কৃষ্ণ কাছে ।
রজতের কল্প তরুঃ সকল রূপের গুরুঃ তিন লোকে হেন কেবা আছে ॥১॥ সুধার সা
গর ছানিঃ মনোহর রূপ খানিঃ নিরমিল নিধি কোন বিধি । নীলাম্বর সাল কাছেঃ
নীল তাজ শিরে আছেঃ হেরি গেল মনের উপাধি ॥ ২ ॥ হরি হর ছিল ভিনুঃ
যোযেছের এক তনুঃ সেই মত রূপ পরি পাটি । রামকৃষ্ণ দুই ভাইঃ শোভা করে
এক ঠাইঃ আনি মিখে দেখ নেত্র দুটি ॥ ৩ ॥ মিছিরি মাখন ছানাঃ মেওয়া যুক্ত
দুগ্ধ নানাঃ হালুকা ফুলুকা রুটি ফাঁপা । রাখিয়া কণক থালেঃ চাঁদ মুখে দেয়
তুল্যাঃ রাণী বলে খাও দুই বাপা ॥ ৪ ॥ দুই ভাই দুই কোলেঃ ধরিয়া রাণীর
গলেঃ দুই ভাই চোষে দুই মাই । যেমন সুমেরু ঘেরিঃ হিমালয় নীল গিরিঃ সেই
শোভা করে দুই ভাই ॥ ৫ ॥ বজ্রী নীল মণি আভাঃ কণক লতায় শোভাঃ দুই
ভাই শোভে রাণী কোলে । যেদেখে একই বারঃ জিতেনা পাসরে আরঃ তুলনা
নাহিক ভূমণ্ডলে ॥ ৬ ॥ উত্থান ভোগের পরেঃ সব সখা আসি ঘরেঃ করিল নূতন
লীলা রঙ্গ ॥ ভাই ভাই দেখা দেখিঃ মৌলিয়া পরম সুখীঃ উত্থানের লীলা কৈল
সাঙ্গ ॥ ৭ ॥ সংক্ষেপে শিশুর নামঃ পুরাইতে মনস্কামঃ আশা করি করিতে বন্দন
। কৃষ্ণ সখা অসমারঃ নাম নাহি জানি তারঃ শক্তি মত দ্বাদশ গণন ॥ ৮ ॥ ❁ ॥
শিশু সঙ্গে খে ॥ । রাগিনী বেলাওর তাল আড়া তেতালা । শ্রীদাম সুদাম আর
শ্রীসুবল দাম সুপারশ সুন্দর চন্দ্রভান শুভঙ্গম ॥ ১ ॥ বীরভান সূর্য্যভান বসু
রত্ন ভান । বহু শিশু খেলা দ্রব্য আনিল সমান ॥ ২ ॥ খেলাড়ি দেখিয়া কৃষ্ণ
আনন্দ অপার । সিংহাসন ছাড়ি কোলা কুলি পরস্পর ॥ ৩ ॥ রাম কৃষ্ণ দুই
ভাই সম বেশ ধরে । দ্বাদশ গোপাল সঙ্গে বাল্য খেলা করে ॥ ৪ ॥ জগত নাচায় যা

ব্রজে আপনি নাচিল। ইচ্ছাময় স্বেচ্ছা চারী বাসনা সাধিল ॥ ৫ ॥ সুকোমল কমল দল রাণী বিছাইল। তার মধ্যে সখা সহ খেলিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ কার হাতে দাঁড়া গুলি চরখি ফিরকি। রঙ্গিন লাটিম বুঙ্গী ভাঁটা রাম চাকি ॥ ৭ ॥ কেহ লয় টুসি লাটু আর ঝুম ঝুমি। ঘুন ঘুনা বজ্র বাটু খেলে ঝুমি ঘুমি ॥ ৮ ॥ কহে কৃষ্ণ এই খেলা কর নিবারণ। খেলিব পুতুল লৈয়া করহ সাজন ॥ ৯ ॥ পঞ্চ মুখ বেদ মুখ সহস্র লোচন। ছয় মুখ করি মুখ পুতলি শোভন ॥ ১০ ॥ সুরা সুর অব য়ব রচে নানা ভাঁতি। স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে যতেক আকৃতি ॥ ১১ ॥ বেদ পুরাণেতে যত লীলা লেখা আছে। পুতলি খেলায় কৃষ্ণ মাতা পিতা কাছে ॥ ১২ ॥ হাসায় কাঁদায় কভু কভু করে নাশ। রাজা পুজা করে কভু কারে দেয় ফাঁশ ॥ ১৩ ॥ কারে স্বরগ কারে নরক কারে মুক্তি দেয়। দেখিয়া শিশুর খেলা সবে মুগ্ধ হয় ॥ ১৪ ॥ ভাবি যত লীলা খেলা খেলিল সকল। হেন কালে রাই আসি দেখিয়া বিকল ॥ ১৫ ॥ চতুর্মুখ ব্রহ্মাণ্ডেতে যে ছিল রচন। খেলায় রচিল তাহা লৈয়া সঙ্গিগণ ॥ ১৬ ॥ ইহার বিস্তার লেখা কেপারে করিতে। কিঞ্চিৎ রচনা ব্যাস কৈল পুরাণেতে ॥ ১৭ ॥ যাহার সন্দেহ হয় দেখহ তাহাতে। অতি ক্ষুদ্র জীব আমি কিপারি কহিতে ॥ ১৮ ॥ সঙ্গিনী সহিত প্যারী তড়িত জিনিয়া। দেখিয়া রহিল কৃষ্ণ খেলা পাসরিয়া ॥ ১৯ ॥ ত্রিভুবনে যত রূপ বিধাতা রচিল। শ্রীমতীর পদ রজে সব লুকাইল ॥ ২০ ॥ ❀ ॥ গীত টপ্পা রাগিনী জঙ্গলা তাল সম ॥ রাধা রূপ ভুবন মোহন করিল। ব্রহ্মাণী ইন্দ্রানী হর রমণী জিনিয়া রূপ খানি। হরি চিত হরণ করিল ॥ ❀ ॥ রাধা উক্তি। রাগিনী দেশু গিরি তালসম। রাই বলে জানি আমি। যেখেলা খেলিলে তুমি। সব পুরাতন ॥ নব খেলা জান যদি। খেল ওহে গুণনিধি। শুণহ বচন ॥ ১ ॥ যাহা চাহ তাহা দিব। নতুবা জিনিয়া লব। বসন ভূষণ। মৃদু বোলে বলে হরি। আন তব সহচরী। খেলিব নূতন ॥ ২ ॥ ললিতা বিষখা সখী। শশী কলা সুধা মুখী। সুভামা সুমতি। চন্দ্রাবলী চিত্রলেখা। চন্দ্র মুখী সূর্য্যরেখা। যমুনা সুনতি ॥ ৩ ॥ দ্বাদশ সঙ্গিনী লৈয়া। চিবুকেতে হাত দিয়া। কহে মৃদু বাণী। খাবার আন্যাছি আমি। আগে কিছু খাও তুমি। শুণ প্রাণ মণি ॥ ৪ ॥ যাহা

মনে বাঞ্ছা ছিল। তাহা পূর্ণ বিধি কৈল। কৃষ্ণ মনে হাসে ॥ সকল বালক মেলি। খাইলেন বনমালী। পরম উল্লাসে ॥ ৫ ॥ সংক্ষেপে ভোজন লীলা। কৈল ব্রজ শিশু লীলা। পরম আনন্দে ॥ দেখি সুখী গোপগণ। কৃষ্ণেতে মজিল মন। সুখী ভক্ত বৃন্দে ॥ ৬ ॥ ॥ রাধার পদ ধূলিতে নূতন ব্রহ্মাণ্ড নট খেলা ॥ টোড়ি রাগিনী। তাল সম। সুবল বলে নূতন খেলা খেলাইতে হবে। গোপিনীর সঙ্গেপণ এবার জানা যাবে ॥ ১ ॥ যার ঘটে যত বুদ্ধি ভাই করহ রচন। কৃষ্ণ কহে নবনট খেল মীলসা সর্ব্বজন ॥ ২ ॥ সুদাম কহিছে মধ্যে রাখ বিনোদিনী। রাধা পদ ধূলি লৈয়া বনাইব নানা প্রাণ প্রাণী ॥ ৩ ॥ তখনি আসিয়া রাই তার মধ্যে দাঁড়াইল। ভুগলামি জানা যাবে মিছা রাধিকা বলিল ॥ ৪ ॥ রাখাল শুনিয়া কহে রাই দেখ বিদ্যমান। চরণ ধূলায় তব জগৎ করিব নির্ম্মাণ ॥ ৫ ॥ এক শিশু পদ ধূলি নিজ করে করিলয়। ফুক দিয়া নীল পীত চাঁদ গগণে উড়ায় ॥ ৬ ॥ পুন এক ধূলি লই ফুক দিয়া উড়াইল। কত শত ভানু তায় নানা রঙ্গের হইল ॥ ৭ ॥ শুক্র আদি নব গ্রহ তারা এক রূপ ধরে। এক ধূলি লৈয়া শিশু নানা রঙ্গ তারা করে ॥ ৮ ॥ শত মুখ বহু মুখ পদ ব্রজেতে বনায়। চলাচল দেবা সুর শিশু রচিল ধূলায় ॥ ৯ ॥ নূতন ব্রহ্মাণ্ড রচে রাধা পদ ধূলি লৈয়া। সকল রাখালে দিছে গগণেতে উড়াইয়া ॥ ১০ ॥ জীব জন্তু ধাতুময় আর রত্নময় তনু। কত কোটী বনাইল করেলই পদ রেণু ॥ ১১ ॥ আকাশ ভরিয়া উড়ে শিশু যতেক রচিল। ধূলি কিম্বা হস্ত গুণ অন্য কেহ না বুঝিল ॥ ১২ ॥ রাধা বলে ইকি খেলা কৃষ্ণ সখা খেলাইল। পায়ের ধূলায় মন একি আশ্চর্য্য করিল ॥ ১৩ ॥ হাসি হাসি কৃষ্ণ কহে রাধা খেলায় হারিলা। বস্ত্র ভুষা দিয়া যাও নেঙ্গটা হৈয়া ঘরে চলসা ॥ ১৪ ॥ ললিতা বলয়ে রাই কেন মিথ্যা ভয় কর। জিতের উপরে জিত অদ্য করিব তোমার ॥ ১৫ ॥ নিজ শক্তি ভুলি রাই কিছু নাদিল উত্তর। সখী জানে সব তত্ব ভক্তি গুণে তৎপর ॥ ১৬ ॥ তখন ললিতা বলে কৃষ্ণ যাহা বনাইলে। এই মত চিরকাল তুমি রাখিতে পারিলে ॥ ১৭ ॥ তবে মানি নব খেলা এই ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে। কৃষ্ণ কহে শুণ সখী যাহা হৈল পদ ধূলে ॥ ১৮ ॥ কেন নারহিবে স্থির যদি দোষ নহে কুলে। সতীর

চরণ রজে যাহা বলিয়াছে মূলে ॥ ১৯ ॥ শুণিয়া ললিতা তত্ত্ব কৃষ্ণ দোষ দেয় কুলে। রাখালে নাশুণে বস্তু হারাইতে চাহে স্থুলে ॥ ২০ ॥ রাধা নাম লৈয়া সখী মনে ক রিল বিচার। বুহ্মাণ্ড বাহিরে রাখা এই বিহিত ইহার ॥ ২১ ॥ নাথাকিলে দুষ্ট বান কৃষ্ণ খেলায় হারিব। জিত জন্য পণ তবে আর লইতে নারিব ॥ ২৩ ॥ রাধা নামে হুহুঙ্কার সখী যবে উচ্চারিল। ধূলার রচিত বস্তু বুহ্মাণ্ড বাহিরে গেল ॥ ২৩ ॥ নব খেলা হইলনা হাসি বলে সখীগণ। ধরিয়া কৃষ্ণের হাত রাই কহে দেও পণ ॥ ২৪ ॥ রাধা নাম গুণ দেখি কৃষ্ণ অস্থির হইল। নিজ শক্তি ভুলি কৃষ্ণ অধিক মানিল ॥২৫॥ রাম বলে হারিজিত সব আমি জানি ভাল। বুহ্মাণ্ড বাহিরে রাখি কেন কর মিছা ছল ॥ ২৬ ॥ বালক বালিকা মীলি সবে সমাধা করিল। হারি জিতে কার্য্য নাহি দুই গুণ জানা গেল ॥ ২৭ ॥ রাম কৃষ্ণ বুজ মাঝে দুই খেলাড়ি সমান। সখী সখা সহকারি খেলাবার সন্ধিজান ॥ ২৮ ॥ মায়াতে করিল কৃষ্ণ সবাকারে জুবি ভোল। সকলে বুঝিল শিশু জানে ইন্দ্রুজাল ভাল ॥ ২৯ ॥ যুগল সভার গুণ জানে নিজ ভক্ত গণ। মনেতে বন্দনা করে শ্রীরাধা কৃষ্ণ চরণ ॥ ৩০ ॥ ❁ ॥ কৃষ্ণ নৃত্য। মাইউর রাগিনী। তাল এক তালা ॥ রাণী বলে খেলা সাঙ্গ হৈল পরি পাটী। সবে মেলি নাচ বাপা দেখি এক ঘটী ॥ ১ ॥ তম্বুরা সেতার বীণা কানুন দোতারা। কপিলাস পিনাকাদি অতি মনো হরা ॥ ২ ॥ বেহালা সারিন্দা আর সারঙ্গী র বাব ॥ নফরি মোরচঙ্গ বাঁশী মীলাইল সব ॥ ৩ ॥ মৃদঙ্গ ঢোলক আর তুবল খঞ্জ রি। এক স্বরে মীলাইল সহিত বাঁশরী ॥ ৪ ॥ খট তাল মন্দিরায় তাল নিরূপণ। থাকি থাকি সিঠি দেয় শামার সমান ॥ ৫ ॥ একইশ প্রকার যন্ত্র বাজে তাল মানে। গন্ধর্ব্ব জিনিয়া শিশু বাজায় সঘনে ॥ ৬ ॥ প্রথমে বাজায় তাল যন্ত্রের স হিত। এক দুই তিন চারি তাল সুললিত ॥ ৭ ॥ সুর ফাক্তা ঝপ তাল আড়া চৌ তালা। মধ্যমান ফরদস্ত সওয়ারি বিমলা ॥ ৮ ॥ বুহ্ম রুদ্র সম তাল ধামার চলতা। ভীম পশতো আড়া যতি তেওট পড়তা ॥ ৯ ॥ উণকোটী তাল মধ্যে এক ইশ বাজিল। প্রতি তালে ভিন্ন ভিন্ন লহরা মীলিল ॥ ১০ ॥ খট তাল মন্দী রায় তান পরি মান। সুখড বালক দেয় নাহি যায় মান ॥ ১১ ॥ লহরা মঙ্গলা চার নানা

তালে সাঙ্গ। নাচনের গত বাজে মধুর তরঙ্গ ॥ ১২ ॥ মীলিত যন্ত্রের ধ্বনি সুনাদ উঠিল। পশু পক্ষ জীব জন্তু মোহিত হইল ॥ ১৩ ॥ এক তালে যোড়ে যোড়ে না চে শিশুগণ। তার মধ্যে রাম কৃষ্ণ নাচে দুই জন ॥ ১৪ ॥ গতনাচি পশতো নাচে আঁকা বাঁকা করি। সঙ্গিত মোহিত নাচ করে মনো হারি ॥ ১৫ ॥ মৃদঙ্গতে বাজে বোল সকল অক্ষরে। লেখা নাহি যায় তাহা কহ মুখ ভরে ॥ ১৬ ॥ মস্তকে মোহন পাগ নাচে কাহরওয়া। কর কটী হেলাইয়া নাচে লঙ্গরুয়া ॥ ১৭ ॥ এই ভঙ্গী দেখি রাই কহে রঙ্গে কথা। আর নাচ্য কায নাই পাবে পায় ব্যথা ॥ ১৮ ॥ বেতালে নাচিয়া তব মনে দুখ ছিল। সুতালে নাচিয়া এবে লোকে দেখা ইল ॥ ১৯ ॥ কত শত রঙ্গে ভঙ্গে নাচিল শ্রীহরি। চতুরা নায়িকা জানে ইহার চাতুরী ॥ ২০ ॥ নাচিতে ঘর্ম্মের বিন্দু গগণে উঠিল। গ্রহ তারা হৈয়া বিন্দু গগণে রহিল ॥ ২১ ॥ শ্যাম অঙ্গ আভা যায়্য আকাশে পশিল। নীলাকাশ স্থির হৈয়া গগণ শোভিল ॥ ২২ ॥ সেইহৈতে অদ্যাবধি আছে বিদ্যমান। অজ্ঞানে নাজানে তত্ব জানে জ্ঞানবান ॥ ৩৩ ॥ কৃষ্ণের নাচন সহ নিজ সখা গণ। অনন্ত অসাধ্য মানে করিতে বর্ন্তন ॥ ২৪ ॥ গলিত প্রেমের ধারা যশোদা নয়নে। ধায়্য যায়্য কোলে করে চুম্বিয়া বদনে ॥ ২৫ ॥ গলা ধরি মাকে বলে শুণ গো জননী। রাধাকে নাচিতে কহ লইয়া সঙ্গিনী ॥ ২৬ ॥ অপ্সরী কিন্নরী নাচে নাচে দেব নারী। নাচন নারীর ধর্ম্ম স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি ॥ ২৭ ॥ রাধার নাচন মা তা কভু দেখ নাই। তব আজ্ঞা পাবা মাত্র নাচিবেক রাই ॥ ২৮ ॥ শ্রীমতী শুণিয়া কহে শুণ নন্দরাণী। নাচন নারীর ধর্ম্ম তাহা আমি জানি ॥ ২৯ ॥ তাল যন্ত্র বাজাইতে পুরুষের ধর্ম্ম। তব পুত্রে ভার দেহ বাজাবার কর্ম্ম ॥ ৩০ ॥ স্বীকার করিল কৃষ্ণ মনোনীত জানি। সুমধুর যন্ত্রে সুর বান্ধিল আপনী ॥ ৩১ ॥ নব নব লহরায় মৃদু তালমানে। লইয়া সঙ্গের শিশু বাজায় মোহনে ॥ ৩২ ॥ ময়ূরী চকোরী নৃত্য চৌষষ্ঠি কলায় ॥ সখী অঙ্গে কর রাখি কৃষ্ণেরে দেখায় ॥ ৩৩ ॥ চঞ্চলা চাতকী গতে চরণ হেলায়। একে একে চরণতে ঘুঙ্গুর বাজায় ॥ ৩৪ ॥ অলিজাল ধ্বনি জিনি মৃদুধ্বনি তায়। ব্রজ কুল শুণি ধ্বনি শুণা জুড়ায় ॥ ৩৫ ॥ খঞ্জনী হংসিনী গত নাচে পুনরায়। এই নাচে কত কলা

বলা নাহি যায় ॥ ৩৬ ॥ মোহনী মোহনী গত নয়ন ভঙ্গিতে। কত ভঙ্গি করি নাচে মোহন মোহিতে ॥ ৩৭ ॥ কর প্রসারণে কোটি বিজলি খেলায়। হাসিতে সুধার ধারা সদা বরিষয় ॥ ৩৮ ॥ নয়ন সাগরে দেখ ইন্দীবর শোভা। সরোজ প্রকাশ করে কৃষ্ণ অলি লোভা ॥ ৩৯ ॥ কণক লতায় যেন মুক্তা ফলি ফুলে। ঘর্ম্ম বিন্দু শোভা হেন শ্রীমুখ মণ্ডলে ॥ ৪০ ॥ নাসায় বেসর দোলে শশাঙ্কে খেলায়। চলিতে চরণ তলে কমল ফুটায় ॥ ৪১ ॥ চতুর চাতুরী গত নাচিল নূতন। বলিহারি যায় সবে করি দরশন ॥ ৪২ ॥ রাই কহে একা তুমি বাজাও বাঁশরী। একেলা নাচিব আমি তব মুখ হেরি ॥ ৪৩ ॥ রাই মুখ হেরি কৃষ্ণ মুরলী বাজায়। শ্রীরাধা শ্রীরাধা জয় রাধা বলি গায় ॥ ৪৪ ॥ কোকিলের স্বর জিনি প্রিয়সী সুস্বরে। জয় কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ প্রাণনাথ বরে ॥ ৪৫ ॥ সখা সখী সবে মীলি ধরি করে কর। ঘুরিয়া বেড়িয়া নাচে অতি মনোহর ॥ ৪৬ ॥ নারদ সারদা জিনি রাস কেলি স্বরে। জয় রাধা কৃষ্ণ তালমানে গান করে ॥ ৪৭ ॥ মুক্তি পদ নাহি চাহি সদা দাস হব। রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ এই নাম গাব ॥ ৪৮ ॥ ● ॥ গীত রাগিনী দেব গান্ধার তাল আড়াতেতালা ॥ ব্রজবাসী আনন্দে বিভোল। হেরি দোঁহা কার নাচন অমোল ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ কিবা পদ তলঃ কিবাসে কপোলঃ রূপের বাজারে রূপ গণ্ডগোল ॥ ১ ॥ ঘটার ছটায়ঃ বিজরি ফাটায়ঃ উভয় লোচন সরোজ বিলোল ॥ ২ ॥ ● ॥ গোয়াল ভোজন। রাগিনী মঙ্গল তাল একতালা ॥ নাচন গাওন হইল ভঙ্গ। অবাক হইল দেখিয়া রঙ্গ ॥ রোহিণী করিল রন্ধন সাঙ্গ। ভোজনে চলিল শিশু তরঙ্গ ॥ ১ ॥ শাকের প্লাকড়ি বিবিধ ভাজা। শাক চড়চড়ি অম্বল তাজা। শাকের রায়তা খাড়ার মজা। সড় সড়ি বড়িঘণ্টের রাজা ॥ ২ ॥ ডালনা শুকুতা দলমা ঝোল। ঝাল তরকারি সুপক্ক কোল। ফুলেতে মূলেতে রান্ধে অম্বল। অলাবু বার্ত্তাকু আলু পটোল ॥ ৩ ॥ বেসন পোলাও মুগ কলিয়া। নানা বিধি দাঁলি খাটাই দিয়া। মিঠা কুমুড়া বড়ি মীলাইয়া ॥ কেসুর সিঙ্গাড়া রান্ধিল ধিয়া ॥ ৪ ॥ মর্সালা সহিত খিচড়ি ভাত। মানকচু মূলা থোড়ের সাত ॥ খিচড়িতে দিল দধির মাত। অতুল খিচড়ি ঘৃতের পাত ॥ ৫ ॥ ভাত নানা রঙ্গ কেশর যুক্ত। দধি মিঠাজাতে

মলাই ভুক্ত। নানা মিঠা ভাত মেওয়াতে লিপ্ত। সোনার রূপার তবকে কোপ্ত ॥ ৬ ॥ কড়ি বড়া ভাজা বিবিধ জাতি। কাঞ্চন কলিকা পাকড়ি ভাঁতি। রান্ধিল রোহিণী সহ শ্রীমতী। পায়স বিলাস কর্পূর কাতি ॥ ৭ ॥ বহু পরিপাটী করিল রুটি। পোদিনা ছোহারা শিলেতে বাটি। করিল চাটনি মনেতে রটি। পূরিল সকল কণক বাটি ॥ ৮ ॥ বাটি পূরি ঘৃত আচার নানা। অনেক ব্যঞ্জন নাযায় জানা ॥ পিঁড়িতে বসিতে হয় ঘোষণা। বসিল বালক করি মন্ত্রণা ॥ ৯ ॥ গোষ্ঠেতে যাইতে রন্ধন ত্বরা। অলপ ব্যঞ্জন হইল সারা। প্রবীনা গোপিনী পরশে তারা। খাইছে রাখাল অমৃত পারা ॥ ১০ ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলাই লইয়া সখা। আসনে বসিয়া করিছে লেখা। ক্রমে খাও ভাই নাযাবে রাখা। প্রসাদ মহিমা বেদের ভাষা ॥ ১১ ॥ আপখোরা ঝারি ডাবর বামে। জননী যশোদা বাঁটিল সমে। সুগন্ধি গামছা রাখিল তায়। ভোজন করিল ব্রজের রায় ॥ ১২ ॥ ● ॥ প্রাতের ভোজন লীলা সাঙ্গ ॥ ● ॥ ● ॥ তাম্বূল চর্ব্বণ লীলা রাগিনী শ্রীগান্ধার। তাল আড়া তেতালা। ভোজন দেখিয়া তৃপ্তি হয় সবাকার। কিকব রাণীর পুন্য মহিমা বিস্তার ॥ ১ ॥ রাণী পদ ধূলি লৈয়া যাই বলিহার। এতিন ভুবনে আমি পাইব নিস্তার ॥ ২ ॥ সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবে অন্ন করে দান। সেই প্রভু কৃপা করি নন্দের নন্দন ॥ ৩ ॥ জগতের সত্য রূপ পূর্ণ ব্রহ্ম নাথ। ভোজন করেণ প্রভু ব্রজ শিশু সাত ॥ ৪ ॥ পরিবার সহ আমি লইল শরণ। যাকর করুণা নিধি তুমি মন প্রাণ ॥ ৫ ॥ লবঙ্গ এলাচি খর জত্রী জায়ফল। কর্পূর গুবাক সাঁচি কাফুরি তাম্বূল ॥ ৬ ॥ রাঁধনি ধনিয়া মৌরি জোয়ানী সহিত। পাথরের চুনা সহ তাম্বূল রচিত ॥ ৭ ॥ দারুচিনি কস্তুরীতে করে বহু খিলি। গোলাব আতর মাখি করে কতগুলি ॥ ৮ ॥ দক্ষিণী সুপারি গোরি শীতল চিনিতে। কত ভাঁতি বিড়া রাই করে নিজ হাতে ॥ ৯ ॥ জ্যেষ্ঠ মধু বিড়ঙ্গেতে মসালা অনেক। কেয়াখরে ফুল করি যোগায় সেবক ॥১০॥ রতন বাটায় রাখিরাই দেয়তুলি। তাম্বূল চর্ব্বণে কৃষ্ণকরে নানাকেলি ॥১১॥ ছোট জিরা কমলাতে বচের সহিত। অপূর্ব্ব মসালা বহু কটরি পূরিত ॥১২॥ তাম্বূল ভোজন লীলা বিবিধ কৌতুক। দেখিয়া জুড়ায় আঁখি হৃদয়েতে সুখ ॥১৩॥

সকল দেশের ভাষা কৃষ্ণ সুখ মানি। অতএব দোষা দোষ ভাষায় নাজানি ॥ ১৪ ॥ সর্ব্ব রসে কৃষ্ণ লীলা ভক্ত মনোহারী। এইজন্য তিন লোকে করেণ বেহারী ॥ ১৫ ॥ ক্ষণেক্ষণে নবলীলা প্রিয়সীর সঙ্গে। কোটী জন্ম কর্ম্মফলে দাস দেখে রঙ্গে ॥১৬॥ তাম্বূল লীলা সাঙ্গ ॥৩॥ গোষ্ঠ গমন বেশ রাগ কামোদ তাল আড়াতেতালা। চল চল ভাই চল গোচারণের বেলা হৈল। আপন আপন ধেনু লৈয়া সকল রাখাল আইল ॥ ধুয়া ॥ ৩ ॥ বলাই বলে আগে দেও কৃষ্ণ সাজাইয়া। যশোদা লাগিল বেশদিতে বনাইয়া ॥ ২ ॥ রোহিণী বনায়বেশ রামকে লইয়া। রজত শেখর যেন রহে দাঁড়াইয়া ॥৩॥ কৃষ্ণ কহে সমবেশ সকলে হইব। নতুবা একাকী বেশ আমি না করিব ॥৪॥ যশোদা কহেন বাছা কমি কিছু নাই। একে একে সম বেশ দিবরে বনাই ॥ ৫ ॥ রতন নূপুর পরাইল কৃষ্ণ পায়। চরণ হেলনে বাজে শ্রবণ জুড়ায় ॥ ৬ ॥ গুজরি ঘুঙ্গুর যুক্ত উপরে পঞ্চম। ত্রিলোক মোহনশোভা হয় মনোরম ॥ ৭ ॥ চপলা ছানিয়া পীত জাঙ্গিয়া পরায়। নানারঙ্গ ধড়া তায় সুচাঁদ খেলায় ॥ ৮ ॥ কমরেকছনি বাঁধে রামধনু জিনি। ঘরে ঘরে চন্দ্র হার রতন কিঙ্কিণী ॥ ৯ ॥ বিচিত্র আলফি গলে পৃষ্ঠেতে বসন। তিনলোকে যত বস্তু তাহাতে লিখন ॥ ১০ ॥ বৈজয়ন্তী বনমালা মোহন গলায়। মুকুতা রতন হার ক্রমেতে পরায় ॥১১॥ মাঝে মাঝে গুঞ্জামালা উড়ুপ খেলায়। রক্ষার্থে বাঁধিল বদিভয় হরে তায় ॥ ১২ ॥ নরত্ন গাথিয়া কণ্ঠী কৌস্তুভ ধুক ধুকি। শ্যাম অঙ্গে যেই শোভা তুলনা দিবকি ॥ ১৩ ॥ কমল করে কনিষ্ঠায় রতন অঙ্গুরী। অরুণ কিরণজিনি প্রকাশ মাধুরী ॥ ১৪ ॥ নীলাকাশ বেড়া যেন গ্রহ তারাগণ। কর বালা দীপ্তকরে শ্যামাঙ্গে তেমন ॥১৫॥ গ্রহ ভয় নিবারিতে নরত্ন পরায়। বাহুদ্বয়ে ভুজ বন্ধ রাধিকা সাজায় ॥ ১৬ ॥ চিবুকে চিবুক দিল নাকেতে বেসর। চাঁদ যেন খসি পড়ে মেঘের ভিতর ॥ ১৭ ॥ মকর কুণ্ডল কাণে ঝুমুকা সহিত। হীরা লাল মণি জড়া যুবতি মোহিত ॥ ১৮ ॥ চম্পক কলির মত রতনের কলি। থরে থরে মন মত যশোদা গাথলি ॥ ১৯ ॥ ময়ূরের পিচ্ছ দিয়া চূড়ার রচন। তার নীচে রত্ন কলি করিছে সাজন ॥ ২০ ॥ বাদলা রেসম দিয়া ফুঁদনা রচিল। মুকুতার মালা দিয়া চূড়াটি বান্ধিল ॥ ২১ ॥

দুইপাশে লটকন তোর্‌রায় দুলিছে। ভুবন মোহন বেশ রাণী সাজাইছে ॥ ২২ ॥ রাণী বলে রাধে তব হাত কমনীয়। মাথায় নাবাজে বেণী ধীরে বনাইয় ॥ ২৩ ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ পরশিতে হৃদয়ে উল্লাস। গৃথিল ত্রিবেণী ধনী জিনি ফণী পাশ ॥ ২৪ ॥ ক্ষুদ্র মোতি নয় ফুল মাঝে সারি সারি। দিয়া রাই কহে কৃষ্ণ ফির মুখ হেরি ॥ ২৫ ॥ অলকা তিলক রাই দেয় নিজ হাতে। আপনি সাজায় রাই আপনা ভুলাতে ॥ ২৬ ॥ লকুট পাচনি আর সজ্জা খেলিবার। ধড়ায় গুঁজিল কতলৈন করি ভার ॥ ২৭ ॥ এক করে নিল বাঁশী আর করে ছাতি। গোধন চরাইতে যায় অখিলের পতি ॥ ২৮ ॥ অভয় পাপোশ পায় শ্রীদাম পরায়। রাখালের স্নেহ দেখি রাণী সুখ পায় ॥ ২৯ ॥ রোহিণী রামের বেশ কৈল কৃষ্ণ মত। বসন ভুষণ মাত্র অঙ্গের সম্মত ॥ ৩০ ॥ শ্রীদাম সুদাম দাম সুবল প্রভৃতি। সাজাইল নন্দ রাণী কৃষ্ণের আকৃতি ॥ ৩১ ॥ কোটী কোটী দেব দেবী ধ্যানে নাহিপায়। সেপ্রভু নন্দের ঘরে গোধন চরায় ॥ ৩২ ॥ শ্রীব্রজ বাসীর দাস হৈতে সাধ হয়। কিকব কর্ম্মের দোষ হওয়া নাহিযায় ॥ ৩৩ ॥ রাণী কৃত বেশ লীলা সাঙ্গ ॥৩॥ গোষ্ঠের গমন ওভাণ্ডীর বনে খেলা। রাগিনী সারঙ্গ। তাল মধ্যমান। সাজায়্যা রাখাল বেশ। হরিল মনের ক্লেশ। নন্দঘোষে আনিয়া দেখায় ॥ মাধবী মুঞ্জরী শ্রেণি। নন্দ কাণে দিল আনি। নিরখিয়া হৃদয় জুড়ায় ॥ ১ ॥ সাজাইয়া ধেনুগণ। করিলেন সমর্পণ। গণি দিল কৃষ্ণ হাতে হাতে॥ সকল রাখাল ঘেরি। আবা আবা রব করি। রাণী পদ ধূলি নিল মাথে ॥২॥ চকোরী মোহন পুরী। মোহনভোগ শর্করী। মিষ্টান্ন দিল নানা জাতি। রাখাল লইল বাঁধি। লকুট মাথায় ছাঁদী। গোঠে যাইতে দিল অনু মতি ॥ ৩ ॥ কপিলা সুরভী ধেনু। ধবলী শ্যামলী কানু। বেড়িয়া চলিল সাতে সাতে। রাখাল লীলিয়া গায়। কর তালে তাল দেয়। বলরাম বাজায় শিঙ্গাতে ॥ ৪ ॥ বৎস সহ গাবী নাচে। ফিরি ঘুরি কৃষ্ণ কাছে। ধূলা উড়িলাগে শ্যাম অঙ্গে। দেখিতে ইহা স্ব-শোভা। ব্রজ বাসী হৈয়া লোভা। চলিল রাখাল গণ সঙ্গে ॥ ৫ ॥ ছায়া করে মেঘ মালা। পৃথিবী হইল কালা। শ্যাম অঙ্গে করিল উজ্বলা। যত গোপী বিকি ছলে। রাখাল সঙ্গেতে চলে। ঘুরে গেল বিরহের জ্বালা ॥ ৬ ॥ ভাণ্ডী বনে আগে

গিয়া। কদম্বতলে দাঁড়াইয়া। মুরলীটি বাজায় শ্রীহরি। সকল রাখাল মীলি। গাবী লৈয়া করে কেলি। উপনিত ভাই ভাই করি ॥ ৭॥ বলাই খেলার গুরু। মল্ল খেলা কৈল শুরু। কেহ কেহ লাটিম ঘুরায়। কার হাতে রাম চাকি। কেহ খেলে ঝুকি ঝাকি। লম্ফঝম্প করিয়া বেড়ায় ॥৮॥ কেহ খেলে দাঁণ্ডা গুলি। কেহ করে কোলা কুলি। যোড়ে যোড়ে খেলে কোঠা কোঠি। হরিণ ধরিয়া চড়ে। কেহ বা চড়িতে পড়ে। বাঘ চাইল খেলে পরিপাটী ॥৯॥ কেহ কৃষ্ণে কাঁধে করে। কেহ বা বসন ধরে। কেহ তারে করায় ভোজন ॥ কেহ আনে ফল ফুল। কেহ আনে খাদ্য ॥ ল। এক মুখে নাহয় বর্ণন ॥ ১০ ॥ উচ্ছিষ্ট দেয় লয়। যেপায় কাড়িয়া খায়। কৃষ্ণ বল্যা নাহিক সঙ্কোচ ॥ যাহার প্রসাদ লাগি। পঞ্চ মুখ অনুরাগী। খেলিতে খাইতে বচাবচ ॥ ১১ ॥ প্রেম ধন বিলাইতে। ঘৃণা নাহি উচ্ছিষ্টেতে। এভাব জানিবে কোনজনে ॥ গোপনে হইল লীলা। ব্রহ্মা তাহা প্রকাশিলা। ব্যাস কহে কবিতা রচনে ॥১২॥ ভাণ্ডীবন লীলাখেলা। কৃষ্ণ সহ ব্রজবালা। করিলেন আনন্দ অপার ॥ সেই লীলা এই দেখ। হৃদয় মাঝারে রাখ। ভব জ্বালা নাপাইবা আর ॥ ১৩ ॥ গোষ্ঠে গমন ও ভাণ্ডী বন লীলা সাঙ্গ ॥ ❀ ॥ গোষ্ঠ হইতে কুসুম বেশে আগমন। রাগিনী পুরবী তাল আড়াতেতলা। ঘরে যাবার বেলা হৈল ভাবিত রাখাল। কার গরু কোন বনে হইল নিশাল ॥ ১ ॥ কাতর হইয়া শিশু ভয় করি মনে। চৌদিগে ধাইল সবে গাবী অন্বেষণে ॥ ২ ॥ ধাওয়াধাই দেখি রাম কহে শিশুগণে। কান্দিয়া ধরহ যায়্যা কৃষ্ণের চরণে ॥ ৩ ॥ একবার কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবে অধরে। যথা যার গাবী থাকে আসিবে সত্বরে ॥ ৪ ॥ সকল রাখাল মীলি ধরে কৃষ্ণ পায়। ধেনু বৎস আয় আয় বাঁশীতে বাজায় ॥ মোহন মুরলী শুনি যত ধেনুগণ। উচ্চ পুচ্ছ করি ধায় মুখে নব তৃণ ॥ ৬ ॥ হম্বা হম্বা রব দিয়া দেখে চাঁদ মুখ। রাখালে পাইল ধেনু আনন্দ কৌতুক ॥ ৭॥ গোষ্ঠের সঙ্কট হৈতে রাখিল কানাই। আমরা কুসুমেবেশ দিবরে বনাই ॥ ৮ ॥ রতন ভূষণ খুলি বান্ধিল ঝুলিতে। ভুবন মোহনবেশ করিতে ফুলেতে ॥ ৯ ॥ নব নব শিখী পিচ্ছ আনে কুড়াইয়া। যূথী জাতী বকুলেতে বান্ধিল গৃথিয়া ॥ মোতিয়া জিনিয়া মোতি

চূড়ার বেষ্টন । চম্পক কলিকা তায় সুবর্ণ সমান ॥ ১১ ॥ কৃষ্ণকলি থরে থরে তোরা মাধবীর। বান্ধিল নূতন চূড়া মন করি স্থির ॥ ১২ ॥ মল্লিকা মালতী দিয়া বেণী বনায়ল। গোলাব সেউতী দিয়া ঝাবাটি রচিল ॥ ১৩ ॥ রঙ্গন যূথি কাজাই কলি মীলাইয়া। অলকা গুথিয়া দিল কপালে পরায়্যা ॥ ১৪ ॥ দুই কাণে কর্ণ ফুল শিরীষ ঝুমুকা। কস্তুরী মকরা কৃতি ভুলায় নায়িকা ॥ ১৫ ॥ মোগরায় বীর বৌলি আনার কলিতে। রতন জিনিয়া শোভা কৃষ্ণের কাণেতে ॥ ১৬ ॥ মধু মালতী মল্লিকা কলি মথমল। তুলসী বাবই পত্র করিয়া মিশাল ॥ ১৭ ॥ তেনরি গুথিয়া কণ্ঠা অতি মনোরম। শ্যাম গলে চাঁপাকলি তগর কুসুম ॥ ১৮ ॥ চম্পক কলির মালা প্রথমে পরায়। শ্বেত লাল গোলাবি করবী কলি তায় ॥ ১৯ ॥ তার নীচে কেলিকদম্ব মোহন মালা। তার নীচে বনমালা নানা পত্রে করে খেলা ॥ ২০ ॥ পরাইল চাঁদ মালা চন্দ্র মল্লিকায়। নাগেশ্বরে গাথে মালা তারার উদয় ॥ ২১ ॥ তারনীচে তেনরি মোতির মালা দিল। গোলাব সেউতী মীলি মালা পরাইল ॥ ২২ ॥ তুলসী মুঞ্জরী সহ কমলের কলি। বৈজয়ন্তী মালা গাথি পরে বন মালী ॥ ২৩ ॥ কুমুদ কহ্লার ইন্দীবর বহুতর। নানা জাতি বন ফুলে পরাইল হার ॥ ২৪ ॥ নবীন কদলী পত্রে জাঙ্গিয়া রচিল। গুল আনারের বেল কিনারি করিল ॥ ২৫ ॥ চৌফুলি করিয়া তায় দিল নানা জাতি। রাখাল ভুষিতে পরে অখিলের পতি ॥ ২৬ ॥ স্থল পদ্ম জল পদ্ম রঙ্গ নানা ভাঁতি। মৃণাল সহিত জড়া নূতন যুকতি ॥ ২৭ ॥ কদম্ব ঘণ্টিকা করি কমরে পরায়। অশোক কলির জালে কিঙ্কিণী শোভায় ॥ ২৮ ॥ কমল পাখড়ি লৈয়া গাথে পীঠাম্বর। কুসুম রেণুকা তায় রচিল বিস্তর ॥ ২৯ ॥ পৃষ্ঠেতে পরায় রাম স্নেহের প্রকাশ। কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ পাই সুমন উল্লাস ॥ ৩০ ॥ নবীন মৃণাল দিয়া রচিল বলয়। কুসুম কলিকা নানা ভাঁতি দিল তায় ॥ ৩১ ॥ নব রঙ্গ ফুল দিয়া করে নবরত্ন। ভক্তাধিক গোপ বালা করি মনে যত্ন ॥ ৩২ ॥ চৌফুলি রঙ্গন ফুলে অঙ্গুরী পরায়। শেফালিকা কলি তার উপরে জড়ায় ॥ ৩৩ ॥ পদ্ম করবীর ফুল মধ্য স্থানে দিয়া। তেহারা তগর কলি বেষ্টিত করিয়া ॥ ৩৪ ॥ পারিজাতে তিন ঝাবা দিল লটকায়্যা। বাহুপরে ভুজ বন্দ দিল পরা

ইয়া ॥ ৩৫ ॥ মল্লিকার কলি আর লাল গুঞ্জা দিল। নূপুর পরাই দাম সাথ পুরাইল ॥ ৩৬ ॥ কল্পতরু ফুল দিয়া মল বনাইল। পুন্নাগের কলি দিয়া অঙ্গুরী রচিল ॥ ৩৭ ॥ বান্ধুলি গাথিয়া ঘন গুজরি পরায়। রজনীগন্ধের পঞ্চম দিল রাঙ্গা পায় ॥ ৩৮ ॥ বাঘনখী পদকেতে রতনে জড়িত। বক্ষস্থলে দিয়াছিল রাণী মনো নীত ॥ ৩৯ ॥ তাহা খুলিবক কলি সূর্য্যমুখী দিয়া। পরাইল পদক নব রাখাল মীলিয়া ॥ ৪০ ॥ কৌস্তুভ এওজে দিল কল্পতরু ফুল। মনোরথ পূর্ণ কৈল রাখা লের কুল ॥ ৪১ ॥ শ্রীদাম কাণেতে দিল তুলসী মুঞ্জরী। দেখি দেখি নাচে গায় মুখে বলে হরি ॥ ৪২ ॥ নর গশ সারি সারি গাথি পাঁচ হার। চন্দ্রহার করি দিল কমর উপর ॥ ৪৩ ॥ কুসুমে জড়িল বাঁশী সুবল আসিয়া। করে করি নিল কৃষ্ণ মধুর হাসিয়া ॥ ৪৪ ॥ বোঁট কাটি তগরের সুকলি লইল। রম্ভা সুত দিয়া তার বেসর রচিল ॥ ৪৫ ॥ তিলের কুসুম জিনি নাসিকা শোভন। বেসর পরাইল তায় করি প্রাণ পণ ॥ ৪৬ ॥ যমুনার কূলে যায়্যা জলেতে দেখয়। নিজ রূপ দেখি কৃষ্ণ উনমত্ত হয় ॥ ৪৭ ॥ শ্রীমতীকে দেখাইতে রূপ হয় মনে। চল চল বলি কৃষ্ণ ধাইল ভবনে ॥ ৪৮ ॥ বলরামে সাজাইল তার সঙ্গিগণে। পরস্পর সুসাজিল পুতি জনে জনে ॥ ৪৯ ॥ রাখাল সাজিল আর সাজাইল ধেনু। ত্রিলোক দুর্লভ লীলা করে রাম কানু ॥ ৫০ ॥ অদভুত ফুল ফলে সাজিল রাখাল। যেন ইন্দু ভানু মালা প্রকাশ বিশাল ॥ ৫১ ॥ ধন্য ধন্য ব্রজ ভূমি কোটি নমস্কার। সেই রূপ দেখি এই যাইবলিহার ॥ ৫২ ॥ গোষ্ঠেতে পুষ্প বেশ সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীমতীর রাজ পথে মীলন ॥ রাগিনী মোলতান। তাল আড়াতেতালা। কৃষ্ণ অন্বেষণে সখী লীলা গিয়াছিল। নূতন সাজন দেখি রাইকে কহিল ॥ ১ ॥ কুসুম ভূষণে কৃষ্ণ ভাল সাজিয়াছে। চল চল ধায়্যা চল দেখি গিয়া কাছে ॥ ২ ॥ তুলনা দিবার নাই কভু দেখিনাই। প্রাণ রাখি আসিয়াছি রাখাল ঠাঁই ॥ ৩ ॥ বিভোল হইল রাই ধাইয়া চলিল। কুল শীল লাজ ভয় কিছু না মানিল ॥ ৪ ॥ রাজ পথে কৃষ্ণ সঙ্গে হইল মীলন। নয়নে নয়নে প্রেম বাড়িল তখন ॥ ৫ ॥ অনিমিখে রাই হেরি শ্রীকৃষ্ণ বদন। রাই আভা কৃষ্ণ অঙ্গে বিজলি খেলন ॥ ৬ ॥

বিনা মেঘে বিজলি খেলে এই বাকে মন। রাখালে আশ্চর্য্য ভাব ভাবয়ে তখন॥৭
॥ গোপি নীর পদ্ম আখি পড়ে কৃষ্ণ অঙ্গে। বিনা সুতে পদ্ম মালা নব মেঘে রঙ্গে॥
৮॥ বালিকা বালক সব করে এই মনে। কৃষ্ণের বিবাহ দিব এই রাই সনে॥৯॥
অতুল যুগল রূপ এতিন ভুবনে। আজি হৈতে রাধানাথ বলিব বদনে॥ ১০ ॥ এই
খেলা নন্দঘরে নিশিতে খেলিব। খেলাতে বিবাহ দিব কেহ নাজানিব॥ ১১ ॥ ধ
রণী বরষে যেন অমৃতের কণা। খুর ধূলি উড়ে হেন পরশে গগণা॥ ১২ ॥ এই
কালে পুষ্প বৃষ্টি করে দেব গণে। গুপ্ত ভাবে স্তুতি করে ব্রহ্মা পঞ্চাননে॥ ১৩ ॥
দাস অনু দাস হই থাকি বৃন্দাবনে। দয়া করি রাধ নাথ পরম সুদীনে॥ ১৪ ॥
ত্রিভুবনে যত রূপ নয়নে হেরিল। রাধা কৃষ্ণ রূপ দেখি সকলি ভুলিল॥ ১৫ ॥
চতুর্দ্দিগে গোপ গোপী মধ্যে শ্যাম শ্যামা। উদয় নন্দের পুরে জগমনোরমা॥১৬॥
রাজপথে মীলন লীলা সাঙ্গ ॥ ● ॥ সন্ধ্যার সময় শ্রীকৃষ্ণ গৃহে আগমন। রাগিনী
গৌরী। তাল আড়া তেতালা ॥ যশোদা রোহিণী আর গোপের রমণী। কখন
আসিবে কহে রাম নীলমণি ॥ ১ ॥ হেন কালে উপনিত হয় যদুরায়। সকল রা
খাল সঙ্গে রঙ্গে নাচে গায়॥ ২ ॥ কুসুম কানন যেন আসিল চলিয়া। রাণী বলে
কিবা শোভা দেখল চাহিয়া॥ ৩ ॥ নিকট হইলে দেখে কুসুমে ভূষিত। রত্নাধিক
আভা যার পত্রের সহিত॥ ৪ ॥ সম বেশ সবাকার কলি ফল ফুলে। হৃদয় জুড়ায়
রাণী কৃষ্ণ লৈয়া কোলে॥ ৫॥ রোহিণী লইল কোলে আপন তনয়। সুমেরু উপরে
যেন শোভে হিমা লয়॥ ৬ ॥ আপন আপন শিশু সবে লয় কোলে। গোপ গণ
ধেনু লৈয়া গেলেন গোশালে॥ ৭॥ শত শত চুম্ব দিল কৃষ্ণের বদনে। রাণী বলে
ফুল গাথা শিখিলা কেমনে॥ ৮ ॥ রাই বলে শুণ রাণী শুনিয়া শ্রবণে। দেখিবারে
গিছিলাম যমুনার বনে॥ ৯ ॥ সকল রাখাল আর গুরু বল রাম। রতন ভূষণ
কোথা [illegible] ইল শ্যাম॥ ১০ ॥ বিশ্বকর্ম্মা হারাইল রাখাল মীলিয়া। ফল ফুল পা
তা দিয়া [illegible] গাথিয়া ॥ ১১ ॥ কৃষ্ণ অঙ্গে পরাইল মদন জিনিয়া। আনন্দে
বিভোর আমি একপ হেরিয়া॥ ১২ ॥ ঘরে লৈয়া যাও কিছু দেও খাওয়াইয়া।
চরণ ধোয়াব আমি সঙ্গিনী মীলিয়া॥ ১৩ ॥ রত্ন সিংহা সনে রাণী বসাইতে চায়

। হেন কালে এক শিশু সমুখে দাঁড়ায় ॥ ১৪ ॥ কুসুমের সিংহাসন আনিয়াছি আমি। ইহাতে বসাও কৃষ্ণে কৃপাকরি তুমি ॥ ১৫ ॥ রাণী বলে ধন্য ধন্য ব্রজ শিশু গণে। ইহা শুনি প্রেম ধারা বহিছে নয়নে ॥ ১৬ ॥ রাধিকার প্রীতি মত যশোদা করিল। মাখন মিছিরি রুটি কৃষ্ণে খাওয়াইল ॥ ১৭ ॥ চরণ ধোঁয়ায় রাধা পুরা ইতে সাধ। সিংহাসনে বসাইয়া হয় উনমাদ ॥ ১৮ ॥ নিজ নিজ দিব্যাসনে শিশু উপনিত। করিছে জননী স্নেহ নিজ নিজ সুত ॥ ১৯ ॥ আনন্দে আরতি রাণী করে নিজ করে। ষোড়শাঙ্গ ধূপ আর ঘৃত দীপ পরে ॥ ২০ ॥ কর্পূর আরতি আর করে নীরাজন। কুসুমে আরতি করে মঙ্গল কারণ ॥ ২১ ॥ যমুনার জল শঙ্খে করিয়া পূরণ। শিশুগণ মস্তকেতে করিল সেচন ॥ ২২ ॥ নিরমল শ্বেত বস্ত্রে করিনির্মঞ্ছন। গোপেশ্বরে প্রণমিয়া বৃন্দার স্মরণ ॥ ২৩ ॥ সর্ব্ব দেব দেবীকে করেণ আরাধন। কৃষ্ণের মঙ্গল কর সহ শিশুগণ ॥ ২৪ ॥ সন্ধ্যা সময় শ্রীকৃষ্ণ গৃহে আগমন লীলা সাঙ্গ ॥✽॥ ভোজন লীলা রাগিনী হাম্বির তাল আড়াতেতালা ॥ বাৎসল্য দুর্লভ ভাব বুঝাইতে লোকে। ত্রিলোক পালন কর্ত্তা তজেন মাতাকে ॥ ১ ॥ শিশুর অতুল গুণে স্নেহের বিস্তার। নিতি নিতি করে রাণী অতুল অপার ॥ ২ ॥ ক্ষুধা ছলে মায়ে ব্যস্ত করিল কানাই। সকল রাখাল মীলি হয় এক ঠাই ॥ ৩ ॥ ত্বরায় খাওয়াও রাণী খাইব সবাই। কেহ ঘরে নাযাইব রব এক ঠাই ॥ ৪ ॥ আর খেলা বাকি আছে গোঠে খেলি নাই। নিশিতে খেলিব মাই আমরা সবাই ॥ ৫ ॥ রাম বলে সত্য কথা মিছা কহে নাই। খাইলে দেখাব খেলা লইয়া কানাই ॥ ৬ ॥ রোহিণী আনিয়া পীড়ি দিল বসিবারে। মণ্ডলী করিয়া শিশু বৈসে তার পরে ॥ ৭ ॥ রত্ন যুক্ত স্বর্ণ থালি কৃষ্ণ আগে দিল। সেই মত বলরাম আপনে লইল ॥ ৮ ॥ সকল রাখাল আগে রাখিল সমান। বাটি ঘটি লোন পাত্র সুবর্ণে সমান ॥ ৯ ॥ ডেব্বা ডিব্বি আদি যত ভোজনের সাজ। সমান বাঁটিয়া নিল রাখাল সমাজ ॥ ১০ ॥ মগদ বেসন মুগ দোর্লা খোয়ালাড়ু। মতিচুর জমি কন্দ মোহন পিলাড়ু ॥ ১১ ॥ দুগ্ধ পূরি নানা জাতি মোহন কচরি। লাউ ছিম ভাণ্টা মূলী দিল তরকারি ॥১২॥ অগস্ত্য সজ্জন বড়া কুমড়া পটোল। রায়তা অনেক ভাঁতি রোহিণী

বাঁটিল ॥ ১৩ ॥ জিলাবি অমৃতি ঝিল্লি আদি রাধাসাই। হালুয়া মোহন ভোগ খোরমা মিঠাই ॥ ১৪ ॥ মিঠা ক্ষীর সিখরিন গোলাবি মলাই। গুপ চুপ বুন্দিয়াতে দুধেতে মিশাই ॥ ১৫ ॥ নিমকি মিঠাই নানা বেসনে রচিত। পাপড়া সকল দিল সমুসা সহিত ॥১৬॥ ঠেঁঠি পেঠি আমলকী করঞ্জা আচার। আমআদা কুষ্মাণ্ডের বিবিধ প্রকার ॥ ১৭ ॥ পেড়া গোল্লা মনোহরা মণ্ডা চাকি পুলি। গঙ্গাজল ক্লেশ খণ্ডি চিনির পুতলি ॥ ১৮ ॥ তক্তি ছাঁচ তিল খাজা কদমা বাতাসা। এলাদানা রেউড়িতে নিখুতি সুরসা ॥ ১৯ ॥ খাজা লাজা ঘৃতে ভাজা ঘৃতের বাবর। বাদাম চিরঞ্জী পিস্তা লওজ সুন্দর ॥ ২০ ॥ খাজুর খতাই জাম সর ভাজা ফেনি। তিখুর মীলিত ক্ষীর দুধের ফিরিণী ॥ ২১ ॥ নেমশ বাবরি আর মিঠা খোরসন। কদলীর ভাজা বড়া কালুদা সোহন ॥ ২২ ॥ আনারস বেল আম্র সেব হরীতকী। কাগজী কমলা আদা বড় আমলকী ॥ ২৩ ॥ পটোল কুমড়া আর বাতাবীর ছাল। মোরব্বা মিছিরি পাক ছোহারা মিশাল ॥ ২৪ ॥ করঞ্জা কামরাঙ্গা নোয়াড়ি জলপাই। মোরব্বা নানান জাতি সীমা দিতে নাই ॥ ২৫ ॥ খমিরি তনুরি মিঠা দুগ্ধ মালি রুটি। মাখন সহিত দিল খাদ্য পরিপাটী ॥ ২৬ ॥ শেষে বাঁটে মেওয়া ফল নানা ভাঁতি ভাঁতি। রাখাল মীলিয়া খায় সহ যদুপতি ॥ ২৭ ॥ খোরমা মনক্কা দাক মখম ফন্দন। চিল গোজা আখরোট সুপিস্তা খুবান ॥ ২৮ ॥ বাদাম আঞ্জির সেব গরি নাশপাতি। কীশমিশ আঙ্গুরাদি মেওয়া নানা জাতি ॥ ২৯ ॥ বিহিদানা বেদানা ওন্নাব আদি ফল। চারিফল দাতা যেই সেই খায় ফল ॥ ৩০ ॥ সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবে আহার যে দেয়। ব্রজ বালা সহ সেই ভোজন করয় ॥ ৩১ ॥ উচ্ছিষ্ট খাইতে দেব দেবী সর্ব্বজনে। গুপ্ত ভাবে গোপ বেশে বাস বৃন্দাবনে ॥ ৩২ ॥ নানা ভাবে কত সুর হয় পিপীলিকে। প্রসাদ লইয়া মুখে ধায় অতি সুখে ॥ ৩৩ ॥ ধরণী শীতলা হৈল উচ্ছিষ্ট পাইয়া। সব তাপ দূরে গেল পদ পরশিয়া ॥ ৩৪ ॥ সৌগন্ধি বারিতে কৃষ্ণ শ্রীমুখ ধোয়ায়। সুচারু অম্বরে রাই বদন মোছায় ॥ ৩৫ ॥ রাম আদি সব শিশু বদন ধুইল। মায়ের অঞ্চলে মুখ সবাই মুছিল ॥ ৩৬ ॥ নানা বিধি মিঠাইতে ধেনু খাওয়াইল। গোপ সঙ্গে নন্দরায় ভোজনে বসিল

॥ ৩৭ ॥ ব্রজ বালা সহ রাণী করয়ে ভোজন। সখী সহ হাসি রাই তাম্বুল যোগান ॥ ৩৮ ॥ কৃষ্ণের প্রসাদ রাই খায় গোপনেতে। এই গুপ্ত লীলা খেলা কেপারে বর্ণিতে ॥ ৩৯ ॥ ভোজন বিলাস কথা অদ্যকার সাঙ্গ। প্রতি দিনে ভোজনের নব নব রঙ্গ ॥ ৪০ ॥ কিঞ্চিত প্রসাদ যদি পাই এইবার। ভব রোগে শান্তি পাব নিশ্চয় ইহার ॥ ৪১ ॥ শ্রীমহাপ্রসাদ গুণ অতুল অপার। যার সাক্ষী অদ্যাবধি জগন্নাথে সার ॥ ৪২ ॥ ভোজন লীলা সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ অথ বর সজ্জা লীলা ॥ রাগিনী কেদারা। তাল একতালা। রামের বচনঃ অমৃত সমানঃ শুণহে রাখালঃ করহে শ্রবণ। নিদ্রায়ে কাতরঃ হৈয়াছে যেজনঃ ছাপর পালঙ্গেঃ করয়ে শয়ন ॥ ১ ॥ শুণিয়া রাখালঃ হাসিয়া উঠিলঃ বারুণী আসিয়াঃ দাদারে ঘেরিল। নতুবা এমনঃ কেমনে বলিলঃ কাতর হইয়া ঘুমাতে চাহিল ॥ ২ ॥ কহেন বলাইঃ বুঝিলরে ভাইঃ মাঝারে আনিয়াঃ বসাও কানাই। বসন ভূষণেঃ অনঙ্গে হারাইঃ দুলার সুবেশ দিবরে বনাই ॥ ৩ ॥ রাখাল মাতিলঃ নাচিয়া উঠিলঃ মণ্ডলী সমাজেঃ কৃষ্ণের আনিল। কুসুম টোপরঃ মাথায় রাখিলঃ ফুলের জামায়ঃ সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিল ॥ ৪ ॥ ঝালর সহিতঃ পটুকা তায়ঃ সেতারা রচিতঃ উড়ানি উড়ায় ॥ মোতির কুণ্ডলঃ শ্রবণে দোলায়ঃ কমল করেতেঃ রতন বলয় ॥ ৫ ॥ বিবিধ অঙ্গুরীঃ ঢাকিল অঙ্গুলীঃ তপন গোপনেঃ করয়ে সুকেলি ॥ রতন চকেতেঃ মোহিত কামিনীঃ নরত্ন পাঞ্চিছিঃ স্থকিত দামিনীঃ ॥ ৬ ॥ বাজুতে ঝাবাতেঃ শোভিত ভুজায়ঃ অনন্ত মাদুলিঃ তাহাতে পরায় ॥ কণ্ঠীতে হারেতেঃ ভরিল গলায়ঃ মোহনে ভূষিতেঃ রাখালে খেলায় ॥ ৭ ॥ ফুলের সেহারাঃ অতি মনোহরাঃ বান্ধিল মাথায়েঃ হৈয়া তৎপরা ॥ ঘুরিয়া ফিরিয়াঃ গাইছে ভ্রমরাঃ গোপ গোপীগণঃ হইল চকোরা ॥ ৮ ॥ কামেরে চান্দেরেঃ ছানিয়া আনিয়াঃ ব্রজবালা রসেঃ যতন করিয়া ॥ ভূষণ বসনঃ দিল পরাইয়াঃ যশোদা মোহিতঃ নিছনি লইয়া ॥ ৯ ॥ হরিদ্রা সুতায়ঃ দুরবা বান্ধিয়াঃ কৃষ্ণ করে দিলঃ সাত ফেরি দিয়া ॥ সোনা মোড়া জাঁতিঃ ধররে কানায়াঃ বিবাহ সাজনঃ দেখহে চাহিয়া ॥ ১০ ॥ চরণ ভূষণঃ অতুল রতনঃ বলয় নূপুরঃ গুজরি শোভন ॥ ঘুঙ্গুরু বাজিছেঃ অভয় চরণঃ মোহন মুরতিঃ হেররে নয়ন ॥ ১১ ॥ দুলাকে

সাজায়্যাঃ ফিরে দেখাইয়াঃ বীণা বেণু শিঙ্গাঃ বাজায়্যা বাজায়্যা ॥ ব্রজবাসী সবেঃঅবাক হেরিয়াঃ মঙ্গল গাইছেঃ রমণী মীলিয়া ॥ ১২ ॥ ব্রজের বিলাসঃ হেরি অভিলাষঃ নিজ কর্ম্ম দোবেঃ মন পায় ত্রাস ॥ নিজ গুণে হরিঃ পুরাইতে আশঃ বৃন্দাবনে নাথঃ আনন্দ প্রকাশ ॥ ১৩ ॥ বরসজ্জা সাঙ্গ ॥*॥ দুলিন সজ্জা। রাগিনী পরজ ॥ তাল আড়াতেতালা ॥ * ॥ সুবল বলয়ে এবে কন্যা সাজাইব। ললিতা বলিল মোরা সাজাইয়া দিব ॥ ১ ॥ যাহা চাই তাহা দেও তোমরা আনিয়া। বিরলে বনাব বেশ দুলারে জিনিয়া ॥ ২ ॥ সৌদামিনী ছানি বিধি রচিত যাহার। ভূষণে কিপারে শোভা করিতে ইহার ॥ ৩ ॥ পদ্মরাগ বাটি দিল রেসমি বসনে। রতনের ফুল তাহে রচিল যতনে ॥ ৪ ॥ ভূমণ্ডলে দেব দেবী আছে যত স্থানে। ঘাগরায় লিখি সখী পরায় তখনে ॥ ৫ ॥ কাঁচলিতে ব্রজ লীলা লিখিল সকল। তাহা দেখি কৃষ্ণ মনে হইল বিকল ॥ ৬ ॥ নব মেঘে নীল কান্ত আভা মীলাইয়া। নীল শাড়ি রাঙ্গাইল সখীরা মীলিয়া ॥ ৭ ॥ অরুণ কিরণ নিয়া কিনারি রচিল। তারার লইয়া জ্যোতি বেল বনাইল ॥ ৮ ॥ অকলঙ্ক পূর্ণ্ণ চাঁদে ফুল বনাইয়া। শাড়ির মাঝারে দিল ক্রমে বসাইয়া ॥ ৯ ॥ ঘাগরা উপরে শাড়ি পরায় যখন। ত্রিলোক প্রকাশ করে নূতন কিরণ ॥ ১০ ॥ গোলাবি কপূরধূলে উড়ানি বনায়। আঁচলা ঝালর তায় বিজলী খেলায় ॥ ১১ ॥ সুন্দর কুসুম যত আছে তিন লোকে। উড়ানিতে লেখে সখী আনন্দ কৌতুকে ॥ ১২ ॥ অনুপম রূপ রাই করিল ধারণ। ত্রিভুবনে যেই শক্তি করি প্রকাশন ॥ ১৩ ॥ সুদ বুদ নাহি কার এরূপ হেরিয়া। নিশাকর স্থির রহে সময় পাইয়া ॥ ১৪ ॥ রতনের পৈঁছি আর প্রবালের মালা। মোহন কঙ্কণ হাতে দিল ব্রজ বালা ॥ ১৫ ॥ ক্ষুদ্র রত্নে জড়া চুড়ি ছন্দ বন্দ তায়। আগে পাছে মুক্তা বলী বিযথা পরায় ॥ ১৬ ॥ রতন পৃষ্ঠেতে দিল রতনের চক। অঙ্গুষ্ঠায় আর্শি দিল বিধু ঝক মক ॥ ১৭ ॥ অনামাতে ছল্লা দিল মিনা কারি তায়। লাল চন্দনেতে কর তলটি রাঙ্গায় ॥ ১৮ ॥ দশ নখে দশ চাঁদ ভূষণে কিকাজ। অঙ্গুরীতে শোভা করে কামপায় লাজ ॥ ১৯ ॥ মাদলি গাথিয়া দিল ঝাবার সহিত। করের শোভন দেখি জগত মোহিত ॥ ২০ ॥ ভুজ বন্দ তাড় নব

রতনেতে ঘেরা। তেথরি ঝাবায় শোভা মুনি মনোহরা ॥ ২১ ॥ কমল মৃণাল সহ যেমত প্রকাশ। কমনীয় কর শোভে শোভা করি হ্রাস ॥ ২২ ॥ ফুটিল মদন ফুল কর্ণফুল কাণে। ঝুমুকা মোতির জালে সুধা বরিষণে ॥ ২৩ ॥ কর্ণবালু কাণ পাতি মোতি দোলে তায়। রতন জড়িত কাণ কাণেতে পরায় ॥ ২৪ ॥ দুই কাণ ঝল মল বিবিধ রতনে। অষ্ট সখী পরাইল মনের যতনে ॥ ২৫ ॥ সাপিনী জিনিয়া বেণী খোপার সাজন। শিষ ফুল অর্দ্ধচন্দ্র শিরেতে শোভন ॥ ২৬ ॥ হীরা পান্না লাল মণি মুক্তায় গাথিয়া। ইচ্ছা করি খোপাপরে দিল জড়াইয়া ॥ ২৭ ॥ লাল মিনা হীরা জড়া ঝাবা লটকায়। দেখিয়া খোপার শোভা সখী নাচে গায় ॥ ২৮ ॥ দেওয়ানি শিতির পাটি মণি মুক্তা যুত। আবেজা সহিত বেলা মধ্যেতে দুলিত ॥ ২৯ ॥ কত কোটি চন্দ্র জিনি কপালে চন্দ্রিকা। তার নীচে মনোহরা শোভিছে অলকা ॥ ৩০ ॥ কস্তূরী তিলক নাসা মূলেতে রচিল। চন্দনের বিন্দু দীপ্ত চাঁদে হারাইল ॥ ৩১ ॥ শীতল অনল কিম্বা তপন ছানিয়া। সিন্দুরের বিন্দু ভালে তিমির নাশীয়া ॥ ৩২ ॥ সেতারা রচিল জুগ্ন ভুরুর উপরে। জোলফে লটকে ঝাবা অতি মনোহরে ॥ ৩৩ ॥ নাকড়া বেসরে নত মণি মোতি দিয়া। কৃষ্ণের হরিল মন নাকে পরাইয়া ॥ ৩৪ ॥ চিবুকে চিবুক দিল হীরাতে জড়িত। কপোলে আকুল করে যুবক মোহিত ॥ ৩৫ ॥ কুমকুম কস্তূরীতে লাল রঙ্গ দিয়া। কত চিত্র লেখে সখী বদন বেড়িয়া ॥ ৩৬ ॥ কণ্ঠে দিল রত্ন টিকা জুগুনু গৃথিয়া। তার নীচে মোতি কণ্ঠা মাঝে পান্না দিয়া ॥ ৩৭ ॥ তার নীচে চাঁপকলি কলি তয় নাশে। মনোরম ধুকধুকি হার দুই পাশে ॥ ৩৮ ॥ তার অধশ্চন্দ্রহার পদকে শোভিত। হরি পদচিহ্ন তায় রেখার সহিত ॥ ৩৯ ॥ লাল নীল পান্না মণি মাঝে মাঝে দিয়া। তেথরি মুকুতা হার দিল পরাইয়া ॥ ৪০ ॥ ফিরোজার মালা গাথি রতন সহিতে। কত ছড়া মালা গলে কেপারে গণিতে ॥ ৪১ ॥ তপত কাঞ্চন জিনি প্রিয়সীর তনু। ভূষণের নবরঙ্গে শোভে ইন্দু ভানু ॥ ৪২ ॥ চরণে ভূষণ পরাইতে সাধ করি। পদতল দেখি মূর্চ্ছা যায় ব্রজ নারী ॥ ৪৩ ॥ রাহু ভয়ে ভানু পলাইয়া বাসকরে। অথবা মঙ্গল আসি রহে পদ বরে ॥ ৪৪ ॥ উর্দ্ধরেখা মীনরথ পদ্ম নীল আদি। অষ্টাদশ অঙ্ক

শোভা নির মিল বিধি ॥ ৪৫ ॥ সুকোমল পদতল লোহিত কিরণ। যাবক পরাতে নাহি আর প্রয়োজন ॥ ৪৬ ॥ পাযুলি চুটকী পদ অঙ্গুলীতে দিল। চকোর চাঁদেতে যেন বিধি মীনাইল ॥ ৪৭ ॥ ঘুঙ্গুরু সহিত ছল্লা পরাইল তায়। হীরার রচিত পাতা দিল দুই পায় ॥ ৪৮ ॥ সুমেরু বেড়িয়া যেন সুধার সাগর। হেন শোভা ঐ দেখ পাতার উপর ॥ ৪৯ ॥ রতনের শত পত্র পদ মাঝে দিল। বেদ মতি মালা দিয়া একুল বান্ধিল ॥ ৫০ ॥ হীরার পরব জড়া তেথরি পায়েল। গুজরী নীলম জড়া রত্ন বাঁকমল ॥ ৫১ ॥ চরণের অভরণ আছে শত শত। অদ্য সখী পরাইল এই এক মত ॥ ৫২ ॥ চরণে পাদুকা দিল ধূলি নিবারণে। মনের তিমির হত রূপ দরশনে ॥ ৫৩ ॥ ফুলের ময়ূরী বান্ধে দুলানীর শিরে। করেতে কঙ্কণ বান্ধে লাল রঙ্গ ডোরে ॥ ৫৪ ॥ বিবাহের রীতি যত সঙ্গিনী রচিল। বর কন্যা দুই বেশ দুর্লভ শোভিল ॥ ৫৫ ॥ রাধা কৃষ্ণ লৈয়া খেলা নন্দের ভবনে। বালক বালিকা করে নিত্য নন্দ সনে ॥ ৫৬ ॥ প্রেমের নাথের পায় কোটি নমস্কার। বিশ্বমায়া কর দয়া পাপ পরিস্কার ॥ ৫৭ ॥ বিবাহের বেশ সাঙ্গ মঙ্গল রাগিনী। সুর তালে গাও ভাই যত আছ গুণী ॥ ৫৮ ॥ বরাতি তৈয়ারি ॥ রাম বলে বিবাহেতে নহবত আবশ্যক চাই। বুজ শিশু বলে দাদা যন্ত্র আন আমরা বাজাই ॥ ১ ॥ নাগারা টিকারা ঝাজ কর নাল কাণ্ঠের সানাই। ভেরী তুরি রামশিঙ্গা জয় ঢাক জোড়া জোড় ঘাই ॥ ২ ॥ ঘরে ছিল সর্ব্ব বাজা নন্দ রাণী দিলেন আনিয়া। রাজ দ্বারে বসি শিশু তাল মানে গাইছে রাজায়্যা ॥ ৩ ॥ বর সঙ্গে যত বাজা বাজাইয়া যাইতে হইবে। শীঘ্র যাও আনি দেও নামতার মায়েরে বলিবে ॥ ৪ ॥ আনন্দিত হৈয়ারাণী বহু যন্ত্র বাদ্য আনি দিল। মনোমত গোপ শিশু একে একে বাঁটিয়া লইল ॥ ৫ ॥ শিশু পৃষ্ঠে উটাকার করি তায় দামামা চড়ায়। তার পরে এক শিশু ডঙ্কা দিয়া আগে চলি যায় ॥ ৬ ॥ কিছু শিশু হস্তি রূপ দ্রুত ধরে নিশান লইতে। রাখাল চড়িয়া তায় নানা রঙ্গ লয় হাতে হাতে ॥ ৭ ॥ কত শিশু ঘোড়া হয় সাজ বাজ রতনে জড়িত। নানা অস্ত্র বান্ধি বাঁকা আশোয়ার হয় মনোনীত ॥ ৮ ॥ আশা সোটা সাতে সাতে বুজরাল লৈয়া চলে আগে। তার পাছে ঢাক

ঢোল তাসা মোরফা বাজে অনুরাগে ॥ ৯ ॥ ডফলা বাঁশরী আর কড়থাই পি তল সানাই। ডম্ফ ঝম্প নাগ ফেরী সুরভঙ্গ সিঙ্গা কড়বাই ॥ ১০ ॥ নানা দেশী জয়ঢাক আদি যত বাদ্য ছিল ঘরে। কান্ধে বান্ধি স্থানে স্থানে বাজা ইছে আনি য়া সত্বরে ॥ ১১ ॥ অচল জন্তুর সহ তরুবর বাগিচা রচিল। নানা জাতি ফল ফুল শত শত ফুয়ারা ছুটিল ॥ ১২ ॥ ফুল ছড়ি বহু ভাঁতি করে ধরি চলিছে নাচিয়া। সব সাজ মনো মত বনাইল রাখাল মীলিয়া ॥ ১৩ ॥ তক্তরওয়াঁ নব নব যূথ যূথ অপূর্ব রচিল। মোম বাতি নানা ভাঁতি ফানসেতে তাহা টাঙ্গাইল ॥ ১৪ ॥ তার মধ্যে নহবত সাজাইয়া দিল বসাইয়া। মধ্যে নাচে শিশু গন্ধর্ব্বিনী কিন্নরী হইয়া ॥ ১৫ ॥ তবল সেতার আর তালজড়ি সারঙ্গী দোহারা। ছয় রাগ ছয় গুণ রাগি নীতে গায় মনোহরা ॥ ১৬ ॥ কপিলাস বীণা বেণু বেহালায় রবাব পিনাক। দো তারা কানুন বাজে সুধা সম গাইছে নায়ক ॥ ১৭ ॥ জল তরঙ্গ মোচঙ্গ তানপূরা মধুর মৃদঙ্গ। রাগ সার এক তারা টিমটিমি যন্ত্রের তরঙ্গ ॥ ১৮ ॥ বাইশ আখড়া বাজে তক্তরওয়াঁ শোভে স্থানে স্থানে। ব্রাহ্মণের শিশু মীলি সাম গান করিছে সঘনে ॥ ১৯ ॥ শ্রীদাম সুদাম নিজ সখা গণ হইল কাহার। চতুর্দোল কান্ধেলয় প্রেমা নন্দে আনন্দ বিহার ॥ ২০ ॥ তার মধ্যে রাধানাথ দীপ্তমান বসন ভূষণে। সমুখেতে বলরাম মিতবর বসিলা আপনে ॥ ২১ ॥ রাম বলে ধরাধরি অতি দুঃখ পাইয়াছিলাম। বহু পুন্যে চাঁদ মুখ হেরি আমি সুখী হইলাম ॥ ২২ ॥ চতু র্দোল ঘেরি শিশু বাণ লৈয়া যায় সারি সারি। ময়ূরপিচ্ছ চামরেতে সুব্যজন করে সব নারী ॥ ২৩ ॥ পিকদান পানদান জলপাত্র বসন রুমাল। পাদুকা বিবাহ সজ্জ আদি যত লইল রাখাল ॥ ২৪ ॥ মঙ্গল গাইয়া যায় পাছে পাছে গোপ গোপী জাল। অরুণে ঘেরিল যেন শশী তারা যূথ যূথ মাল ॥ ২৫ ॥ বালক বালিকা খে লা নন্দ রায় নয়নে হেরিয়া। রতন ভূষণে শিশু ভূষিলেন আহ্লাদ করিয়া ॥ ২৬ ॥ গোলাব আতর গন্ধ বহুতর ছড়ায় সঘনে। মলয় পবন তাহে সহকারি প্রমোদ কারণে ॥ ২৭ ॥ নন্দ গৃহে হৈতে বর বিবাহের কারণে চলিল। রোহিণীর গৃহে রাধা মনোনীত দুলিনী সাজিল ॥ ২৮ ॥ কোন সখী নাপিতিনী ব্রাহ্মণী গানহারী। জল